প্রফেসর'স
professorsbd.com

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বর্ষ ২৫ । সংখ্যা ২৯০ । অক্টোবর ২০২০

আমিরাত-ইসরাইল-বাহরাইন চুক্তি
মধ্যপ্রাচ্যে ঐতিহাসিক বাঁকবদল
পোলিওমুক্ত বিশ্ব | OPEC'র ৬ দশক

প্রতি মাসের বাংলাদেশ ও বিশ্ব
রূপকল্প ২০৪১ : আগামীর বাংলাদেশ
মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর পরিচিতি
COVID-19 আপডেট

Digitised Banking
Demand for Future

মার্কিন প্রেসিডেন্ট
নির্বাচন ২০২০
কে যাবেন
হোয়াইট হাউসে

নিয়োগ টিপস

ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা
অডিটর ও জুনিয়র অডিটর
খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ
সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ
পরিসংখ্যান ব্যুরো ও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন পদ
সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট
ক্যারিয়ার গড়ার শর্ট টেকনিক

বিসিএস প্রস্তুতি

৪০তম Real Viva
৪১তম প্রিলি. টিপস ও বিষয়ভিত্তিক Self Test

বিশেষ প্রস্তুতি

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ
১৭তম শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা

বর্ষ ২৫ । সংখ্যা ২৯০ । অক্টোবর ২০২০

২৫ বছরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsbd.com

প্রতি মাসের বাংলাদেশ ও বিশ্ব

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ জাহিদ মাহমুদ
জাকির হোসেন খোকন

সহকারী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন

গবেষক
গোলাম কিবরিয়া বিপু

সমন্বয়ক
মো. আলাল উদ্দিন, জহিরুল ইসলাম
মো. ফজলুল হক, আরিফ খান মিরণ
মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম

বিভাগীয় সম্পাদক
মোশারফ হোসেন প্রান্ত, বুলবুল আহমেদ
মো. ইউসুফ খান, আবু আহসান সাঈদ

সম্পাদনা সহকারী
মাকসুদুর রহমান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

শিল্প নির্দেশক
হাফছা ইসলাম ও সানিয়া জিহা

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. মনির হোসেন লিটন

বর্ণবিন্যাস
মোসলেম উদ্দিন, নূর মোহাম্মদ জিন্নাহ
আবদুল করিম কাজল, মো. মনিরুল ইসলাম

দাম : বিশ টাকা

বিপণন
মাসিক প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৫৭১৬৫১২৯, ৯৫৩৩০২৯, ০১৭১১ ১২০৭০১
অফিস ফোন : ৯৫৮৪৪৩৬
web : www.professorsbd.com
e-mail : ca@professorsbd.com
/profscurrentaffairs

বিডিনিয়োগ.কম

সম্পাদকীয়

করোনা সংক্রমণের প্রথম ঢেউ কাটতে না কাটতেই বিশ্বের কোনো কোনো প্রান্তে শুরু হয়েছে এর দ্বিতীয় ঢেউ। এ সময় অর্থনীতিকে সচল রেখে এ ঢেউ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশসহ অনেক দেশ। দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলা এ মহামারি থেকে গোটা বিশ্বকে রক্ষা করতে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। প্রয়োজন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।

সম্প্রতি ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। একে 'মধ্যপ্রাচ্যের নতুন সূর্যোদয়' হিসেবে দেখা হলেও এ অঞ্চলের শান্তিরক্ষায় তা কতটা ভূমিকা রাখে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েই গেছে। বহু জাতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে চলছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডামাডোল। নভেম্বরের নির্বাচনে কে যাবেন হোয়াইট হাউসে— সবার দৃষ্টি এখন সেদিকে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বকে পোলিওমুক্ত করা, জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে রদবদল, সুদানে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি, ক্রাইস্টচার্চ হামলার ঐতিহাসিক রায় ইত্যাদি ঘটনা ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। দেশ-বিদেশের এরূপ নানা বিষয়ের তথ্যভিত্তিক আয়োজন স্থান পেয়েছে এ সংখ্যায়।

দীর্ঘ বিরতির পর অর্থনীতির চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা নিয়োগ পরীক্ষা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। সময় নষ্ট না করে চাকরি পরীক্ষার্থীদের এখনই সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের বিকল্প নেই। পরীক্ষার্থীদের জন্য এ সংখ্যায় রয়েছে বিসিএস প্রিলিমিনারি টিপস ও Real Viva এবং ব্যাংক-বীমা, গ্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, ১৭তম শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধনসহ সমসাময়িক সকল চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক আয়োজন। রয়েছে সফল ক্যারিয়ার গঠন নিয়ে বিশেষ আয়োজনসহ নিয়মিত ও অনিয়মিত সকল বিভাগ।

পরিশেষে, সকলেই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সকলের জীবন ভরে উঠুক সমৃদ্ধি ও অনাবিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, এ প্রত্যাশায়— আল্লাহ হাফেজ।

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন ৩৮/৩ (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনুগ্রহপূর্বক

শেয়ারের সময়

কোনো পেইজ Delete করে নিজে Edit করবেন না।

BDNiyog.Com আপনার জন্য সবসময় সেরাটা দেয়!

www.bdniyog.com

কথাপ্রকাশ নিবেদিত বরেণ্যজনের জীবনী

বাংলার সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র বহু মনীষীর অবদানে পূর্ণ। তাঁদের ত্যাগ, সাধনা, মনীষা ও সংগ্রাম আমাদের দিয়েছে সমৃদ্ধি। তাঁদের অবদানে আমরা দেশে ও বিদেশে একটি গৌরবময় জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত। নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করে গড়ে তুলতে এই সব মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে সবার জন্য সহজপাঠ্য **জীবনী গ্রন্থমালা** সিরিজ প্রকাশ করে চলেছে কথাপ্রকাশ। আমাদের শিশু-কিশোরদের জন্য অবশ্যপাঠ্য এই জীবনীমালা তাদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

প্রতিটি বইয়ের দাম মাত্র ১০০ টাকা

২০০৮
- ভাষা শহীদ
- কাজী নজরুল ইসলাম
- বীরশ্রেষ্ঠ
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- অধিকাচরণ মজুমদার

২০০৯
- প্রফুলচাকী
- কবি জসীমউদ্‌দীন
- সোহরাওয়ার্দী
- সুকান্ত ভট্টাচার্য
- আরজ আলী মাতুব্বর
- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
- অশ্বিনীকুমার দত্ত
- সত্যজিৎ রায়
- মওলানা ভাসানী
- বেগম রোকেয়া
- জগদীশচন্দ্র বসু
- জয়নুল আবেদিন
- বিদ্রোহী তিতুমীর
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২০১০
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- সুফিয়া কামাল

২০১১
- এস এম সুলতান
- হাজী মুহম্মদ মহসীন
- কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন
- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
- মহাত্মা গান্ধী
- হাছন রাজা
- সোমেন চন্দ

২০১২
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
- ডিরোজিও
- তাজউদ্দিন আহমদ
- রণেশ দাশগুপ্ত

২০১৩
- মাও সেতুং
- কার্ল মার্কস
- শেক্সপীয়র
- চারণকবি মুকুন্দদাস
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- কাজী আবদুল ওদুদ
- মাস্টারদা সূর্য সেন
- চে গুয়েভারা
- লেনিন
- আবুল হাসান
- মাদার তেরেসা
- কামিনী রায়
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

২০১৪
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- মীর মশাররফ হোসেন

২০১৬
- আলফ্রেড নোবেল
- লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি
- পাবলো পিকাসো
- লালন সাঁই
- নেলসন ম্যান্ডেলা
- ফিদেল কাস্ত্রো

২০১৭
- আলবার্ট আইনস্টাইন
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- হুমায়ুন কবির
- ইবনে সিনা
- চার্লি চ্যাপলিন

২০১৮
- জীবনানন্দ দাশ
- সৈয়দ মুজতবা আলী

২০১৯
- স্টিফেন হকিং
- সুকুমার রায়
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০, ফোন : ৯৫৮১৯৪২
Email : kathaprokash@gmail.com Web : www.kathaprokash.com

কথাপ্রকাশ
সৃজনের আনন্দে গথচলা

www.bdniyog.com

www

সূচিপত্র

০৪ ॥ সংবাদ-সংযোগ : সেপ্টেম্বর ২০২০
০৬ ॥ সাম্প্রতিক MCQ : সেপ্টেম্বর ২০২০
০৮ ॥ সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর : সেপ্টেম্বর ২০২০
০৯ ॥ দৃষ্টিপাত : সেপ্টেম্বর ২০২০
১৪ ॥ বিনোদন জগৎ
১৫ ॥ ব্যারিয়ার গড়ার শর্ট টেকনিক
১৬ ॥ সমকালীন বিশ্ব ও বাংলাদেশ

সচিত্র বাংলাদেশ

১৭ ॥ বাংলাদেশ-সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন
১৭ ॥ ভুটানের সাথে প্রথম PTA
১৮ ॥ বাংলাদেশ-ভারত নৌবাণিজ্য
১৮ ॥ কাগজবিহীন বাণিজ্য চুক্তি অনুসমর্থন
১৯ ॥ ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি
১৯ ॥ স্বামীর সব সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অধিকার
২০ ॥ BAU হাঁস উদ্ভাবন
২০ ॥ BRRI'র সুবর্ণজয়ন্তী
২১ ॥ ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম
২১ ॥ বাংলাদেশে পদ্মফুলের নতুন প্রজাতি
২২ ॥ ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা
২৩ ॥ মুক্তিযুদ্ধের ১১ সেক্টর পরিচিতি
২৪ ॥ বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশ
২৬ ॥ বিশ্বস্বীকৃতি
২৭ ॥ রূপকল্প ২০৪১ : আগামীর বাংলাদেশ
২৮ ॥ রিপোর্ট সমীক্ষা
৩০ ॥ COVID-19 আপডেট

বিশ্ব প্রবাহ

৩৩ ॥ নেপালের পাঠ্যবইয়ে নতুন মানচিত্র
৩৩ ॥ আফগান-তালেবান শান্তি আলোচনা
৩৩ ॥ কাতারে শ্রম আইনের পরিবর্তন
৩৪ ॥ সৌদি আরব
৩৪ ॥ ভারত পরিক্রমা
৩৫ ॥ জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে রদবদল
৩৫ ॥ রোহিঙ্গা ইস্যু ও মিয়ানমার
৩৬ ॥ সুদানে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি
৩৬ ॥ জার্মান বুন্দেসটাগের আসন হ্রাস
৩৬ ॥ যুক্তরাজ্য-জাপান বাণিজ্য চুক্তি
৩৭ ॥ কুয়েত সংবাদ
৩৭ ॥ তাইওয়ানের নতুন পাসপোর্ট
৩৮ ॥ ক্রাইস্টচার্চ হামলার ঐতিহাসিক রায়
৩৮ ॥ রুশবার্তা
৩৯ ॥ মার্কিন মুলুকে
৪০ ॥ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২০
৪২ ॥ মহাপ্রাচীরের দেশ চীন
৪৩ ॥ আমিরাত-ইসরাইল-বাহরাইন চুক্তি
৪৪ ॥ মধ্যপ্রাচ্যে ঐতিহাসিক বাঁকবদল
৪৫ ॥ OPEC'র ৬ দশক
৪৬ ॥ পেলিওমুক্ত বিশ্ব
৪৭ ॥ প্রাণ প্রকৃতি
৪৮ ॥ প্রত্নতত্ত্ব
৪৯ ॥ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি
৫০ ॥ দূরের আকাশ
৫২ ॥ আবিষ্কার-উদ্ভাবন
৫৩ ॥ রেকর্ড বিশ্ব
৫৪ ॥ খেলার আসর
৫৬ ॥ ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স) ও আখেরি চাহার সোম্বা
৫৭ ॥ বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন : আগস্ট
৬২ ॥ DIGITISED BANKING : DEMAND FOR FUTURE
৬৪ ॥ শিক্ষা বাতায়ন

BCS আয়োজন

৬৫ ॥ ৪০তম বিসিএস Real Viva
৬৬ ॥ ৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি ও Self Test

নিয়োগ টিপস

৭৬ ॥ PSC নন-ক্যাডার জব
৭৭ ॥ ১৭তম শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা : ২০২০
৮০ ॥ ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা
৮৫ ॥ বিভিন্ন পদের নিয়োগ টিপস
৮৮ ॥ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী
৯০ ॥ সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট
৯২ ॥ টেকনিক : পর্ব-৪৯
৯৩ ॥ সঠিক তথ্যের সন্ধানে
৯৪ ॥ প্রশ্ন আপনার আমাদের উত্তর
৯৫ ॥ জানা-অজানা
৯৬ ॥ রকমারি

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, Bank, নন-ক্যাডার, BCSসহ অন্যান্য Job!
একটি বইয়ে ইংরেজির সব!!!

ইংরেজিতে নিশ্চিত সাফল্য পেতে
এইটি আপনাকে পড়তে হবে
না হলে ... পিছিয়ে পড়তে হবে

ENGLISH FOR COMPETITIVE EXAMS
চাকরি ও ভর্তি পরীক্ষার ইংরেজি সহায়িকা

প্রফেসর'স প্রকাশন
তথ্যের পৃথিবী • উন্নত জীবন

সংস্করণ
জানুয়ারি ২০২০

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

সংবাদ সংযোগ

বাংলাদেশ ◆ ০১.০৯.২০২০ । মঙ্গল

— বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৯ বিলিয়ন বা ৩,৯০০ কোটি ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করে।

— অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা সংশোধন করে স্বতন্ত্র অনলাইন নিউজ পোর্টালের পাশাপাশি টেলিভিশন, বেতার ও ছাপা পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণ এবং আইপি টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও চালানোর ক্ষেত্রেও নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে সরকার।

আন্তর্জাতিক

— দুর্নীতির অভিযোগে ডিক্রি জারি করে সৌদি রাজপরিবারের দুই সদস্যসহ ৬ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেন দেশটির বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ।

— পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয় ভারতের ত্রয়োদশ ও একমাত্র বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির শেষকৃত্য।

— সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা ও সিনিয়র উপদেষ্টা জ্যারড কুশনার।

বাংলাদেশ ◆ ০২.০৯.২০২০ । বুধ

— ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে সারাদেশে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত।

— দেশের হিন্দু বিধবারা স্বামীর সব সম্পত্তিতে ভাগ পাবেন—এ মর্মে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় প্রদান।

আন্তর্জাতিক

— ফরাসি রম্য পত্রিকা শার্লি এবদোর কার্যালয়ে ২০১৫ সালের হামলার ঘটনায় ১৪ জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরু।

— BIMSTEC'র সিনিয়র কর্মকর্তাদের ২১তম বৈঠকে সংস্থার খসড়া সনদ এবং অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত।

— আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে গাম্বিয়ার দায়ের করা রোহিঙ্গা গণহত্যা সংক্রান্ত মামলায় যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন কানাডা ও নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা।

— পাসপোর্টের নতুন নকশা প্রকাশ করে তাইওয়ান সরকার।

বাংলাদেশ ◆ ০৩.০৯.২০২০ । বৃহস্পতি

— সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের নবনিযুক্ত দুই বিচারপতির শপথ গ্রহণ।

— ঢাকা-৫ ও নওগাঁ-৬ সংসদীয় আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

— ভাইস এডমিরাল থেকে পদোন্নতি পেয়ে এডমিরাল র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরেন নৌবাহিনীর প্রধান এম শাহীন ইকবাল।

— দেশের ৯২টি পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকে প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের জন্য অনুমতি দিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

আন্তর্জাতিক

— কুয়েতে প্রথমবারের মতো শপথ গ্রহণ করেন আট নারী বিচারক।

বাংলাদেশ ◆ ০৪.০৯.২০২০ । শুক্র

— নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তল্লা এলাকার বাইতুস সালাম জামে মসজিদে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বহু মানুষ হতাহত।

আন্তর্জাতিক

— ৫৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডাকযোগে আগাম ভোটগ্রহণ শুরু।

— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় একটি অর্থনীতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার ভুসিক ও কসোভোর প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ হোতি।

বাংলাদেশ ◆ ০৬.০৯.২০২০ । রবি

— একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন শুরু।

আন্তর্জাতিক

— জাপানের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে শক্তিশালী টাইফুন 'হাইশেন'।

আন্তর্জাতিক ◆ ০৭.০৯.২০২০ । সোম

— সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যার চূড়ান্ত রায় প্রদান করে সৌদি আদালত।

— Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HTDV)-এর সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে হাইপারসনিক যুগে প্রবেশ করে ভারত।

বাংলাদেশ ◆ ০৮.০৯.২০২০ । মঙ্গল

— ঢাকায় বৈশ্বিক অভিযোজন কেন্দ্র (GCA)-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক

— ধর্ম অবমাননার দায়ে আসিফ পারভেজ নামের এক খ্রিস্টান যুবকের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন পাকিস্তানের লাহোরের স্থানীয় আদালত।

বাংলাদেশ ◆ ০৯.০৯.২০২০ । বুধ

— ২০১৩ সালের নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনের দায়ের করা মামলায় প্রথম রায় প্রদান।

আন্তর্জাতিক

— পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সরবরাহ ও পরিষেবার বহর বাড়াতে চুক্তিবদ্ধ হয় ভারত ও জাপান।

বাংলাদেশ ◆ ১০.০৯.২০২০ । বৃহস্পতি

— একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন সমাপ্ত।

— একদিনের সফরে ঢাকা আসেন হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রী পিটার্স সিয়ার্তো।

আন্তর্জাতিক

— আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৭ নম্বর স্কোয়াড্রনে অন্তর্ভুক্ত হয় পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান।

— যুক্তরাষ্ট্র-মালদ্বীপের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক কাঠামোগত চুক্তি স্বাক্ষরিত।

আন্তর্জাতিক ◆ ১১.০৯.২০২০ । শুক্র

— জাপানের সাথে BREXIT-পরবর্তী প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করে যুক্তরাজ্য।

— ইসরাইল ও বাহরাইনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

— যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের বিরোধিতার মধ্যেই জাতিসংঘে কোভিড-১৯ মহামারি সম্পর্কে 'ব্যাপক ও সমন্বিত সাড়া' দেয়ার বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

আন্তর্জাতিক ◆ ১২.০৯.২০২০ | শনি
— কাতারের রাজধানী দোহায় মার্কিন মধ্যস্থতায় আফগানিস্তান সরকার ও তালেবান প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনা শুরু।

বাংলাদেশ ◆ ১৪.০৯.২০২০ | সোম
— কাগজবিহীন বাণিজ্য চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব এবং ভুটানের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA)-এর খসড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত।
— পবিত্র নগরী জেরুজালেমের সিলওয়ান শহরের কাব্বা বিন আমর মসজিদ ভাঙার আদেশ দেয় ইহুদিবাদী ইসরাইলি আদালত।

আন্তর্জাতিক
— ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারাতে নবনির্মিত চ্যান্সারি কমপ্লেক্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
— পদত্যাগ করেন চীনে নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত টেরি ব্রান্সটাড।

বাংলাদেশ ◆ ১৫.০৯.২০২০ | মঙ্গল
— দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা আর ৬ মাসের জন্য স্থগিত করে নির্বাহী আদেশ জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগ।

আন্তর্জাতিক
— জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশন শুরু।
— নতুন মানচিত্র সম্বলিত পাঠ্যবই প্রকাশ করে নেপালের শিক্ষা অধিদপ্তর।
— ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে দুই আরব দেশ— সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৬.০৯.২০২০ | বুধ
— জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইউশিহিদে সুগা।
— নারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমবারের মতো দুটি ডিজিটাল কলেজ চালু করে সৌদি সরকার।
— ক্যাটাগরি-২ মাত্রার শক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা উপকূলে আঘাত হানে গ্রীষ্মকালীন হ্যারিকেন 'স্যালি'।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৭.০৯.২০২০ | বৃহস্পতি
— বিতর্কিত কৃষি বিলের প্রতিবাদে ভারতীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন পাঞ্জাবের অকালি দলের নেত্রী হরসিমরথ কৌর বাদল।
— সন্তানের জাতীয় পরিচয়পত্রে বাবার পাশে মায়ের নাম যুক্ত করা সংক্রান্ত আইনের সংশোধনীতে স্বাক্ষর করে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৮.০৯.২০২০ | শুক্র
— কুয়েতের আমিরকে বিরল এক সম্মানে ভূষিত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আন্তর্জাতিক ◆ ১৯.০৯.২০২০ | শনি
— ইরানের বিরুদ্ধে একতরফা জাতিসংঘের সব নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের ঘোষণা দেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও।

আন্তর্জাতিক ◆ ২০.০৯.২০২০ | রবি
— ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার সংক্রান্ত দুটি বিতর্কিত বিল পাস।
— ইতালির পার্লামেন্টে সংসদ সদস্যের সংখ্যা কমাতে দু'দিনব্যাপী গণভোট শুরু।

আন্তর্জাতিক
— পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় গ্যাস ফোরাম গঠন সংক্রান্ত সনদ স্বাক্ষরিত।
— প্রেসিডেন্টকে অভূতপূর্ব ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রীলংকার সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপন।
— ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় আরব লিগের বৈঠকের সভাপতিত্ব থেকে সরে যায় ফিলিস্তিন।

বাংলাদেশ ◆ ২৫.০৯.২০২০ | শুক্র
— জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলায় দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের ৪৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করে ডাক অধিদপ্তর।

শীর্ষখবর

২ সেপ্টেম্বর	স্বামীর সব সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবাদের অধিকার দিয়ে হাইকোর্টের রায়।
৬ সেপ্টেম্বর	একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন শুরু।
৯ সেপ্টেম্বর	২০১৩ সালে নির্যাতনে হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনের দায়ের করা মামলায় প্রথম রায় প্রদান।
১০ সেপ্টেম্বর	একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন সমাপ্ত।
১১ সেপ্টেম্বর	জাপানের সাথে BREXIT-পরবর্তী প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করে যুক্তরাজ্য।
১২ সেপ্টেম্বর	প্রথমবারের মতো আফগানিস্তান সরকার ও তালেবানদের মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু।
১৫ সেপ্টেম্বর	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশন শুরু।
	ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন।
১৬ সেপ্টেম্বর	জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইউশিহিদে সুগা।
২১ সেপ্টেম্বর	PSC'র ১৪তম চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন মো. সোহরাব হোসাইন।
	করোনা প্রতিরোধী টিকা বিশ্বজুড়ে সুষ্ঠু বন্টনের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক চুক্তিতে সম্মত হয় বিশ্বের ১৫৬ দেশ।

বাংলাদেশ ◆ ২১.০৯.২০২০ | সোম
— বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (BPSC) ১৪তম চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন মো. সোহরাব হোসাইন।

আন্তর্জাতিক
— করোনা প্রতিরোধী কোনো টিকা পাওয়া গেলে তা বিশ্বজুড়ে দ্রুত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিতরণের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে সম্মত হয় বিশ্বের ১৫৬টি দেশ।

বাংলাদেশ ◆ ২২.০৯.২০২০ | মঙ্গল
— ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক ◆ ২৩.০৯.২০২০ | বুধ
— জনসন অ্যান্ড জনসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস টিকার তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা শুরু করে।

বাংলাদেশ ◆ ২৬.০৯.২০২০ | শনি
— জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে মূল বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
— জাতীয় সংসদের পাবনা-৪ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক ◆ ২৯.০৯.২০২০ | মঙ্গল
— ৫৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওহাইও অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম দফা প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কে অংশ নেন দেশটির প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন।

আন্তর্জাতিক ◆ ৩০.০৯.২০২০ | বুধ
— জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জীববৈচিত্র্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

সাম্প্রতিক MCQ

বাংলাদেশ

১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (BPSC) বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
ⓚ মো. সোহরাব হোসাইন ⓛ শেখ আলতাফ আলী
ⓖ মো. শাহজাহান আলী মোল্লা ⓘ কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর

২. Bangladesh Reference Institute for Chemical Measurements (BRiCM) কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ⓚ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
ⓛ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
ⓖ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি
ⓘ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩. BRiCM'র প্রধানের পদবি কী?
ⓚ মহাপরিচালক ⓛ পরিচালক
ⓖ চেয়ারম্যান ⓘ নির্বাহী পরিচালক

৪. বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) করতে যাচ্ছে?
ⓚ যুক্তরাষ্ট্র ⓛ ভুটান ⓖ চীন ⓘ ভারত

৫. ৩১ আগস্ট ২০২০ মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোন সমুদ্রবন্দর স্থাপনের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়?
ⓚ সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর ⓛ মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর
ⓖ নোয়াখালী সমুদ্রবন্দর ⓘ পায়রা সমুদ্রবন্দর

৬. বর্তমানে দেশে নদীবন্দর কতটি?
ⓚ ৩২টি ⓛ ৩৩টি ⓖ ৩৪টি ⓘ ৩৫টি

৭. দেশের ৩৫তম নদীবন্দর কোনটি?
ⓚ বালাগঞ্জ ⓛ দাউদকান্দি-বাউশিয়া
ⓖ মীরসরাই-রাসমনি ⓘ মেঘাই ঘাট-নাটুয়ারপাড়া

৮. বালাগঞ্জ নদীবন্দর কোন জেলায় অবস্থিত?
ⓚ নরসিংদী ⓛ সিলেট
ⓖ সিরাজগঞ্জ ⓘ মুন্সিগঞ্জ

৯. 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হবে কোন নদীকে?
ⓚ বাইগার নদী ⓛ মধুমতি নদী
ⓖ হালদা নদী ⓘ পদ্মা নদী

১০. নিচের কোন ব্যক্তির জন্মবার্ষিকী সরকারিভাবে উদ্‌যাপন করা হয়?
ⓚ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ⓛ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব
ⓖ শেখ কামাল ⓘ ওপরের সকলের

শিক্ষা

১১. বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি?
ⓚ ১০৪টি ⓛ ১০৫টি ⓖ ১০৬টি ⓘ ১০৭টি

১২. দেশের সর্বশেষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
ⓚ ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, বরিশাল
ⓛ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
ⓖ আরটিএম আল-কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, সিলেট
ⓘ বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম

১৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হবে?
ⓚ কিশোরগঞ্জ ⓛ গোপালগঞ্জ
ⓖ ফরিদপুর ⓘ বরিশাল

১৪. শেখ হাসিনা মেডিক্যেল বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হবে?
ⓚ রংপুর ⓛ কুমিল্লা ⓖ খুলনা ⓘ বরিশাল

১৫. সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (BAU) উদ্ভাবিত হাঁসের জাতের নাম কী?
ⓚ BAU হাঁস ⓛ BAU স্বর্ণা
ⓖ CPF-3 ⓘ BAU সাদা-কালো

বিশ্বাঙ্গনে বাংলাদেশ

১৬. ৩১ আগস্ট ২০২০ বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষর করে?
ⓚ সান ম্যারিনো ⓛ পালাউ
ⓖ সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস ⓘ কসোভো

১৭. বর্তমানে জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী প্রেরণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ বাংলাদেশ ⓛ ইথিওপিয়া ⓖ রুয়ান্ডা ⓘ নেপাল

আন্তর্জাতিক

১৮. আমিরাত-ইসরাইল-বাহরাইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
ⓚ ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ⓛ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
ⓖ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ⓘ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

১৯. ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ কোন দুটি আরব দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়?
ⓚ আমিরাত ও বাহরাইন ⓛ লেবানন ও ওমান
ⓖ সৌদি আরব ও লিবিয়া ⓘ আলজেরিয়া ও ইরাক

২০. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট কতটি আরব দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়?
ⓚ ২টি ⓛ ৩টি ⓖ ৪টি ⓘ ৫টি

২১. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট কতটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে?
ⓚ ১৩টি ⓛ ১৫টি ⓖ ১৭টি ⓘ ১৯টি

২২. চাবাহার বন্দর কোন দেশে অবস্থিত?
ⓚ আফগানিস্তান ⓛ তাজিকিস্তান
ⓖ ইরান ⓘ পাকিস্তান

২৩. জাপানের বর্তমান ও ৯৯তম প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
ⓚ সিগেইরু ইশিবা ⓛ ফুমিও কিশিদা
ⓖ ইউশিহিদে সুগা ⓘ কাৎসুনোবু কাতো

MCQ উত্তর

১	ক
২	খ
৩	ক
৪	খ
৫	ক
৬	ঘ
৭	ক
৮	খ
৯	গ
১০	ঘ
১১	ঘ
১২	গ
১৩	ক
১৪	গ
১৫	ঘ
১৬	গ
১৭	ক
১৮	ঘ
১৯	ক
২০	গ
২১	ঘ
২২	গ
২৩	গ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ তিনভাগে বিভক্ত— বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ, ভূপৃষ্ঠের প্রক্রিয়া-সৃষ্ট দুর্যোগ ও ভূগর্ভস্থ দুর্যোগ

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

২৪. তিউনিসিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
(ক) এলিয়েস ফখফখ (খ) হেজিসাইদ ইসেবসি
(গ) কাইস সাইদ (ঘ) হিশাম মাশিশি

২৫. সর্বশেষ কোন দেশ হাইপারসোনিক যুগে প্রবেশ করে?
(ক) রাশিয়া (খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) ভারত (ঘ) চীন

২৬. Type 054A/P মাল্টিরোল ফ্রিগেট কোন দেশের তৈরি?
(ক) রাশিয়া (খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) ফ্রান্স (ঘ) চীন

২৭. ৫৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) ১ নভেম্বর ২০২০ (খ) ২ নভেম্বর ২০২০
(গ) ৩ নভেম্বর ২০২০ (ঘ) ৪ নভেম্বর ২০২০

২৮. বর্তমানে সয়াবিন রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) আর্জেন্টিনা (খ) যুক্তরাষ্ট্র
(গ) ব্রাজিল (ঘ) প্যারাগুয়ে

২৯. সুকুক (Sukuk) কোন ভাষার শব্দ?
(ক) সংস্কৃত (খ) আরবি (গ) গ্রিক (ঘ) ফার্সি

সম্মেলন

৩০. ২০২১ সালে BIMSTEC'র পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) বাংলাদেশ (খ) মিয়ানমার
(গ) নেপাল (ঘ) শ্রীলংকা

৩১. ২০২২ সালে FAO'র ৩৬তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) বাংলাদেশ (খ) চীন (গ) জাপান (ঘ) ভিয়েতনাম

সংস্থা-সংগঠন

৩২. ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ বৈশ্বিক অভিযোজন কেন্দ্র (GCA)-এর দ্বিতীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র কোন দেশে উদ্বোধন করা হয়?
(ক) বাংলাদেশ (খ) ভারত
(গ) নেপাল (ঘ) শ্রীলংকা

৩৩. বৈশ্বিক অভিযোজন কেন্দ্র (GCA)-এর সদর দপ্তর কোথায়?
(ক) প্যারিস, ফ্রান্স (খ) বেইজিং, চীন
(গ) ঢাকা, বাংলাদেশ (ঘ) দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস

৩৪. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
(ক) আবদুল রহমান (কাতার) (খ) ভোলকান বোজকার (তুরস্ক)
(গ) রশিদ আল-জায়ানী (বাহরাইন) (ঘ) মেবারক আল হাজরাফ (কুয়েত)

৩৫. ECOSOC'র বর্তমান ও ৭৬তম প্রেসিডেন্ট কে?
(ক) টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসিস (ইরিত্রিয়া)
(খ) রবার্তো অ্যাজিভিদো (ব্রাজিল)
(গ) রাবাব ফতিমা (বাংলাদেশ)
(ঘ) মুনির আকরাম (পাকিস্তান)

৩৬. BIMSTEC'র নতুন মহাসচিব কে?
(ক) সুমিত নাকান্দালা (শ্রীলংকা)
(খ) তেনজিন লেকফেল (ভুটান)
(গ) এম শহীদুল ইসলাম (বাংলাদেশ)
(ঘ) প্রায়ুথ চান-ওচা (থাইল্যান্ড)

৩৭. ECOWAS'র বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
(ক) ম্যাকি সাল (সেনেগাল)
(খ) ইলেন জনসন সারলিফ (লাইবেরিয়া)
(গ) মুহাম্মদু বুহারি (নাইজেরিয়া)
(ঘ) নানা আকুফো-আদ্দো (ঘানা)

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৩৮. ২০২০ সালের মানবসম্পদ সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) দক্ষিণ কোরিয়া (খ) জাপান
(গ) হংকং (ঘ) সিঙ্গাপুর

৩৯. ২০২০ সালের মানবসম্পদ সূচকে সর্বনিম্ন কোনটি?
(ক) মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (খ) শাদ
(গ) দক্ষিণ সুদান (ঘ) নাইজার

৪০. ২০২০ সালের মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) ১০৯তম (খ) ১২১তম (গ) ১২৩তম (ঘ) ১৪৪তম

৪১. ২০২০ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) সুইজারল্যান্ড (খ) সুইডেন
(গ) যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) যুক্তরাজ্য

৪২. ২০২০ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
(ক) নাইজার (খ) মিয়ানমার (গ) ঘানা (ঘ) ইয়েমেন

৪৩. ২০২০ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) ১০৭তম (খ) ১১৬তম (গ) ১২০তম (ঘ) ১২৫তম

সাহিত্য-সংস্কৃতি

৪৪. A Promised Land গ্রন্থের লেখক কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট?
(ক) বিল ক্লিনটন (খ) জর্জ ওয়াকার বুশ
(গ) ডোনাল্ড ট্রাম্প (ঘ) বারাক ওবামা

৪৫. America in the World গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) কমলা হ্যারিস (খ) জো বাইডেন
(গ) রবার্ট বি. জোয়েলিক (ঘ) আল গোর

৪৬. Languages of Truth কোন লেখকের গ্রন্থ সংকলন?
(ক) সালমান রুশদি (খ) হিলারি ম্যান্টেল
(গ) অরুন্ধতী রায় (ঘ) কিরণ দেশাই

পুরস্কার-সম্মাননা

৪৭. ২০২০ সালের ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার লাভ করেন কে?
(ক) জোখা আলহারথি (ওমান)
(খ) ম্যারিকি লুকাস রিজনেভেল্ড (নেদারল্যান্ডস)
(গ) মারিয়ন পশম্যান (জার্মানি)
(ঘ) হুয়ান গ্যাব্রিয়েল ভাসকুয়েস (কলম্বিয়া)

৪৮. ম্যারিকি লুকাস রিজনেভেল্ড কোন গ্রন্থের জন্য ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার লাভ করেন?
(ক) Calf's Caul (খ) The Discomfort of Evening
(গ) Phantom Mare (ঘ) The Years

ক্রীড়াঙ্গন

৪৯. টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম পেসার ও বিশ্বের চতুর্থ বোলার হিসেবে ৬০০ উইকেট লাভ করেন কে?
(ক) লাসিথ মালিঙ্গা (খ) জেমস অ্যান্ডারসন
(গ) ডেল স্টেইন (ঘ) গ্লেন ম্যাকগ্রা

৫০. ২০২০ সালের US OPEN-এর পুরুষ ও নারী এককে চ্যাম্পিয়ন যথাক্রমে—
(ক) ডমিনিক থিম ও নাওমি ওসাকা
(খ) রজার ফেদেরার ও সেরেনা উইলিয়ামস
(গ) নোভাক জোকোভিচ ও ভেনাস উইলিয়ামস
(ঘ) অ্যান্ডি মারে ও মারিয়া শারাপোভা

MCQ

উত্তর

২৪	ঘ
২৫	গ
২৬	ঘ
২৭	গ
২৮	ক
২৯	খ
৩০	ঘ
৩১	ক
৩২	ক
৩৩	ঘ
৩৪	খ
৩৫	ঘ
৩৬	খ
৩৭	ঘ
৩৮	ঘ
৩৯	ক
৪০	গ
৪১	ক
৪২	ঘ
৪৩	খ
৪৪	ঘ
৪৫	গ
৪৬	ক
৪৭	খ
৪৮	খ
৪৯	খ
৫০	ক

বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগসমূহ— ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, টর্নেডো, হারিকেন ও খরা

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার কত?
উত্তর : ৭৪.৭% [সূত্র : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী; ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০]।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত কে?
উত্তর : এম শহীদুল ইসলাম।

প্রশ্ন : উচ্চফলনশীল জাত 'বিইউ সয়াবিন-২' উদ্ভাবন করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়?
উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি)।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BRRI) উদ্ভাবিত ধানের জাত কতটি?
উত্তর : ১০৫টি। নতুন তিনটি জাত হলো— ব্রি ধান-৯৭, ব্রি ধান-৯৮ এবং ব্রি ধান-৯৯।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সময়কাল কত?
উত্তর : ২০২১-২০৪১ সাল।

প্রশ্ন : মেজর আবু ওসমান চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে কোন সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন?
উত্তর : ৮ নম্বর সেক্টর।

প্রশ্ন : মেজর জেনারেল (অব.) চিত্তরঞ্জন দত্ত মুক্তিযুদ্ধে কোন সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন?
উত্তর : ৪ নম্বর সেক্টর।

প্রশ্ন : বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের বিশ্বের কোন দেশে যাওয়া নিষিদ্ধ?
উত্তর : ইসরাইল।

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে কতটি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রয়েছে?
উত্তর : ২টি— বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, দিনাজপুর এবং পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে কয়লাখনি কতটি?
উত্তর : ৫টি।

প্রশ্ন : জাতীয় সংসদে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয় কবে?
উত্তর : ২৪ অক্টোবর ২০১৩।

প্রশ্ন : The Hindu Women's Rights to Property Act কোন সালে প্রণীত হয়?
উত্তর : ১৯৩৭ সালে।

প্রশ্ন : দেশে এ পর্যন্ত কতটি করোনা ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে?
উত্তর : ৩২৫টি [সূত্র : বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR); ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০]।

প্রশ্ন : সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'বাদুড় গুহা'-এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের গহিন অরণ্যে।

প্রশ্ন : 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪' কার্যকর করা হয় কবে থেকে?
উত্তর : ৬ জুলাই ২০১৫; গেজেট প্রকাশ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০।

প্রশ্ন : 'গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০২০' জাতীয় সংসদে পাস হয় কবে?
উত্তর : ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০।

প্রশ্ন : দেশের প্রথম রেল জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : সৈয়দপুর, নীলফামারী।

প্রশ্ন : মাছ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
উত্তর : ময়মনসিংহ।

প্রশ্ন : ইলিশ মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ কততম?
উত্তর : প্রথম।

প্রশ্ন : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ঘোষিত ঢাকা মহানগরের ঐতিহ্যবাহী বিশেষ ভবন বা স্থাপনা কতটি?
উত্তর : ৭৪টি।

প্রশ্ন : ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গতিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ১৮৪তম।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন : জাপানের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে?
উত্তর : তোশিমিৎসু মোতেগি।

প্রশ্ন : জাপানের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের গৃহীত আর্থিক-নীতি কী নামে পরিচিত?
উত্তর : Abenomics বা আবে অর্থনীতি।

প্রশ্ন : ২৪ অক্টোবর ২০২০ জাতিসংঘের কততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী?
উত্তর : ৭৫তম।

প্রশ্ন : ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (BBC) বর্তমান মহাপরিচালক কে?
উত্তর : টিম ডেভি; দায়িত্বগ্রহণ ১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

প্রশ্ন : ই-ওয়ালেট কী?
উত্তর : ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে আপতিত্তির অর্থ রাখার একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় টাকা জমা রেখে অনলাইনে লেনদেন করা যায়।

প্রশ্ন : রাশিয়ার বিরোধী নেতা আলেক্সেই নাভালনিকে কোন ধরনের বিষ দিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়?
উত্তর : Novichok Agent।

প্রশ্ন : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কবে আফ্রিকাকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে?
উত্তর : ২৫ আগস্ট ২০২০।

প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দুটি দেশে এখনও পোলিও রোগটি বিদ্যমান?
উত্তর : আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান।

প্রশ্ন : ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে জাতিসংঘের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হবে কবে?
উত্তর : ১৮ অক্টোবর ২০২০।

প্রশ্ন : ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গতিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : লিচটেনস্টেইন; সর্বনিম্ন দক্ষিণ সুদান।

প্রশ্ন : করোনাভাইরাসে মোট কতটি প্রোটিন থাকে?
উত্তর : ২৮টি।

প্রশ্ন : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের Legion of Merit, Degree Chief Commander সম্মাননায় ভূষিত হন কে?
উত্তর : কুয়েতের আমির শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ।

প্রশ্ন : ম্যান বুকার পুরস্কারের বর্তমান নাম কী?
উত্তর : বুকার পুরস্কার।

প্রশ্ন : ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কারের বর্তমান নাম কী?
উত্তর : ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

নতুন মুখ

বাংলাদেশ

সিনিয়র সচিব

- অর্থ বিভাগ : আব্দুর রউফ তালুকদার; নিয়োগ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- দুর্নীতি দমন কমিশন : দিলওয়ার বখত; নিয়োগ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

মহাপরিচালক

- খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট : মো. শহীদুজ্জামান ফারুকী; নিয়োগ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC) : আনোয়ার হোসেন চৌধুরী; নিয়োগ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার : মো. আব্দুর রাজ্জাক; নিয়োগ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) : সোহেল আহমেদ; নিয়োগ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০। নতুন মহাপরিচালক নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত মহাপরিচালকের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA) : খলিল আহমেদ; নিয়োগ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।

চেয়ারম্যান

- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA): ড. এম মোশাররফ হোসেন; ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিযুক্ত ২৬ আগস্ট ২০২০।
- SME ফাউন্ডেশন : ড. মো. মাসুদুর রহমান; যোগদান ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- জাতীয় মহিলা সংস্থা : চেমন আরা তৈয়ব; নিয়োগ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০।

উপাচার্য

- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (IUT), গাজীপুর : অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম; যোগদান ১ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরবিপ্রবি), গোপালগঞ্জ : অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব; নিয়োগ ২ সেপ্টেম্বর ২০২০।

পুলিশ কমিশনার

- চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (CMP) : সালেহ মোহাম্মদ তানভীর; নিয়োগ ৩১ আগস্ট ২০২০।
- রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (RMP) : মো. আবু কালাম সিদ্দিক; যোগদান ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০।

বিবিধ

- সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) : প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী; নিয়োগ ১ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (DESCO) : মো. আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী; নিয়োগ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (DSCC) : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী; নিয়োগ ২৫ আগস্ট ২০২০।
- রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ : মোহাম্মদ শাহজাহান; নিয়োগ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোমিনুর রহমান মামুন; নিয়োগ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০।

বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার

- যুক্তরাষ্ট্র : এম শহীদুল ইসলাম; নিয়োগ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- মালয়েশিয়া : মো. গোলাম সারওয়ার; নিয়োগ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- ওমান : মিজানুর রহমান; নিয়োগ ২ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- জাপান : শাহাবুদ্দিন আহমদ; দায়িত্ব গ্রহণ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- মরক্কো : মো. শাহদৎ হোসেন; নিয়োগ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- ইথিওপিয়া : মো. নজরুল ইসলাম; নিয়োগ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০।

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূত

[পরিচয়পত্র পেশ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০]

- সুইডেন : আলেক্সান্দ্রা বার্গ ফন লিন্ডে।
- স্পেন : ফ্রান্সিসকো ডি অসিস বেনেতিজ সালাজ।
- নরওয়ে : এসপেন রিকতার সেভেন্ডসেন।

UGC'র নতুন দুই সদস্য

৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে (UGC) পূর্ণকালীন নতুন দুই সদস্যকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিযুক্ত দুই সদস্য হলেন— অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চন্দ্র এবং অধ্যাপক আবু তাহের। নতুন দুই সদস্যকে নিয়ে UGC'র পূর্ণকালীন সদস্য সংখ্যা হলো পাঁচ।

BPSC'র নতুন চেয়ারম্যান

২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (BPSC) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাবেক সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। তিনি BPSC'র ১৪তম চেয়ারম্যান। BCS প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা মো. সোহরাব হোসাইন ১৯৬১ সালে নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

আপিল বিভাগে নতুন দুই বিচারপতি

২ সেপ্টেম্বর ২০২০ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে নতুন দুইজন বিচারপতিকে

নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। তারা হলেন— বিচারপতি তারিক উল হাকিম ও বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারা শপথ গ্রহণ করেন। নতুন দুইজনসহ আপিল বিভাগের বর্তমান বিচারপতির সংখ্যা আটজন।

ফেসবুকের বাংলাদেশ কান্ট্রি ম্যানেজার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক বাংলাদেশে কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে সাবরানাজ রশীদ নিয়া নামের একজন বাংলাদেশিকে নিয়োগ দেয়। জুলাই ২০২০ নিয়োগ পাওয়া সাবরানাজ ফেসবুকের বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিষয়াদি দেখভাল করবেন।

আন্তর্জাতিক

প্রধানমন্ত্রী

- উক্ত মেসিডোনিয়া : জোরান জায়েভ; দায়িত্ব গ্রহণ ৩০ আগস্ট ২০২০।
- সোমালিয়া : মোহাম্মদ হুসেন রোবেল; দায়িত্ব গ্রহণ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- তিউনিসিয়া : হিশাম মাশিশি; দায়িত্ব গ্রহণ ২ সেপ্টেম্বর ২০২০।

সংস্থা-সংগঠন প্রধান

- প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিল (ECOSOC) : মুনির আকরাম (পাকিস্তান); তিনি ২৩ জুলাই ২০২০ এক বছরের জন্য ECOSOC'র ৭৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- চেয়ারম্যান, Economic Community Of West African States (ECOWAS) : নানা আকুফো-আদ্দো (ঘানা), দায়িত্ব গ্রহণ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- মহাসচিব, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) : তেনজিন লেকফেল (ভুটান)। তিনি বাংলাদেশের এম শহীদুল ইসলামের স্থলাভিষিক্ত হন।

লোকান্তরে

- রাহাত খান (১৯ ডিসেম্বর ১৯৪০-২৮ আগস্ট ২০২০) : কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তার জন্ম কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার পূর্ব জাওয়ার গ্রামে। ১৯৭৩ সালে তিনি লাভ করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার। এরপর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে একুশে পদকে ভূষিত করে।
- ড. ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী (১৪ জানুয়ারি ১৯৪১-৩১ আগস্ট ২০২০) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি, সাংবাদিক ও রাজনীতিক।
- কাইং শুয়েক ইয়েড (১৭ নভেম্বর ১৯৪২-২ সেপ্টেম্বর ২০২০) : 'কমরেড দুই' নামে পরিচিত কম্বোডিয়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত খেমার রুজের কুখ্যাত জ্যেষ্ঠ নেতা।
- এস পি বালা সুব্রামানিয়াম (৪ জুন ১৯৪৬-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০) : সিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পাওয়া উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা।
- চাডউইক বোসম্যান (২৯ নভেম্বর ১৯৭৬-২৮ আগস্ট ২০২০) : মার্কিন সিনেমাটিক ইউনিভার্সের অন্যতম চরিত্র 'ব্ল্যাক প্যান্থার' খ্যাত জনপ্রিয় মার্কিন অভিনেতা। তার অভিনীত পাঁচ সেরা ছবি— ৪২, গেট অন আপ, মার্শাল, ২১ ব্রিজেস ও দা ফাইভ ব্লাডস।
- সাদেক বাচ্চু (১ জানুয়ারি ১৯৫৫-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০) : জনপ্রিয় অভিনেতা। তার পৈত্রিক নিবাস চাঁদপুরে হলেও জন্ম ঢাকাতে। তার আসল নাম মাহবুব আহমেদ সাদেক। চলচ্চিত্র পরিচালক এহতেশাম 'চাঁদনী' চলচ্চিত্রে তার নাম বদলে সাদেক বাচ্চু করে দেন। ১৯৮৫ সালে 'রামের সুমতি' চলচ্চিত্রে অভিনয়ে মাধ্যমে সিনেমায় তার অভিষেক হয়। ২০১৮ সালে 'একটি সিনেমার গল্প' চলচ্চিত্রে খলচরিত্রে অভিনয়ের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন তিনি।

প্রণব মুখার্জি

১১ ডিসেম্বর ১৯৩৫-৩১ আগস্ট ২০২০

ভারতের ১৩তম ও একমাত্র বাঙালি রাষ্ট্রপতি (২৫ জুলাই ২০১২-২৫ জুলাই ২০১৭)। প্রায় পাঁচ দশকের রাজনৈতিক জীবনে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং

পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

জন্ম : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের অদূরের মিরাটি গ্রামে • **বাবা :** কামদা কিঙ্কর মুখার্জি • **মা :** রাজলক্ষ্মী দেবী • **স্ত্রী :** বাংলাদেশের নড়াইলের মেয়ে শুভ্রা মুখার্জি • **বিয়ে :** ১৩ জুলাই ১৯৫৭ • **শিক্ষা :** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে মাস্টার্স ডিগ্রি।

রচিত গ্রন্থ : প্রণব মুখার্জি নিজের বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতার আলোকে অন্তত আটটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— The Coalition Years (২০১৭) • The Dramatic : Decade The Indira Gandhi Years (২০১৫) • Congress and the Making of the Indian Nation (২০১১) • Thoughts and Reflections (২০১৪) • The Turbulent Years : 1980-1996 (২০১৬) • Beyond Survival : Emerging Dimensions of Indian Economy (১৯৮৬)।

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও সম্মাননা : ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' (২০১৯) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'পদ্মবিভূষণ' (২০০৮) • বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' (২০১৩) • আইভরি কোস্টের সম্মাননূচক নাগরিকত্ব (১৫ জুন ২০১৬)।

উপাধি : ইন্দিরা গান্ধী প্রণব মুখার্জিকে ডাকতেন 'লিটল মাস্টার' নামে • লাল কৃষ্ণ আদভানি প্রণব মুখার্জিকে আখ্যায়িত করেন 'আধুনিক ভারতের চাণক্য' নামে • ভারতের সংবাদ মাধ্যমের ভাষ্যায় প্রণব মুখার্জি ছিলেন A Man of All Seasons.

Scanned by www.bdniyog.com
www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

▶ **কে এস ফিরোজ (৭ জুলাই ১৯৪৬-৯ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** বিশিষ্ট অভিনেতা। তার পুরো নাম খন্দকার শহীদ উদ্দিন ফিরোজ। তার জন্ম ঢাকার লালবাগে। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর। তার পৈতৃক নিবাস বরিশালের উজিরপুরের মশাং গ্রামে। টিভিতে তার প্রথম আলোচিত নাটক জিয়া আনসারী প্রযোজিত 'প্রতিশ্রুতি'।

▶ **মহিউদ্দিন বাহার (২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান *ইত্যাদি* খ্যাত অভিনেতা। তার জন্ম ফেনী সদর উপজেলার মৌটুবী ইউনিয়নের লক্ষীপুর গ্রামে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব।

▶ **জন টার্নার (৭ জুন ১৯২৯-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী। ৩০ জুন ১৯৮৪-১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ মেয়াদে তিনি কানাডার ১৭তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

▶ **রিচার্ড উইলিয়াম টিম (২ মার্চ ১৯২৩-১১ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** ঢাকার হলিক্রস কংগ্রেগেশনের সাবেক প্রধান, নটরডেম কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নটরডেম কলেজের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ (১৯৭০-১৯৭১)। তার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের মিশিগান সিটিতে। বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তিনি। 'ফাদার টিম' হিসেবেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন।

▶ **জামিল আখতার বীনু (১১ আগস্ট ১৯৪০-১০ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** সাহিত্য পত্রিকা 'মাসিক কথকতা'র সম্পাদক, সাহিত্যিক ও কবি। তার পৈতৃক নিবাস বগুড়া জেলার গড় ফতেপুর গ্রামে।

▶ **মালেকা বেগম (মৃত্যু ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের মা।

▶ **জিয়াউদ্দিন তারিক আলী (১৯৪৫-৭ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** ঢাকার শেরেবাংলা নগরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি। একাত্তরের যে গানের দল ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, সেই দলের সদস্য ছিলেন।

▶ **নওশেরুজ্জামান (৫ ডিসেম্বর ১৯৫০-২১ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্য ও সাবেক জাতীয় ফুটবলার।

▶ **ডিন জোন্স (২৪ মার্চ ১৯৬১-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০) :** অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান ও জনপ্রিয় ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার।

শাইখুল ইসলাম
আল্লামা আহমদ শফী (রহ.)

১৯২০-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

ক্ষণজন্মা এ মুসলিম মনীষী দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়া শুরু করেন। এরপর ১৯৪১ সালে ভর্তি হন ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা আল্লামা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে দারুল উলুম হাটহাজারীতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে জমিয়ার সর্বোচ্চ পরিষদ মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাপরিচালক পদ অলংকৃত করেন। তিনি উর্দু ও বাংলায় প্রায় ২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।

- ২০০৮ সালে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
- ১৯ জানুয়ারি ২০১০ দারুল উলুম হাটহাজারী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে গঠন করেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন। তিনি ছিলেন ঐ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আমির।

জন্ম : চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার পাখিয়ারটিলা গ্রামে।
বাবা : বরকত আলী ■ মা : মেহেরুন্নেছা
স্ত্রী : ফিরোজা বেগম ■ সন্তান-সন্ততি : দুই ছেলে ও তিন মেয়ে

দ্রোহী সেক্টর কমান্ডার
সি আর দত্ত

১ জানুয়ারি ১৯২৭-২৫ আগস্ট ২০২০

- পুরো নাম : চিত্তরঞ্জন দত্ত • জন্ম : শিলং, আসাম, ভারত।
- পৈতৃক বাড়ি : হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার মিরাশি গ্রামে।
- সেনাবাহিনীতে যোগদান : ১৯৪৭ সালে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৪ নম্বর সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত হন। ৩১ জুলাই ১৯৭২ তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলসের (BDR) প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। জানুয়ারি ১৯৮৪ মেজর জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (BRTC) চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

খেতাবহীন সেক্টর কমান্ডার
আবু ওসমান চৌধুরী

১ জানুয়ারি ১৯৩৬-৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

- জন্ম : চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার মদনেরগাঁও।
- সেনাবাহিনীতে যোগদান : ১৯৫৮ সালে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের (BJMC) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ২০০৮ সালে চাঁদপুর জেলা পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০১৪ সালে 'স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত হন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সময়ের অভিব্যক্তি। সোনালী ভোরের প্রত্যাশা। একনজরে ফরিদগঞ্জ। বঙ্গবন্ধু : শতাব্দীর মহানায়ক।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

দিবস-প্রতিপাদ্য

সেপ্টেম্বর

৩ : আন্তর্জাতিক CEDAW দিবস।

৫ : আন্তর্জাতিক মানবহিতৈষী দিবস।

: (সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার) আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস।

৭ : নীলাকাশের জন্য নির্মল বায়ু আন্তর্জাতিক দিবস।
– প্রথমবারের মতো পালিত হয়।

৮ : আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। প্রতিপাদ্য— কোভিড-১৯ সংকট : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা।

: বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস। প্রতিপাদ্য— কোভিড-১৯ পরবর্তী সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনে ফিরতে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ভূমিকাই মুখ্য।

৯ : বিশ্ব বৈদ্যুতিক গাড়ি দিবস।

১০ : বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস। প্রতিপাদ্য— আত্মহত্যা প্রতিরোধে একসঙ্গে কাজ করা।

১২ : জাতিসংঘ South South Cooperation দিবস।

১৫ : আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস।

১৬ : আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস। প্রতিপাদ্য— প্রাণ বাঁচাতে ওজোন : ওজোনস্তর সুরক্ষায় ৩৫ বছর।

১৭ : বিশ্ব সাইক্লিং দিবস।

: ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস।

১৯ : আন্তর্জাতিক সর্প দংশন সচেতনতা দিবস। প্রতিপাদ্য— চিকিৎসা আছে সর্প দংশনে সরকারি হাসপাতালে, সবখানে।

২১ : আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস।

২২ : বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস। প্রতিপাদ্য— হাঁটা ও সাইকেলে ফিরি, বাসযোগ্য নগর গড়ি।

২৩ : আন্তর্জাতিক সাংকেতিক ভাষা দিবস।

২৪ : (সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার) বিশ্ব নৌ দিবস। প্রতিপাদ্য— টেকসই নৌ পরিবহন টেকসই বিশ্ব।

২৬ : পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ বর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস।

২৭ : বিশ্ব পর্যটন দিবস।

২৮ : আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিপাদ্য— তথ্য অধিকার, সংকট হাতিয়ার।

: বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস।

: (সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ রোববার) : বিশ্ব নদী দিবস।

৩০ : আন্তর্জাতিক অনুবাদ দিবস।

সম্মেলন-বৈঠক

FAO আঞ্চলিক সম্মেলন

Food and Agriculture Organisation
আয়োজন : ৩৫তম। সময়কাল : ১-৪ সেপ্টেম্বর ২০২০। স্থান : ভুটান।

IAEA সাধারণ সভা

International Atomic Energy Agency
আয়োজন : ৬৪তম। সময়কাল : ২১-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০। স্থান : ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

UNGA

United Nations General assembly
আয়োজন : ৭৫তম। সময়কাল : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০। স্থান : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট : ভোলকান বোজকার (তুরস্ক)।

EEF

Eastern Economic Forum
আয়োজন : ৬ষ্ঠ। সময়কাল : ২-৫ সেপ্টেম্বর ২০২০। স্থান : ভ্লাদিভস্তক, রাশিয়া।

SCO পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক

Shanghai Cooperation Organization
। সময়কাল : ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০২০। স্থান : মস্কো, রাশিয়া।

ARF

ASEAN Regional Forum
আয়োজন : ২৭তম। সময়কাল : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০। স্থান : হ্যানয়, ভিয়েতনাম।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ স্মরণে ই-পোস্টার প্রকাশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত ই-পোস্টার

গ্রন্থ-কানন

- DISLOYAL : A Memoir ➤ লেখক-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেন; প্রকাশ-৮ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- The India Way : Strategies for an Uncertain World ➤ রচয়িতা-ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর; প্রকাশ-৪ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- Rage ➤ রচয়িতা-ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ফাঁসকারী অনুসন্ধানী সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড; প্রকাশ-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- America in the World : A History of U.S. Diplomacy and Foreign Policy ➤ লেখক-বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট বি. জোয়েলিক; প্রকাশ- ৪ আগস্ট ২০২০।
- BLOOD AND OIL : MOHAMMED BIN SALMAN'S RUTHLESS QUEST FOR GLOBAL POWER ➤ রচয়িতা-ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পত্রিকার দুই সাংবাদিক ব্রাডলি হোপ ও জাস্টিন শেক। গ্রন্থটিতে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের বিলাসী জীবনযাপনের চিত্র উঠে আসে।

- MEDDLING IN THE BALLOT BOX : The causes and Effects of Partisan Electoral Interventions ➤ রচয়িতা- ইউনিভার্সিটি অব হংকংয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডভ এইচ. লেভিন; প্রকাশ- ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- Melania and Me : The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady ➤ লেখক-মার্কিন ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের সাবেক উপদেষ্টা স্টেফানি উইনস্টন ওলকফ; প্রকাশ- ১ সেপ্টেম্বর ২০২০। বইটিতে লেখক মূলত ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের মূল্যায়ন করেছেন।
- বিষফোঁড়া ➤ রচয়িতা- সাইফুল বাতেন টিটো। জননিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে বিবেচিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ২৪ আগস্ট ২০২০ বইটি নিষিদ্ধ করে গেজেট প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন দিবস পালন শুরু হয় ১৯৮৯ সাল থেকে

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

৪ পদক-পুরস্কার

দ্বিজেন শর্মা নিসর্গ পুরস্কার

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ ২০২০ সালের 'দ্বিজেন শর্মা নিসর্গ পুরস্কার' লাভ করেন। উদ্ভিদ সংরক্ষণ, নদীবিষয়ক গবেষণা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ অবদান রাখায় তুহিন ওয়াদুদকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

IOI 2020

২০২০ সালে International Olympiad in Informatics (IOI) ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে বাংলাদেশ দল। ব্রোঞ্জজয়ী বাংলাদেশ দলের সদস্যরা হলেন তাসমীম রেজা, রেজোয়ান আরেফিন ও আরমান ফেরদৌস।

নোবেল পুরস্কার ২০২০

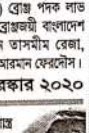

ঘোষণাকাল

৫ অক্টোবর : চিকিৎসাশাস্ত্র
৬ অক্টোবর : পদার্থবিদ্যা
৭ অক্টোবর : রসায়ন
৮ অক্টোবর : সাহিত্য
৯ অক্টোবর : শান্তি
১২ অক্টোবর : অর্থনীতি

অর্থমূল্য বৃদ্ধি

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ নোবেল ফাউন্ডেশন নোবেল পুরস্কার হিসেবে দেয়া অর্থের পরিমাণ বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা ২০২০ সালে পাবেন ১ কোটি ক্রোনা বা ১১ লাখ ডলার। ২০১৯ সালে এ পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল ৯০ লাখ ক্রোনা।

অনন্যা শীর্ষদশ সম্মাননা ২০১৯

১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ দেয়া হয় 'অনন্যা শীর্ষদশ সম্মাননা ২০১৯'। দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য প্রতিবছরের মতো এবারও দশ কৃতি নারী এ সম্মাননায় ভূষিত হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত ১০ বিশিষ্ট নারী হলেন— প্রতিভা সাংমা (মরণোত্তর-শিক্ষা), শ্রীমতি সাহা (সমাজসেবা), হাজেরা বেগম (অনন্য দৃষ্টান্ত), ফাল্গুনী সাহা (অনুপ্রেরণা), ফরিদা জামান (চিত্রকলা), সুমনা শারমিন (সাংবাদিকতা), ইশরাত খান মজলিশ (সংগঠক), ইতি খাতুন (ক্রীড়া), নাসিমা আক্তার নিশা (উদ্যোক্তা) এবং এফ মাইনর (সঙ্গীত)।

১৯৯৩ সাল থেকে *পাক্ষিক অনন্যা* সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ও প্রতিষ্ঠিত নারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ অনন্যা শীর্ষদশ সম্মাননা দিয়ে আসছে।

রাফটো মানবাধিকার পুরস্কার

২০২০ সালের নরওয়ের রাফটো মানবাধিকার পুরস্কার (রাফটো প্রাইজ ফর হিউম্যান রাইটস) জয় করে মিসরের মানবাধিকার সংস্থা দি ইজিপশিয়ান কমিশন ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস (ECRF)। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ রাফটো ফাউন্ডেশন ঘোষণা করে যে, মিসরে রাষ্ট্রীয় ভয়ভীতি প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য ECRF-কে এবারের পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১৩ সালে মিসরে সামরিক অভ্যুত্থানের পর মানবাধিকারকর্মী মোহাম্মদ লুতফি ও আহমেদ আবদুল্লাহ ECRF প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার ২০২০

২৬ আগস্ট ২০২০ ঘোষণা করা হয় ২০২০ সালের ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার বিজয়ীর নাম। মাতৃভাষায় লেখা উপন্যাস *The Discomfort of Evening*-এর জন্য ২০২০ সালের ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার লাভ করেন ডাচ্ তরুণী ম্যারিকি লুকাস রিজনেভেল্ড। এটি তার প্রথম উপন্যাস। ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ উপন্যাসটি প্রথম ডাচ্ ভাষায় প্রকাশিত হয়। এটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন মাইকেল হাচিসন। নিয়ম অনুযায়ী, লেখক ও অনুবাদক যৌথভাবে পান পুরস্কারের ৫০ হাজার পাউন্ড।

ম্যারিকি লুকাস রিজনেভেল্ড প্রথম ডাচ্ ঔপন্যাসিক হিসেবে ও পুরস্কারের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ (মাত্র ২৯ বছর) ঔপন্যাসিক হিসেবে লাভ করেন ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার। তবে বুকার পুরস্কারজয়ী সর্বকনিষ্ঠ নারী ঔপন্যাসিক হলেন এলিয়ানর ক্যাটন।

চাকরিবার্তা

সরকারি চাকরিতে বয়সে ছাড়

COVID-19'র কারণে দেশের প্রায় সবকিছুই এলোমেলো হয়ে গেছে। মানুষের আয় কমে গেছে, বেড়েছে বেকারত্ব। নিয়োগ আটকে গিয়ে চাকরির বাজারও সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সরকারি চাকরি-প্রার্থীদের বয়সের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২৫ মার্চ ২০২০ যাদের বয়স ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে, তারাও বিভিন্ন চাকরির জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন। অবশ্য এ সুযোগ লম্বা সময়ের জন্য নয়। মূলত মার্চ-আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত আটকে থাকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে তারা এ সুযোগ পাবেন। ঐসব নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলো এখন দেয়া হচ্ছে। সেখানেই বয়সের এ বিষয়টি বলে দেয়া হবে। তবে নিয়মিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা বিসিএসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মেই সবকিছু চলবে। কারণ, বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি এখন পর্যন্ত আটকে যায়নি।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে নিয়োগ

পদ : ১২। পদসংখ্যা : ১১৯৪

আবেদনের শেষ সময়

২২ অক্টোবর ২০২০; বিকাল ৫.০০টা

নিয়োগ পরীক্ষা

- ২ অক্টোবর ২০২০ BSC'র অধীন সোনালী ও জনতা ব্যাংকের অফিসার আইটি পদে পরীক্ষা।
- ১৬ অক্টোবর ২০২০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে পরীক্ষা।

আসন্ন নিয়োগ

- ৪০,০০০ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রায় ১৬,০০০ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্ক বইমেলা

আয়োজন : ২৯তম। সময়কাল : ১৮-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০। স্লোগান : যত বই তত প্রাণ। অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা সংস্থা : বাংলা একাডেমিসহ বাংলাদেশের ২১টি ও পশ্চিমবঙ্গের ৪টি।

- প্রথমবারের মতো ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এবারের মেলাকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করা হয়।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

৭৭তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

২-১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত হয় ৭৭তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বিজয়ীরা—

- গোল্ডেন লায়ন : নোম্যাডল্যান্ড; পরিচালক-ক্লোয়ি জাও
- গ্র্যান্ড জুরি প্রাইজ : নিউ অর্ডার; পরিচালক-মিশেল ফ্রাঙ্কো
- স্পেশাল জুরি প্রাইজ : ডিয়ার কমরেডস : পরিচালক-আন্দ্রেই কনচালোভস্কি
- সেরা পরিচালক : কিয়োশি কুরোসাওয়া; চলচ্চিত্র-ওয়াইফ অব আ স্পাই
- সেরা অভিনেতা : পিয়েরফ্রান্সেসকো ফ্যাভিনো; চলচ্চিত্র-পাদ্রেনোস্ত্রো
- সেরা অভিনেত্রী : ভানেসা কার্বি; চলচ্চিত্র-পিসেস অব অ্যা ওম্যান
- সেরা নবীন অভিনেতা : রুহোল্লাহ জামানি; চলচ্চিত্র- সান চিলড্রেন

৭২তম এমি অ্যাওয়ার্ড

২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে অনুষ্ঠিত হয় ৭২তম এমি অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান। উল্লেখযোগ্য বিজয়ী—

ড্রামা সিরিজ

- সিরিজ : সাকসেশন
- পরিচালক : অ্যান্ড্রিজ পারেখ; সিরিজ-সাকসেশন
- অভিনেতা : জেরেমি স্ট্রং; সিরিজ-সাকসেশন
- অভিনেত্রী : জেন্ডায়া; সিরিজ-ইউফোরিয়া
- পার্শ্ব অভিনেতা : বিলি ক্রুডুপ; সিরিজ-দ্য মর্নিং শো
- পার্শ্ব অভিনেত্রী : জুলিয়া গার্নার; সিরিজ-ওজার্ক

লিমিটেড সিরিজ

- সিরিজ : ওয়াচমেন
- পরিচালক : মারিয়া শ্রেডার; সিরিজ-আনঅর্থোডক্স
- অভিনেতা : মার্ক রাফেলো; সিরিজ-আই নো দিস মাচ ইজ ট্রু
- অভিনেত্রী : রেজিনা কিং; সিরিজ-ওয়াচমেন
- পার্শ্ব অভিনেতা : ইয়াহিয়া আব্দুল-মতিন দ্বিতীয়; সিরিজ-ওয়াচমেন
- পার্শ্ব অভিনেত্রী : উজু আদুবা; সিরিজ-মিসেস আমেরিকা

কমেডি সিরিজ

- সিরিজ : শিট'স ক্রিক
- পরিচালক : অ্যান্ড্রু সিভিডিনো ও ড্যান লেভি; সিরিজ-শিট'স ক্রিক
- অভিনেতা : ইউজিন লেভি; সিরিজ-শিট'স ক্রিক
- অভিনেত্রী : ক্যাথেরিন ও'হারা; সিরিজ-শিট'স ক্রিক
- পার্শ্ব অভিনেতা : ড্যান লেভি; সিরিজ-শিট'স ক্রিক
- পার্শ্ব অভিনেতা : অ্যানি মারফি; সিরিজ-শিট'স ক্রিক

জঁ ক্যাকে নিয়ে সিনেমা

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ ফ্রান্সের নাগরিক জঁ ক্যা পাকিস্তানের একটি বিমান ছিনতাই করেন। তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধতে বাংলাদেশি ও শরণার্থীদের কাছে ২০ টন ওষুধ ও

চিকিৎসাসামগ্রী পাঠাবেন। তার চাওয়া মেনে নিলে মুক্তি পাবেন যাত্রীরা। জঁ ক্যার এ ঘটনাটি তখন বাঙালিদের মনে এক সম্মানের আসন গড়ে নিয়েছিল। জঁ ক্যার কথা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে সম্প্রতি সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমা নির্মাণের ঘোষণা দেন ফাকরুল আরেফিন খান। ছবির নাম রাখেন '১৯৭১ ও ক্যা'।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে উৎসবে নোনাজলের কাব্য

এক চরাঞ্চল ঘিরে এগিয়ে চলে কিছু জেলে পরিবারের জীবন ও জীবিকা। সেই দুর্গম অঞ্চলে এসে হাজির হয় এক ভাস্কর। শুরুতে জেলেদের সাথে ভাস্করের সখ্য গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে সংঘাতে পরিণত হয় সেই সম্পর্ক। এমন কাহিনিকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে *নোনাজলের কাব্য* নামের চলচ্চিত্র। সরকারী

অনুদানের ছবিটি নির্মাণ করেন তরুণ নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের যৌথ প্রযোজনার *নোনাজলের কাব্য* ছবির ব্যাপ্তি ১০৬ মিনিট। চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন ফজলুল রহমান বাবু, তিতাস জিয়া, তাসনুভা তামান্না, শতাব্দী ওয়াদুদ, অশোক ব্যাপারী, আমিনুর রহমান মুকুলসহ অনেকে। ড্রামা ফিল্মটি মর্যাদাপূর্ণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান লাভ করেছে।

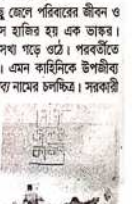

- ৭-১৮ অক্টোবর ২০২০ অনুষ্ঠেয় ৬৪তম BFI লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয় ছবিটি।
- ২১-৩০ অক্টোবর ২০২০ অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও বৃহত্তম চলচ্চিত্র উৎসব বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের একমাত্র পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

 www.bdniyog.com

ক্যারিয়ার
গড়ার শর্ট টেকনিক

কোনো কাজ, পেশা, বৃত্তি বা চাকরি করে নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের প্রতিষ্ঠা হলো ক্যারিয়ার। এ ক্যারিয়ার বিকাশের নানা দিক-নির্দেশনা বা পরামর্শ নিয়েই আমাদের বিশেষ আয়োজন।

কীভাবে করবেন দিনের কর্ম-পরিকল্পনা?

সফলভাবে ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজন সময়োপযোগী ও যথার্থ কর্ম-পরিকল্পনা। জীবনকে একটি সুচিন্তিত ও কার্যকরী কর্ম-পরিকল্পনায় পরিচালিত করতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সহজে পৌঁছানো যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতায় প্রয়োজন প্রতিদিনের একটি সঠিক ও নির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা। আর এ কর্ম-পরিকল্পনা তৈরিতে পাশে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে—

১. **প্রতিদিনের কাজের তালিকা করুন :** পরবর্তী দিন আপনি কী কী কাজ করবেন পূর্বের রাতেই সেগুলোর তালিকা করুন। যা ডায়েরি অথবা মোবাইল নোটবুকে ধারাবাহিকভাবে রাখুন। যাতে কোনো কাজই বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

২. **কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন :** কাজের তালিকার সকল কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি কাজের জন্য আনুমানিক সময় নির্ধারণ করে রাখুন। এতে কাজগুলো যথাসময়ে করা সহজ হবে।

৩. **কঠিন, অপছন্দনীয় বা একঘেয়ে বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে সাজান :** দিন-রাতের যে সময়ে আপনি বেশি মনোযোগী ও সক্রিয় থাকেন, তালিকার কঠিন, অপছন্দনীয় বা একঘেয়ে কাজগুলোকে সে সময় করার জন্য রাখুন। এতে একঘেয়েমি দূর হবে ও মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হবে।

৪. **বিশ্রাম, বিনোদন ও খাদ্যাভ্যাসের বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখুন :** প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিত ঘুম, বিনোদন, পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদির অভ্যাস শরীরের কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই পরিকল্পনায় এ বিষয়গুলোকে সমান গুরুত্ব দিন।

৫. **একই সাথে একাধিক কাজে মনোনিবেশ করা থেকে বিরত থাকুন :** একই সময়ে দুই বা ততোধিক কাজ করলে তার কর্মদক্ষতা কমে যায় এবং সম্পন্ন হওয়া কাজগুলোর মধ্যেও ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। যা পুনরায় করতে আরও সময়ের প্রয়োজন হয়।

৬. **অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপচয় হওয়া সময়কে কাজে লাগানো :** কখনো কখনো রাস্তায় যানজট বা কারো কাছে কোনো কাজে যেয়ে অপেক্ষায় থাকতে হয়। এ সময় তালিকায় থাকা সে কাজগুলোর সময় নির্দিষ্ট নয়, এমন কাজগুলো এ সময়ের মধ্যে করে ফেলুন।

৭. **দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো লিস্টে চিহ্নিত করে রাখুন :** গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর ওপর ফোকাস রাখতে সে কাজগুলোকে তালিকায় চিহ্নিত করে রাখুন, যাতে এগুলো যেন কোনোভাবে অসম্পন্ন না থাকে। এক্ষেত্রে স্মার্টফোনের ক্যালেন্ডার বা গুগল ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনে এলার্ম টুল ব্যবহার করুন।

৮. **প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিনই সম্পন্ন করুন :** প্রতিদিনের কাজের তালিকার সকল কাজ যথাসময়ে শেষ করতে চেষ্টা করুন। কারণ কোনো কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেলে তা পরের দিনের কাজের সাথে যুক্ত হবে এবং সেদিনের কাজ সম্পাদনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে।

৯. **পরিকল্পনা মাফিক চলতে গিয়ে হতাশ হবেন না :** পরিকল্পনা মাফিক চলতে গিয়ে অনেক বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আসতেই পারে বা পরিকল্পনা অনুসরণে কখনো ছেদ পড়তে পারে। এতে কখনো হতাশ হবেন না। দৃঢ়তার সাথে পরের কাজগুলোর জন্য পরিকল্পনায় ফিরে আসুন।

১০. **দিন শেষে কর্ম-পরিকল্পনার পর্যালোচনা করুন :** কাজ যথাযথভাবে বা বরাদ্দকৃত সময়ে কতটা করতে পারলেন তা বুঝতে দিন শেষে পরিকল্পনার পর্যালোচনা করুন। প্রয়োজনে পরবর্তী দিনের পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনে বাস্তবমুখী ও যথার্থ কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করুন।

Mentors' Speech

জীবনে সফলতা আনয়নে বেস্ট সেলিং লেখক, শিক্ষক ও সফল ব্যবসায়ী স্টিফেন কোভি (১৯৩২-২০১২) তাঁর বিখ্যাত *The 7 Habits of Highly Effective People* বইয়ে যে সাতটি অভ্যাস সকলের মাঝে থাকা জরুরি বলে উল্লেখ করেছেন-

১. সক্রিয় (Proactive) হওয়া
২. কাজ শুরু করার আগে শেষটা ভাবা
৩. আগের কাজ আগে করা
৪. নিজে জেতা, অন্যকেও জেতানো
৫. আগে বোঝা, পরে বোঝানো
৬. মিলেমিশে কাজ করা
৭. আগে অগ্রে (প্রস্তুতি) ধার দেওয়া

সবশেষে, সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। তাই পরিকল্পিতভাবে সময়ের সর্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার করুন। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি কাজের পূর্ব পরিকল্পনা, শিডিউলের মাধ্যমে প্রতিটি সেকেন্ডের যথেষ্ট মূল্যায়ন এবং প্রতিটি কাজের সফল পরিসমাপ্তি আপনার জীবনে বয়ে আনবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। আপনার জীবন হবে সুন্দর, সাবলীল ও উপভোগ্য।

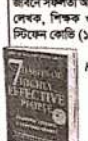

SPARRSO'র পূর্ণরূপ Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

সমকালীন বিশ্ব ও বাংলাদেশ

পৃথিবীকে রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ প্রস্তাব

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির হাত থেকে পৃথিবী ও মানবজাতিকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে পাঁচটি প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'ক্লাইমেট অ্যাকশন' বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক গোলটেবিল বৈঠকে ভিডিও বার্তায় এ প্রস্তাব দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ৫ প্রস্তাব

পৃথিবী ও মানবজাতির সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো ■ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫° সেলসিয়াসের কম রাখা এবং প্যারিস চুক্তির সবগুলো অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন ■ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে প্রতিশ্রুত তহবিল সরবরাহ করা ■ দূষণকারী দেশগুলোকে অবশ্যই জাতীয় নির্ধারিত অবদান (NDC) পূরণে প্রয়োজনীয় প্রশমন ব্যবস্থা নেয়া ■ জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বসনকে বৈশ্বিক দায়িত্বের স্বীকৃতি দেয়া।

বাংলাদেশি তরুণের জাতিসংঘ স্বীকৃতি

মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে জাতিসংঘের ১৭ জন তরুণ নেতার তালিকায় স্থান পান বাংলাদেশি তরুণ প্রযুক্তিবিদ জাহিন হোসেন রাজিন। জাতিসংঘ জাহিনকে মতো ঐ ১৭ তরুণকে বলছে 'ইয়ার লিডার্স', যারা নিজ নিজ দেশে সংস্থাটি গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে ভূমিকা রাখছেন। ২০১৬ সাল থেকে দুই বছর পরপর এ তালিকা প্রকাশ করে আসছে জাতিসংঘ। এ নিয়ে তৃতীয়বার তরুণ নেতার তালিকা প্রকাশ করল তারা। জাহিন এ তালিকায় স্থান পাওয়া দ্বিতীয় বাংলাদেশি তরুণ। এর আগে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ থেকে সংগঠক নাজবিন খান প্রথম ঐ তালিকায় স্থান পান।

CRI'র ম্যাগাজিন হোয়াইট বোর্ড

আওয়ামী লীগের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (CRI) নীতি নির্ধারণী বিষয়ক ম্যাগাজিন 'হোয়াইট বোর্ড'। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হয়। ম্যাগাজিনটির প্রধান সম্পাদক বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি। প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটিতে রয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত নীতিমালা, যার মাধ্যমে জাতি পেয়েছিল পরবর্তী উন্নয়নের রূপরেখা। হোয়াইট বোর্ডের পরবর্তী সংখ্যাগুলো আলোকপাত করবে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণী বিষয়ক অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে।

আসছে এভারেস্টের উচ্চতার ঘোষণা

সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা কত?— এমন প্রশ্নের একটি আনুষ্ঠানিক সমাধান হতে যাচ্ছে। প্রায় এক দশকের প্রতীক্ষার পর নিকটতম সময়ে মাউন্ট এভারেস্টের নতুন উচ্চতা জানা যাবে। এ উচ্চতা নির্ধারণে একসাথে কাজ করছে নেপাল ও চীন। নেপালের দাবি, মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার। আর চীনের হিসাব অনুসারে, এ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ৮,৮৪৪.৪৩ মিটার। মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপে ২০১৯ সালে নেপাল ও চীনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ স্মারক অনুসারে এ দুই দেশ যৌথভাবে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতার ঘোষণা দেবে।

সৌদি আরবে বিরোধী দলের আত্মপ্রকাশ

সৌদি রাজপরিবারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিরোধী দল গঠন করেছেন নির্বাসিত কয়েকজন ভিন্নমতাবলম্বী। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত সৌদি নাগরিকরা 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি পার্টি' নামে ঐ দল গঠনের ঘোষণা দেন। সৌদি বাদশাহ সালমানের রাজত্বকালে এটাই দেশটিতে প্রকাশ্যে সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রথম ঘটনা।

জনসনের করোনা টিকার তৃতীয় ধাপের ট্রায়াল

জনসন অ্যান্ড জনসন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস টিকার তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা শুরু করে। টিকাটি যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত টিকা তৈরির কর্মসূচি Operation Warp Speed-এর আওতায় তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা চালাবে। এ নিয়ে দেশটিতে তৃতীয় ধাপের টিকার ট্রায়ালে যায় চারটি প্রতিষ্ঠান।

চীনে ৩৮০ উইঘুর বন্দিশালা

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ জিনজিয়াংয়ে ৩৮০টিও বেশি উইঘুর বন্দি শিবির রয়েছে বলে দাবি করেছে অস্ট্রেলিয়া, যা আগের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ অস্ট্রেলিয়ার স্ট্রাটেজিক পলিসি ইনস্টিটিউটের (SPI) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

চীনের শীর্ষ ধনী ঝোং সানসান

ই-কমার্স জায়ান্ট আলিবাবার প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মাকে সরিয়ে দিয়ে বর্তমানে চীনের শীর্ষ ধনী হলেন দেশটির 'লোন উলফ' খ্যাত উদ্যোক্তা ঝোং সানসান। খাবার পানি আর ভ্যাকসিন বিক্রি করেই তিনি এখন চীনের শীর্ষ ধনী। শুধু তাই নয় এশিয়ারও দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি তিনি। তার আগে রয়েছে শুধু ভারতের শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। বিশ্ব ধনীদের তালিকায় তার অবস্থান ১৭ নম্বরে।

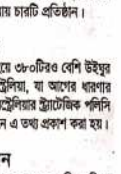

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

বাংলাদেশ-সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

৩১ আগস্ট ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি'র বাংলাদেশ দূতাবাসে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের রাষ্ট্রদূত থেলমা ফিলিপ ব্রাউন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষর করেন। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বহুপক্ষীয় ফোরামে বাংলাদেশের সমর্থন আদায়ের পাশাপাশি এসব সংস্থায় এবং ফোরামের নির্বাচনে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা আরও গতিময় হবে। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও পর্যটনশিল্প বিকাশের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে।

কারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত দেশ সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস জাতিসংঘ ছাড়াও ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি (CARICOM), অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (OAS), অর্গানাইজেশন অব ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান স্টেটস (OECS)সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বহুপক্ষীয় ফোরামের সক্রিয় সদস্য।

বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক স্থাপন করা সর্বশেষ ৪ দেশ

দেশ	কূটনৈতিক কার্যক্রম শুরু
সান ম্যারিনো	১৫ মে ২০১৭
কসোভো	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
পালাউ	১৮ জুলাই ২০১৯
সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস	৩১ আগস্ট ২০২০

জাতিসংঘভুক্ত ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন ও কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিস্থিতি

ক্যাটাগরি	রয়েছে	নেই
কূটনৈতিক মিশন বা দূতাবাস	৫৮টি	১৩৫টি
কূটনৈতিক সম্পর্ক	১৫৪টি	৩৯টি

- বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া ৩৯টি দেশের মধ্যে ইসরাইল ছাড়াও কঙ্গো, রুয়ান্ডা, শাদ, বেনিন, টোগো, টোঙ্গা ও দক্ষিণ সুদান অন্যতম।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের ১১৬টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে।

ভুটানের সাথে প্রথম PTA

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয় ভুটানের সাথে বাণিজ্য সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বা Preferential Trade Agreement (PTA)। এর ফলে প্রথমবারের মতো কোনো দেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় PTA হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের। এর আগে ১৯৯৩ সালে আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে এ অঞ্চলের দেশগুলো দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (SAPTA) করেছিল, যা ২০০৪ সালে 'দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি'তে (SAFTA) পরিণত হয়। বর্তমানে SAFTA'র আওতায় উভয় দেশ পরস্পরকে বেশ কিছু পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়। এখন দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে আরও কিছু পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা মিলবে। নতুন চুক্তি কার্যকর হলে ভুটানকে আরও ১৬টি পণ্যে সুবিধা দেবে বাংলাদেশ। এছাড়া ভুটানের কাছ থেকে বাংলাদেশ শতাধিক পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। ইতিমধ্যে উভয় দেশের মধ্যে এসব পণ্যের তালিকা বিনিময় হয়েছে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।

মূলত LDC হিসেবে বিভিন্ন বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকায় এতদিন দ্বিপক্ষীয় FTA বা PTA'র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি বাংলাদেশের। ২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হলে শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকবে না। এ কারণে এখন FTA বা PTA স্বাক্ষরে জোর দেয় বাংলাদেশ। অন্তত এক ডজন দেশের সাথে FTA বা PTA সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। দেশগুলো হলো— জাপান, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, নাইজেরিয়া, মালি, উজবেকিস্তান, জর্ডান ও তুরস্ক।

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

বাংলাদেশ-ভারত নৌবাণিজ্য

স্বাধীনতার পর থেকে এতদিন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার নৌ প্রটোকলের আওতায় শুধু কলকাতা-নারায়ণগঞ্জ-কলকাতা নৌপথে বাণিজ্য হতো। এখন কলকাতা ছাড়াও ত্রিপুরা, মুর্শিদাবাদসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে নৌপথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নৌ প্রটোকলের আওতায় ভারত বাংলাদেশের নদীপথ ব্যবহার করে কলকাতা-পাণ্ডু (আসাম); কলকাতা-করিমগঞ্জ (আসাম) এবং কলকাতা-আগরতলা-আশুগঞ্জ পণ্য নেয়।

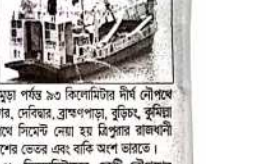

মে ২০২০ ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুন দুটি নৌপথে বাণিজ্যের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নৌপথগুলো হলো— রাজশাহী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পর্যন্ত এবং কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে ত্রিপুরার সোনামুড়া। এ চুক্তির আওতায় ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ বাংলাদেশের কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে গোমতী নদীপথে ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া পর্যন্ত ৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌপথে ১০ টন সিমেন্ট পরিবহন করা হয়। দাউদকান্দি থেকে গোমতী নদী দিয়ে মুরাদনগর, দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, কুমিল্লা সদর ও বিবিরবাজার হয়ে সোনামুড়ায় পণ্য নেয়া হয়। সেখান থেকে সড়কপথে সিমেন্ট নেয়া হয় ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। ৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌপথটির মধ্যে ৮৯.৫ কিলোমিটার বাংলাদেশের ভেতর এবং বাকি অংশ ভারতে।

অন্যদিকে রাজশাহী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পর্যন্ত ৭৮ কিলোমিটারের একটি নৌপথের অনুমোদন দেয়া হলেও ঐ পথটি সংক্ষিপ্ত করে রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার সুলতানগঞ্জ থেকে মুর্শিদাবাদের মায়া নৌবন্দর পর্যন্ত পণ্য চলাচলের উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)। এ পথের দূরত্ব মাত্র ১৮ কিলোমিটার। অনেকটা আড়াআড়িভাবে পদ্মা নদী পাড়ি দেবে-পণ্যবাহী নৌযান।

আরো দুই ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্স লাভ

যেখানে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই বা শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা অধিক ব্যয়বহুল ও অলাভজনক, এ রকম দূর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

সম্প্রতি এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য নতুন করে আরো দুটি ব্যাংককে লাইসেন্স দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক দুটি— প্রাইম ব্যাংক এবং NRB গ্লোবাল ব্যাংক। এর মাধ্যমে দেশে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়াল ২৮টি। তবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ২৩টি ব্যাংক।

EFD চালু

আধুনিক একটি হিসাব যন্ত্র Electronic Fiscal Device (EFD)। মূলত এটি Electronic Cash Register (ECR)-এর উন্নত সংস্করণ। এ যন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লেনদেন বা বিক্রির তথ্য জানা যায়। এতে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার সুযোগ বন্ধ করতে ২৫ আগস্ট ২০২০ পরীক্ষামূলকভাবে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামের ১০০ প্রতিষ্ঠানে EFD স্থাপন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। এর মধ্যে ঢাকায় ৮০টি এবং ২০টি চট্টগ্রামে। মূলত হোটেল, রেস্তোরাঁ, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসহ ভ্যাটের সেবা খাতে এসব মেশিন বসানো হবে। আগামী তিন মাসের মধ্যে ১,০০০ এবং আগামী এক বছরের মধ্যে এক লাখ প্রতিষ্ঠানে এ মেশিন বসানো হবে।

কাগজবিহীন বাণিজ্য চুক্তি অনুসমর্থন

১৫-১৯ মে ২০১৬ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP)-এর ৭২তম অধিবেশন। এ অধিবেশনের শেষ দিন, ১৯ মে ২০১৬ গৃহীত হয় কাগজবিহীন বাণিজ্য সহজীকরণ কাঠামো চুক্তি (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific)। ১ অক্টোবর ২০১৬ চুক্তিটি ESCAP-এর ৫৩টি সদস্য দেশের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ৫টি দেশ অনুমোদন দেয়ার ৯০ দিন পরে তা কার্যকর হবে। ২৯ আগস্ট ২০১৭ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ESCAP-এর সদর দপ্তরে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও চীন কাগজবিহীন বাণিজ্য সহজীকরণ কাঠামো চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ মন্ত্রিসভা বৈঠকে কাগজবিহীন বাণিজ্য চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খরচ ও সময় বাঁচাতে কাগজে নথি নিয়ে কাজ করার বদলে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করছে। যেখানে কোনো কাগজে ফাইলের দরকার পড়ছে না। এটাই কাগজবিহীন বাণিজ্য (Paperless Trade) নামে পরিচিত।

আসছে ডিজিটাল ব্যাংক

নতুন প্রজন্মের আর্থিক চাহিদা পূরণে 'ডিজিটাল ব্যাংক' চালুর উদ্যোগ নেয় বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান *ব্যাংক এশিয়া*। ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ সম্প্রতি ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা দেয়ার জন্য নতুন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। এটি হবে ব্যাংক এশিয়ার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, যার ৫১% শেয়ারের অংশীদার হবে ব্যাংকটি। বাকি শেয়ারের অংশীদার বিদেশি প্রযুক্তিবিদ, প্রতিষ্ঠান ও লেনদেন প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন দিলে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংক এশিয়া নতুন ধারার এ ব্যাংক চালু করবে।

ঘূর্ণিঝড়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ Cyclone শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ *Kyklos* থেকে

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি

৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহার করে এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকের গ্রাহককে পরিশোধের সীমা বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার জারি করে। সার্কুলার অনুযায়ী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহার করে দৈনিক লেনদেন সীমা নিম্নরূপ—

ক্যাটাগরি	সর্বোচ্চ সীমা (টাকা)	একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা (টাকা)	লেনদেনের সর্বোচ্চ সংখ্যা
ব্যক্তিক	৫,০০,০০০	১,০০,০০০	১০টি
প্রাতিষ্ঠানিক	১০,০০,০০০	২,০০,০০০	২০টি

– আন্তঃব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিং শুরু হয় ২০১৮ সালে।

বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রে পুনঃবিনিয়োগ পাঁচ লাখ টাকা অতিক্রম করলেই ১০% কর

পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সরকারপত্রে স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগের উৎসে কর কর্তনে স্পষ্টীকরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে আগের বিনিয়োগ ও অর্জিত সুদ একসঙ্গে করলে সেই অঙ্ক যদি পাঁচ লাখ টাকার বেশি হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীকে ১০% হারে উৎসে কর দিতে হবে। অর্থাৎ নিট মুনাফাসহ মোট বিনিয়োগ পাঁচ লাখ টাকার বেশি হলেই ১০% কর দিতে হবে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

নদীবন্দর এখন ৩৫টি

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম ৬টি স্থানকে নদীবন্দর ঘোষণা করা হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে আরও ২৮টি নদীবন্দর ঘোষিত হয়। আর সর্বশেষ ২২ জুন ২০২০ সিলেট জেলার বালাগঞ্জকে নদীবন্দর ঘোষণা করা হয়, যা ২৮ জুন ২০২০ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ফলে বাংলাদেশে এখন নদীবন্দরের সংখ্যা ৩৫টি।

একাদশ জাতীয় সংসদ

নবম অধিবেশন

শুরু : ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০। সমাপ্তি : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০
। কার্যদিবস: ৫ দিন। বিল পাস : ৬টি।

পাসকৃত ছয়টি বিল

বিল	পাস
গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০২০	৮ সেপ্টেম্বর ২০২০
বাংলাদেশ একৌপল গবেষণা কাউন্সিল বিল, ২০২০	৮ সেপ্টেম্বর ২০২০
বাংলাদেশ রেগুলেটরি ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস বিল, ২০২০	৮ সেপ্টেম্বর ২০২০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০২০	৯ সেপ্টেম্বর ২০২০
চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০২০	৯ সেপ্টেম্বর ২০২০
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০২০	১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

সংসদীয় আসনে উপনির্বাচন

। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত হয় পাবনা-৪ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচন।
। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঘোষণা করা হয় ঢাকা-৫ ও নওগাঁ-৬ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনের তফসিল। এ দুই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৭ অক্টোবর ২০২০।

অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধন

১ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭ সংশোধন করে স্বতন্ত্র অনলাইন নিউজ পোর্টালের পাশাপাশি টেলিভিশন, বেতার ও ছাপা পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণ এবং আইপি টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও চালানোর ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ৯৯টি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকে প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের অনুমতি দেয়া হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধন, স্থাপন ও পরিচালনার ফি নির্ধারণের আদেশ জারি করা হয়। আদেশ অনুযায়ী, কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তথ্য অধিদপ্তরকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধন ফি ১০,০০০ টাকা এবং নিবন্ধন নবায়ন ফি নির্ধারণ করা হয় প্রতিবছরে ৫,০০০ টাকা।

দেশের প্রথম রেল জাদুঘর

২৯ আগস্ট ২০২০ উদ্বোধন করা হয় দেশের প্রথম রেল জাদুঘর। সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় স্থাপিত দেশের প্রথম রেল জাদুঘর দুর্লভ নানা নিদর্শনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। এ জাদুঘরে ইতিমধ্যে ঠাঁই হয়েছে ব্রিটিশ আমলে তৈরি কালের সাক্ষী প্রেসিডেন্ট সেলুন কোচ এবং বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য রেলের জিনিসপত্র এ জাদুঘরে স্থান পাবে।

লক্ষ্মীপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর লক্ষ্মীপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পর্যটন শিল্প উন্নয়নে লক্ষ্মীপুরে হচ্ছে বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রথম এ প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর। ঐতিহ্যবাহী দালাল বাজার জমিদার বাড়ি ও খোয়া সাগর দিঘিকে কেন্দ্র করে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে দেশজুড়ে ২১টি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর রয়েছে।

স্বামীর সব সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অধিকার

একটা সময় ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু নারীরা স্বামীর মৃত্যুর পর বসতভিটার বাইরে অন্য কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারতেন না। ১৯৩৭ সালে 'হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রপার্টি অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে কার্ভত আইন থাকলেও সে আইনের প্রয়োগ ও জটিলতায় হিন্দু বিধবা নারীরা বঞ্চিতই থাকতেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও সেটা অনেকাংশে কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ হাইকোর্ট এক মামলার রায়ে মৃত স্বামীর সব সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবা নারীদের অধিকার প্রশ্নে যুগান্তকারী রায় দেন। ১৯৮৩ সালে খুলনার বটিয়াঘাটার যতীন্দ্রনাথ মণ্ডলের করা রিভিশন আবেদন খারিজ করে এ রায় দেন হাইকোর্ট। এ রায়ের ফলে এখন থেকে মৃত স্বামীর কৃষি-অকৃষি জমিতে থাকবে বিধবা হিন্দু নারীর সমান অধিকার।

গ্রিক শব্দ *Kyklos* অর্থ 'কুণ্ডলী পাকানো সাপ' বা 'সাপের কুণ্ডলী'

Scanned by www.bdniyog.com

BAU হাঁস উদ্ভাবন

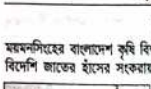

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) দেশি ও বিদেশি জাতের হাঁসের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করে

হাঁসের নতুন একটি জাত, যার নাম দেয়া হয় BAU সাদা-কালো হাঁস। অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য উদ্ভাবিত হাঁসের নতুন এ জাত বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী। নতুন জাতের হাঁসের ওজন ১০-১২ সপ্তাহ বয়সে ২.২-২.৪ কেজি হয়, যেখানে দেশি জাতের হাঁসের ওজন হয় ১.২-১.৩ কেজি। দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির পাশাপাশি BAU সাদা-কালো হাঁস প্রতি বছর ২৫০-২৬০টি ডিম দেবে।

BRRI উদ্ভাবিত নতুন তিন ধান

গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) উচ্চফলনশীল ধানের তিনটি নতুন জাত উদ্ভাবন করে, যা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৩তম সভায় অনুমোদন দেয়া হয়। নতুন উদ্ভাবিত এসব ধানের মধ্যে আউশ মৌসুমের ব্রি ধান-৯৮ এবং বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান-৯৭ ও ব্রি ধান-৯৯ নামে নামকরণ করা হয়। নতুন উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলো নিয়ে BRRI উদ্ভাবিত সর্বমোট ধানের জাতের সংখ্যা ১০৫টি।

অধিক ফলনশীল সয়াবিনের জাত উদ্ভাবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরকৃবি) কৃষিতত্ত্ব বিভাগ 'বিইউ সয়াবিন-২' নামে সম্প্রতি সয়াবিনের একটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করে। এ জাতটি উচ্চফলনের পাশাপাশি খরা, জলাবদ্ধতা ও ঝড়ো হাওয়ায় হেলে পড়া প্রতিরোধী। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করার আগে বশেমুরকৃবিসহ নোয়াখালী জেলার কমলনগর ও সুবর্ণচর উপজেলা, টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুরের চর এলাকা এবং গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় জাতটির উপযোগিতা যাচাই করা হয়। জাতটির গড় ফলন পাওয়া যাবে প্রতি হেক্টরে ৩.৫ মে. টন, যা এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ফলনশীল জাতের সাথে তুলনীয়। জাতটির ১,০০০ বীজের ওজন ২২০ গ্রাম, যা বাংলাদেশের বিদ্যমান যেকোনো জাতের চেয়ে বেশি।

দেশি ধানের ২১ নতুন জাত আবিষ্কার

দেশি ধানের ২১টি নতুন জাত আবিষ্কার করে সফলতা পান শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার নয়াবিল ইউনিয়নের চাটকিয়া গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত কৃষক সেন্টু চন্দ্র হাজং। ব্রিডিং ও সংকরায়ন পদ্ধতিতে নিজ হাতেই তিনি আবিষ্কার করেন নতুন জাতের এ ধান। তার উদ্ভাবিত জাতগুলো খুবই আবহাওয়া সহিষ্ণু। একেকটা জাত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাকে। এর মধ্যে কতগুলো ১১০ দিনে, কতগুলো ১২০ দিনে, কতগুলো ১৩০ দিনে বা ১৩৫ দিনে পাকে। তার উদ্ভাবিত ২১টি জাতের ধানের মধ্যে নামকরণ করা হয় সাতটি ধানের— সোনালু, সেন্টু গোল্ড-৫, মেরিগোল্ড, রানী শাইল, রূপাশাইল, সেন্টু শাইল ও বিশালি বিন্নি।

www.bdniyog.com

আসছে কৃষিভিত্তিক টিভি-রেডিও

কৃষিভিত্তিক একটি টেলিভিশন চ্যানেল চালু করতে যাচ্ছে সরকার। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে এ টিভির সম্প্রচার করা হবে। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের প্রাথমিকভাবে নাম নির্ধারণ করা হয় 'কৃষি টিভি'। এটি ২৪ ঘণ্টাই কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে। এ চ্যানেলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে কৃষি তথ্য সার্ভিস। কৃষি ঐতিহ্যকে ধারণ করে এ চ্যানেলের মাধ্যমে কৃষি তথ্য তুলে ধরা, কারিগরি পরামর্শসহ কৃষককে নানাভাবে সহায়তা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। কৃষকের জন্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও থাকবে।

একই সাথে দুর্গম বিবেচনায় সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চল এবং নোয়াখালীর সুবর্ণচরে চালু করা হবে দুটি কৃষিভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও। এ দুই রেডিও চালু করা হলে ঐ অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে তা ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে বরগুনার আমতলীতে কৃষিভিত্তিক একটি কমিউনিটি রেডিও চালু রয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০১২ জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এ কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার শুরু হয়।

BRRI'র সুবর্ণজয়ন্তী

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব অনুধাবন করে ১ অক্টোবর ১৯৭০ গাজীপুরে ৭৬.৮২ হেক্টর জমি নিয়ে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (EPRRI) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর নতুন নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)। বর্তমানে এটা বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। খাদ্য চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে নিত্য নতুন ধান উদ্ভাবনের চেষ্টায় নিয়োজিত এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ১৯টি গবেষণা বিভাগ, ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়, তিনটি সাধারণ সেবা এবং আটটি প্রশাসনিক শাখা। BRRI'র আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো— কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, ফেনীর সোনাগাজী, ফরিদপুরের ভাঙ্গা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ। ১ অক্টোবর ২০২০ BRRI'র সুবর্ণজয়ন্তী।

বিলুপ্তপ্রায় আঙ্গুস মাছের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

বৃহত্তর সিলেট, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষের অন্যতম পছন্দের মাছ আঙ্গুস। অঞ্চলভেদে মাছটি আগুনচোখা, আংরোট ও কারসা নামেও পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Labeo angra*। একসময় বৃহত্তর সিলেট ও রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া গেলেও সুস্বাদু মাছটি ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। এখন অনেকে মাছটি চেনেই না। মাছটি খরস্রোতা নদী ও প্রবহমান জলাশয়ে পাওয়া যায়। এর বাজারমূল্য প্রতি কেজি ৫০০-৬০০ টাকা। সম্প্রতি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BFRI) নীলফামারীর সৈয়দপুর উপকেন্দ্র বিলুপ্তপ্রায় আঙ্গুস প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করে। মাছটির প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করায় এখন তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। চাষাবাদের মাধ্যমে এর উৎপাদন বৃদ্ধিও করা যাবে।

সাইক্লোন শব্দটি প্রথমবারের মতো ব্যবহার করেন ড. হেনরি পিডিংটন; ১৯৪৮ সালে

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম

মৎস্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা WorldFish-এর সেপ্টেম্বর ২০২০'র তথ্যানুযায়ী, ইলিশ উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে বাংলাদেশ। সুস্বাদু এ মাছ উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থান আরও মজবুত করেছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বিশ্বের মোট ইলিশের ৮৬%ই উৎপাদিত হচ্ছে এ দেশে। মাত্র চার বছর আগেও এ উৎপাদনের হার ছিল ৬৫%। সরকার গৃহীত নানা কার্যকর পদক্ষেপের ফলে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে ইলিশের উৎপাদন। মা ইলিশ রক্ষা অভিযানের অংশ হিসেবে প্রতিবছর ৭-২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে এ মাছ ধরা বন্ধ থাকে।

এ কর্মসূচিও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। দেশে বর্তমানে ধরা পড়া প্রতিটি ইলিশের ওজন প্রায় ৯৫০ গ্রাম।

WorldFish'র তথ্যমতে, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে ইলিশের উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশের পরই ইলিশ উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে ভারত। পাঁচ বছর আগে দেশটিতে বিশ্বের ২৫% ইলিশ উৎপাদিত হতো। তবে ২০২০ সালে তাদের উৎপাদন প্রায় ১০%এ নেমেছে। এছাড়া তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মিয়ানমার। দেশটিতে ৩% এর মতো ইলিশ উৎপাদন হয়। আর ইরান, ইরাক, কুয়েত ও পাকিস্তানে বাকি ইলিশ উৎপাদন হয়।

বাংলাদেশের মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও WorldFish ২০১৮-১৯ সালে যৌথভাবে ইলিশের জিনগত বৈশিষ্ট্য ও গতিবিধি নিয়ে প্রথম একটি গবেষণা করে।

দেশের প্রথম মাছের জিন ব্যাংক

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে

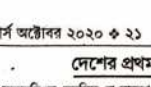

(BFRI) স্থাপিত হয় মাছের জিন ব্যাংক। দেশে প্রথমবারের মতো স্থাপিত এ জিন ব্যাংকটিতে ইতোমধ্যে ৭০ প্রজাতির মাছের জাত স্থান পায়। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইনস্টিটিউটের নিজস্ব একটি পুকুরে এ জিন ব্যাংকটির উদ্বোধন করা হয়।

মৎস্য উৎপাদনে দেশসেরা জেলা

বর্তমানে বৈশ্বিক মৎস্য উৎপাদনে (Aquaculture) শীর্ষ পাঁচ দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা তিন জেলা হলো— ময়মনসিংহ, যশোর ও কুমিল্লা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মোট চাষকৃত মাছের উৎপাদন ছিল ৩৬,২২,০০০ টন। এর মধ্যে এ তিন জেলায়ই উৎপাদন হয় ৮,৪৭,০০০ টন। সে হিসাবে দেশে চাষকৃত মাছের প্রায় ২৪%-ই সরবরাহ হচ্ছে জেলা তিনটি থেকে।

জেনে রাখুন

- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।
- মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।
- বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম।
- বাংলাদেশ বর্তমানে মসলা ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করছে ৫৮টি দেশে।
- বাংলাদেশের মানুষের মোট প্রাণিজ আমিষের চাহিদার অর্ধেকের বেশি পূরণ হয় মাছ থেকে।

বাংলাদেশে পদ্মফুলের নতুন প্রজাতি

হলুদ রঙের এক নতুন পদ্মের সন্ধান মিলেছে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বুড়িংং উপজেলার দক্ষিণগ্রাম বিলে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এটি বিশ্বে পদ্মফুলের সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রজাতি বলে অনুমান করা হয়। গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে উদ্ভিদবিজ্ঞানে হলুদ পদ্ম হবে অনন্য সংযোজন। এ পদ্মের নামকরণও হবে আমাদের দেয়া নামে।

পৃথিবীজুড়েই কমবেশি জন্মে পদ্মফুল। বিশ্বে পদ্মের দুই প্রজাতি। এর একটি এশিয়ান পদ্ম; বৈজ্ঞানিক নাম *Nelumbo nucifera Gaertner*। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ পদ্ম জন্মে। এর রং হয় সাদা এবং হালকা বা গাঢ় গোলাপি। গোলাপি ও সাদা বর্ণের পদ্মফুল আমাদের দেশের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। এশিয়ান পদ্ম আবার দুই রঙের হয়ে থাকে— মসৃণ সাদা ও হালকা গোলাপি। বাংলাদেশের ঝিল-বিল ও জলাশয়ে যেসব পদ্মফুল দেখা যায় সেগুলো এশিয়ান বা ইন্ডিয়ান লোটাস। শুধু বাংলাদেশ নয়, কাস্পিয়ান সাগর থেকে উত্তর অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে এ প্রজাতির পদ্ম জন্মে। আরেক প্রজাতির পদ্ম হলো আমেরিকান লোটাস বা ইয়োলো লোটাস; বৈজ্ঞানিক নাম *Nelumbo lutea Willd*। এ প্রজাতির পদ্ম শুধু উত্তর ও মধ্য আমেরিকায় জন্মে। বুড়িংংয়ে পাওয়া এ পদ্ম আমেরিকান লোটাসের কাছাকাছি, অন্তত রঙের দিক থেকে। কিন্তু বুড়িংংয়ের পদ্মের সাথে আমেরিকান লোটাসের কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। আমেরিকান লোটাসের পাপড়ির সংখ্যা যেখানে ২০-২৫টি হয়, সেখানে নতুন এ পদ্মের পাপড়ির সংখ্যা ৭০টির মতো। আবার এর পুংকেশরের গঠনও আমেরিকান লোটাস থেকে আলাদা। সাধারণ পদ্মের সাথে এর আরেক ভিন্নতা হলো এটি আকারে বড়। এর গঠন শৈলী এবং বর্ণ বৈচিত্র্যময়। হালকা হলুদ বর্ণের এমন পদ্ম ইতিপূর্বে কোথাও পাওয়া যায়নি। কাজেই হলুদ বর্ণের পদ্মটি বাংলাদেশে পাওয়া সমস্ত পদ্মফুল থেকে ভিন্নতর এবং উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্যের দৃষ্টিতে অত্যন্ত উৎসাহজনক।

পদ্ম কেবল জলাশয়ে শোভা বৃদ্ধিকারী ফুল না। এটি অনেক ভেষজ গুণসম্পন্ন এবং পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে পদ্মের শিকড় চীন, জাপানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে স্বীকৃত ও সমাদৃত। পদ্মের বীজ ১,৩০০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। বহুবর্ষজীবী এ জলজ উদ্ভিদের গাছের কাণ্ড লতানো। গোলাকার পাতা গড়ে প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার চওড়া। সরু কাঁটাযুক্ত লম্বা ডাঁটায় ফুল ফোটে। ফুলে রয়েছে মিষ্টি গন্ধ। পানির ওপরে পাতা ও ফুল ভেসে থাকে। চার-পাঁচ ফুট পানি পদ্মের জন্য আদর্শ। পানির নিচে কাদায় বিস্তৃত হয় এর শিকড়।

সাইক্লোন শব্দটি প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয় Henry Piddington's book for the Law of Storms গ্রন্থে

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা

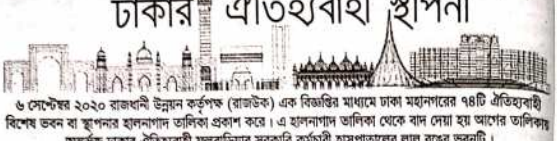

৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ৭৪টি ঐতিহ্যবাহী বিশেষ ভবন বা স্থাপনার হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ করে। এ হালনাগাদ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয় আগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ফুলবাড়িয়ার সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের লাল রঙের ভবনটি।

নাম	অবস্থান
১. বিনত বিবির মসজিদ	নারিন্দা
২. সাত গম্বুজ মসজিদ	মোহাম্মদপুর
৩. শাহবাজ খান মসজিদ ও সমাধি	পুরাতন হাইকোর্ট এলাকা
৪. করতালাব খান মসজিদ	বেগম বাজার
৫. খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ	লালবাগ
৬. শায়েস্তা খান মসজিদ	মিটফোর্ড হাসপাতাল
৭. মুসা খান মসজিদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮. তারা মসজিদ	আরমানিটোলা
৯. বংশাল জামে মসজিদ	বংশাল রোড
১০. কসাইটুলি জামে মসজিদ	কসাইটুলি
১১. নওয়াববাড়ি মসজিদ	দিলকুশা, মতিঝিল
১২. দেওয়ানবাড়ি কমপ্লেক্স ও মসজিদ	আমিনবাজার, মিরপুর
১৩. আম্বর শাহ মসজিদ	কাওরান বাজার
১৪. ভুঁইয়াবাড়ি মসজিদ	বেরাইদ
১৫. হলি রোজারিও চার্চ	তেজগাঁও
১৬. খ্রিস্টান সমাধিক্ষেত্র	ওয়ারী-নারিন্দা
১৭. আর্মেনিয়ান চার্চ	আরমানিটোলা
১৮. সেন্ট থমাস চার্চ	জনসন রোড
১৯. সেন্ট গ্রেগরিজ চার্চ	লক্ষ্মীবাজার
২০. আর্চ হাউস ও বিশপ চার্চ	কাকরাইল
২১. শ্মশান মন্দির ও মঠ	বানিয়ানগর, সূত্রাপুর
২২. গৌড়ীয় মঠ	নারিন্দা
২৩. রামকৃষ্ণ মিশন	গোপীবাগ
২৪. কালিবাড়ি	সিদ্ধেশ্বরী
২৫. টিএসসি'র হিন্দু মঠ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৬. ঢাকেশ্বরী মন্দির	অরফ্যানেজ রোড, লালবাগ
২৭. জয়কালী মন্দির ও রাম সীতা মন্দির	বিসিসি রোড, ঠাটারী বাজার
২৮. শিববাড়ি মন্দির	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৯. রাধা গোবিন্দ মন্দির	মিল ব্যারাক
৩০. রাধা গোবিন্দ মন্দির	সূত্রাপুর
৩১. রাম শাহের মন্দির	আমলিগোলা, লালবাগ
৩২. লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির	পাতলাখান রোড
৩৩. ব্রাহ্মসমাজ মন্দির	লয়াল স্ট্রিট, পাটুয়াটুলি
৩৪. ইসকন মন্দির (পুরানো ভবনসমূহ)	দয়াগঞ্জ, নারিন্দা
৩৫. উপাচার্য ভবন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬. মধুর ক্যান্টিন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৭. কার্জন হল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৮. আর্ট কলেজ ভবন (চারুকলা অনুষদ)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪০. মীর জুমলা গেইট (ঢাকা গেইট)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪১. গ্রিক মেমোরিয়াল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নাম	অবস্থান
৪২. শিখ গুরুদুয়ারা নানক শাহী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪৩. বর্ধমান হাউজ (বাংলা একাডেমি)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪৪. বড় কাটারা	চকবাজার
৪৫. ছোট কাটারা	চকবাজার
৪৬. লালবাগ দুর্গ	লালবাগ
৪৭. ঈদগাহ	সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি
৪৮. নিমতলী দেউরী	নিমতলী
৪৯. অপরিচিত পুরাতন সমাধি	বাঁশবাড়ি, মোহাম্মদপুর
৫০. হোসাইনী দালান (ইমামবাড়া)	বখশীবাজার
৫১. বড় দায়রা শরীফ	আজিমপুর
৫২. নর্থব্রুক হল (লালকুঠি)	ফরাশগঞ্জ
৫৩. বাহাদুর শাহ পার্ক (ভিক্টোরিয়া পার্ক)	সদরঘাট
৫৪. পানির ট্যাংক	বাহাদুর শাহ পার্ক, সদরঘাট
৫৫. রাজা রামমোহন লাইব্রেরি	লয়াল স্ট্রিট, পাটুয়াটুলি
৫৬. রূপলাল মঞ্জিল (হাউজ)	ফরাশগঞ্জ, সূত্রাপুর
৫৭. আহসান মঞ্জিল	ইসলামপুর
৫৮. ওয়াইজ হাউজ (বাফা ভবন)	ওয়াইজ ঘাট
৫৯. রোজ গার্ডেন	টিকাটুলি
৬০. মানুক হাউস	বঙ্গভবন
৬১. চামেরী হাউস	তোপখানা রোড
৬২. বলধা গার্ডেন	ওয়ারী
৬৩. জাতীয় সংসদ ভবন	শেরে বাংলা নগর
৬৪. কমলাপুর রেল স্টেশন	কমলাপুর
৬৫. বঙ্গবন্ধু জাদুঘর	ধানমন্ডি ৩২ নম্বর
৬৬. পুরাতন হাইকোর্ট ভবন	রমনা
৬৭. রাজউক ভবন (পুরাতন ডিআইটি)	দিলকুশা
৬৮. নগর ভবন (ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন)	ফুলবাড়িয়া
৬৯. গোল তালাব	ইসলামপুর
৭০. আমিরউদ্দিন দারোগার সমাধি	বাবুবাজার
৭১. রেসকোর্স গ্যালারি	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (রমনা)
৭২. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭৩. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর
৭৪. রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ	রায়েরবাজার

সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল ভবন

ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত বর্তমানের সরকারি কর্মচারী হাসপাতালটি তখন ব্যবহৃত হতো রেলওয়ে কর্মচারী হাসপাতাল হিসেবে। ১৯৭৮ সালে এটি ৫০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

 www.bdniyog.com

মুক্তিযুদ্ধের ১১ সেক্টর পরিচিতি

সম্প্রতি মারা যান মুক্তিযুদ্ধের দুই বীর সেনানী ৪নং সেক্টর কমান্ডার সি আর (চিত্তরঞ্জন) দত্ত এবং ৮নং সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী। তাদের মৃত্যুর স্মরণে মুক্তিযুদ্ধে ১১টি সেক্টরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো এ আয়োজনে।

১০-১৫ জুলাই ১৯৭১ প্রবাসী সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুদ্ধাঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানী পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেন।

১০নং সেক্টর

সদর দপ্তর : পলাশী, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গ; ভারত ■ সেক্টর প্রধান : নিযুক্ত করা হয়নি ■ সাব-সেক্টর : নেই

- ৮ জন বাঙালি সাব-মেরিনারের একান্ত আগ্রহ ও ভারতীয় নৌবাহিনীর সহযোগিতায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত হয় ১০ নং সেক্টর।
- ১০ নং সেক্টরকে বিভক্ত করা হয় ৪টি ভাগে— অপারেশন জ্যাকপট, অঞ্চলভিত্তিক নৌ-কমান্ডো অপারেশন, নৌ-কমান্ডো কর্তৃক ধ্বংসকৃত কতিপয় জাহাজের তালিকা এবং দেশে-বিদেশে নৌ-কমান্ডো অভিযানের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব।
- মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী এ সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করতেন।
- যেখানে নৌ-কমান্ডো অভিযান পরিচালিত হতো, কমান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন।

www.bdniyog.com

বিডিনিয়োগ.কম

www.bdniyog.com

বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশ

বিশ্বে বাংলাদেশের অর্জন-স্বীকৃতি নিয়ে এ আয়োজন

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত
বাংলাদেশি-মার্কিন চিকিৎসক রুহুল আবিদ

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে অবস্থিত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবে ২০২০ সালের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন বাংলাদেশি-আমেরিকান চিকিৎসক ডা. রুহুল আবিদ ও তার অলাভজনক সংস্থা Health and Education for All (HAEFA)। ২০২০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের মোট সংখ্যা ২১১।

ডা. রুহুল আবিদ যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আলপার্ট মেডিকেল স্কুলের একজন অধ্যাপক। ডা. আবিদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক এবং জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোলিকুলার বায়োলজি ও জৈব রসায়নে পিএইচডি অর্জন করেন। পরে তিনি ২০০১ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল থেকে ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। তিনি ব্রাউন গ্লোবাল হেলথ ইনিশিয়েটিভের একজন নির্বাহী সদস্যও। তার অলাভজনক সংস্থা HAEFA বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিন বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৩০ হাজার পোশাক শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে। এছাড়াও সংস্থাটি প্রায় ৯,০০০ সুবিধাবঞ্চিত নারী ও পোশাকশ্রমিকের জরায়ু ক্যান্সার স্ক্রিনিং ও চিকিৎসাসেবা এবং কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দেড় হাজারের বেশি মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়। ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর ডা. আবিদ সারাদেশে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে প্রতিষ্ঠা করেন HAEFA।

ড. ইউনূস
AIU'র চ্যান্সেলর

মালয়েশিয়ার আলবুখারি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (AIU) প্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাকে AIU'র চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অলাভজনক বেসরকারি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান AIU'র প্রতিষ্ঠাতা সায়েদ মোখতার আলবুখারি। বিশ্বস্বীকৃত সামাজিক বাণিজ্য ধারণার প্রবক্তা ড. ইউনূস যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়েরও চ্যান্সেলর।

রিজলভ-এর
উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য

জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা মোকাবিলায় কাজ করা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশ্বিক সংগঠন *রিজলভ*। বিশ্বের ৩০টি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এ নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে কাজ করে। এর সদস্য হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশের দুটি প্রতিষ্ঠান— বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ। সেপ্টেম্বর ২০২০ *রিজলভের* উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন মোবাশ্বর হোসেন। তিনি এক যুগ ধরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চরমপন্থা উত্থান ও গতিপ্রকৃতি, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করছেন। এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে তার ১২টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনি'র অ্যাডজাঙ্কট রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করছেন।

বিশ্বের শীর্ষ চিন্তাবিদের তালিকায়
বাংলাদেশের মেরিনা তাবাসসুম

১৪ জুলাই ২০২০ যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা সাময়িকী *প্রসপেক্ট* বিশ্বের ৫০ জন চিন্তাবিদের তালিকা প্রকাশ করে। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ সে তালিকা থেকে শীর্ষ ১০ জনের নাম প্রকাশ করে সাময়িকীটি। তাতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমের নাম।

নিজ রাজ্যে শক্ত হাতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলা করে ভারতের কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা এ তালিকায় প্রথম ব্যক্তি। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন। শক্ত হাতে করোনা মোকাবিলার কারণে এ তালিকার শীর্ষ দুইয়ে তার নাম উঠে আসে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমের নাম এ তালিকায় স্থান পায় সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন সামনে রেখে ভিন্নধর্মী স্থাপত্যে তার অবদানের কথা উল্লেখ করে *প্রসপেক্ট*। স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে তিনি হালকা ওজনের বাড়ি নির্মাণের কৌশল উদ্ভাবন করেন, যা পানির উচ্চতা বাড়লে স্থানান্তর করা সম্ভব। তার সম্পর্কে *প্রসপেক্ট* বলেছে, 'বাস্তব সমস্যার দিকে তিনি মনোনিবেশ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি কাজ করছেন। তিনি এমন ধরনের ঘরবাড়ির নকশা করেছেন, যা পানির উচ্চতা বাড়লেও মানুষকে নিরাপদ রাখবে।'

বাতাসের গতিবেগ অনুযায়ী হারিকেনের ক্যাটাগরি পাঁচটি

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

ঢাকায় GCA'র আঞ্চলিক কেন্দ্র

১৬ অক্টোবর ২০১৮ যাত্রা শুরু করে বৈশ্বিক অভিযোজন কেন্দ্র বা Global Center on Adaptation (GCA)। সংস্থাটির সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসে দা হেগ শহরে। মূলত পাঁচটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা GCA জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রম জোরদারে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তা দিয়ে আসছে। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঢাকায় স্থাপিত GCA'র আঞ্চলিক কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবনে অবস্থিত GCA'র আঞ্চলিক কেন্দ্রটি দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া তথা জলবায়ু অভিযোজন নিয়ে গবেষণা করবে। এটা GCA'র দ্বিতীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র। GCA'র প্রথম আঞ্চলিক কেন্দ্রটি অবস্থিত চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে।

GLOBAL CENTER ON ADAPTATION

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার

৯ জুলাই ২০১১ বিশ্বের নবীনতম দেশ দক্ষিণ সুদানে শুরু হয় বাংলাদেশের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)। বর্তমানে ১টি পদাতিক কন্টিনজেন্টসহ বাংলাদেশের সর্বমোট ৩টি কন্টিনজেন্ট UNMISS মিশনে নিয়োজিত আছে। সম্প্রতি UNMISS'র ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত হন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল মো. মাঈন উল্লাহ চৌধুরী, ওএসপি, এডব্লিউসি, পিএসসি।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি

তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ড সদস্য

৫৪ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ECOSOC) আটটি অঙ্গসংস্থার নির্বাচন ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৫৪ ভোটের মধ্যে ৫৩ ভোট পেয়ে UNDP, UNFPA ও UNOPS-এর নির্বাহী বোর্ডের ২০২১-২৩ মেয়াদের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। ১ জানুয়ারি ২০২১ নবনির্বাচিত এ নির্বাহী বোর্ড কাজ শুরু করবে।

বাংলাদেশ বর্তমানে UNICEF ও UNWomen'র নির্বাহী বোর্ডের সদস্য। এছাড়া জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা বর্তমানে UNICEF'র নির্বাহী বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন।

BCC'র সম্মাননা লাভ

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক সম্মাননা World Summit on the Information Society (WSIS) পুরস্কার। ২০২০ সালে এ পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC)। e-Employment ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় BGD e-GOV CIRT'র সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNA) দল তাদের ই-রিক্রুটমেন্ট প্ল্যাটফর্ম (erecruitment.bcc.gov.bd) নিয়ে এ সম্মাননা লাভ করে।

Bangladesh Computer Council

FAO'র আঞ্চলিক সম্মেলন

১-৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ভার্চুয়াল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজন করে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) ৩৫তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২২ সালে FAO'র ৩৬তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে। ১২ নভেম্বর ১৯৭৩ FAO-এ যোগদানের পর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এ সম্মেলনের আয়োজক হতে যাচ্ছে। FAO'র আঞ্চলিক সম্মেলন একটি আনুষ্ঠানিক ফোরাম, যেখানে আঞ্চলিক সদস্যদেশগুলোর কৃষিমন্ত্রীরা এবং অন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা খাদ্য ও কৃষিক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন। প্রতি দুই বছর পর এ আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

FAO FIAT PANIS

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিচারক

জাতিসংঘের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত The Future We Want শীর্ষক আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিশ্বের ৪৪টি দেশ থেকে ১৩-১৫ বছর বয়সীরা। এ প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশি কিশোর সাইয়েদ মুহাম্মদ জারীফ সালেহ।

শান্তি মিশনে শীর্ষে

কয়েক দশক ধরে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে গৌরবের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা। ৩১ আগস্ট ২০২০ প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী পরিচালিত জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বর্তমানে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বর্তমানে জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে ১১৯টি দেশের শান্তিরক্ষীরা কাজ করছে। এসব দেশের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ মিলে বর্তমানে বাংলাদেশের সদস্য রয়েছে ৬,৭৩২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬,৪৭৭ জন ও নারী ২৫৫ জন।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

BSMMU

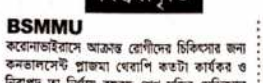

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি কতটা কার্যকর ও নিরাপদ তা নির্ণয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (BSMMU) চলমান গবেষণা

পেয়েছে বিশ্ব স্বীকৃতি। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী নেচার-এ BSMMU'র চলমান গবেষণার মুখপাত্রের বক্তব্য উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগুলো তার উচ্চমানের বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ করে। কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপির চলমান গবেষণাগুলোর মধ্যে বিশ্বের দুটি গবেষণা দলের কাছ থেকে নেচার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করে, যার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে দেশের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ১১ সদস্যবিশিষ্ট গবেষক দলের পরিচালনাধীন গবেষণাটি অন্যতম।

CCA

ইলেকট্রিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)। এ স্বীকৃতি প্রদান করে চার্টার্ড প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট (CPA), কানাডা। সিএ ব্রাউজার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করার পর ২৬ আগস্ট ২০২০ সিপিএ কানাডা সিসিএ কার্যালয়কে বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেট দিয়ে ৩টি সার্ভিস প্রদানের মান অর্জনে নিশ্চয়তা দেয়। এগুলো হলো— ওয়েবট্রাস্ট সিল ফর সিএ, বিআর-এসএসএল এবং ইভি এসএসএল। এ ওয়েবট্রাস্ট সিল অর্জনের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশে রুট সিএ সার্টিফিকেটটি বিভিন্ন ব্রাউজারগুলোর (গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ও অপেরা ইত্যাদি) এবং অপারেটিং সিস্টেমের (মাইক্রোসফট, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড ইত্যাদি) ডিরেক্টরিতে সংরক্ষণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করে। ফলে দেশীয় বৈধ লাইসেন্সধারী সার্টিফায়িং অথরিটিগুলোর ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক বাজারে বিশ্বস্ততার সাথে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

SAAS অ্যাওয়ার্ডস

উদ্ভাবনীমূলক সফটওয়্যার সমাধান প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে Software as a Service (SAAS) অ্যাওয়ার্ডস। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যসহ সারা বিশ্বের সেরা সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলো এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। IT সেবাখাতে উদ্ভাবনীমূলক সমাধান প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ২০২০ সালে SAAS অ্যাওয়ার্ডস-এ ভূষিত হন বাংলাদেশি উদ্যোক্তা ড. সামির আসাফের প্রতিষ্ঠান 'পারফর্মেক্স', যা এন্ড-টু-এন্ড স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট ও বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সংশ্লিষ্ট একটি সেবা প্লাটফর্ম। 'বেস্ট সাস ফর স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট' ক্যাটাগরিতে ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি শীর্ষস্থান অর্জন করে।

IBO চ্যালেঞ্জ ২০২০

১০-১১ আগস্ট ২০২০ জাপানের নাগাসাকিতে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয় International Biology Olympiad (IBO) চ্যালেঞ্জ ২০২০। এবারের আসরে বিশ্বের ৯৫টি দেশের ৩৯০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয় চার জন। প্রতিযোগিতায় ১১ জন স্বর্ণপদক, ৪২ জন রৌপ্য এবং ৫৬ জন ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। বাংলাদেশের পক্ষে দুটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন রাফসান রহমান রায়ান এবং রাদ শারার।

IEO'তে ব্রোঞ্জ জয়

স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের অর্থনীতি বিষয়ক সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা হলো International Economics Olympiad (IEO)। বাংলাদেশ ইকোনমিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির মাধ্যমে ২০১৯ সাল থেকে বাংলাদেশও এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ৭-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ২৯টি দেশ। এর মধ্যে এবার বাংলাদেশ জাতীয় দলের চার প্রতিযোগী ব্যক্তিগত ব্রোঞ্জ পদক এবং বিজনেস কেস সলভিং রাউন্ডে দলীয় ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নাইজেরিয়ায় স্মারক ডাকটিকিট

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৭ আগস্ট ২০২০ স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করে নাইজেরিয়ার ডাক বিভাগ। নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যৌথভাবে এ স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিওফ্রে অনিইয়েমা।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

রূপকল্প ২০৪১

আগামীর বাংলাদেশ

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ— এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। ২০২০ সালকে ভিত্তি বছর বিবেচনা করে অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক নানা ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হয় রূপকল্প ২০৪১। এটা একটা 'ভিশনারী দলিল'। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ : বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। ২০৪১ সালে একটি উন্নত বাংলাদেশে রূপান্তরিত হতে গেলে আমরা কী কী অর্জন করতে চাই, তার বহিকাঠামোটি তুলে ধরা হয় এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়। এ রূপরেখা বা কাঠামোকে কেন্দ্র করেই অর্জনগুলো বাস্তবায়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। আর এর ওপর ভিত্তি করেই রচিত হবে আগামীর বাংলাদেশ।

বর্তমান ও আগামীর বাংলাদেশ : প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট—

- **অভীষ্ট-১ :** ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।
- **অভীষ্ট-২ :** বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে অতীতের ঘটনা। দারিদ্র্য নির্মূল করার পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষা, উদ্ভাবনী জ্ঞান, অর্থনীতি বিকাশ ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে এমন একটি দ্রুতগতির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ রূপান্তর সাধন সম্ভব হবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি

আর্থিক বছর	২০২০	২০৩১	২০৪১
প্রকৃতখাত নির্দেশক			
GDP'র আয় প্রবৃদ্ধি (%)	৮.১৯	৮.৫১	৯.৯০
CPI মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৫	৪.৭৬	৩.৯৬
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৬৯.৮	১৮০.৫	২১০.৩
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	১.৩৯	১.১৮	০.৭৮
GDP'র (%) হিসেবে			
মোট জাতীয় সঞ্চয় (%)	৩১.৩১	৩৪.৭৭	৪৩.৯৫
মোট বিনিয়োগ (%)	৩২.৭৬	৩৭.৪৪	৪৬.৮৮
বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI)	১.০০	৩.০০	৩.০০
মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ড.)	২,০৫৪	৩,২৭১	১৭,২২৯
আর্থিক নির্দেশক (GDP'র % হিসেবে)			
মোট রাজস্ব (%)	১০.৪৭	১৪.০৬	২৪.১৫
মোট ব্যয় (%)	১৫.৫২	১৯.০৯	২৯.১৫
বহিঃস্থ নির্দেশক (প্রবৃদ্ধি হার % হিসেবে)			
রপ্তানি	৫.০০	১০.৭৫	১১.০০
আমদানি	৫.০০	১১.১৫	১০.০০
প্রবাসী আয়	৯.০০	৬.০০	২.০০
বিনিময় হার (টাকা/মার্কিন ডলার)	৮৬.৯৭	৯৮.৬০	১৩০.৯৬
মাস হিসেবে আমদানি রিজার্ভ	৬.৬০	৭.০৯	৬.৭৩

দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য

নির্দেশক	HIES২০১৬	২০২১	২০২৫	২০৩১	২০৪১
চরম দারিদ্র্য	১২.৯	৮.৩৮	৫.২৮	২.৫৫	০.৬৮
দারিদ্র্য	২৪.৩	১৭.২৭	১২.১৭	৭.০	২.৫৯
আয় বৈষম্য (পালমা অনুপাত)	২.৯৩	২.৯৩	২.৮০	২.৭৫	২.৭০

মানব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	২০১৮	২০৩১	২০৪১
ক. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা			
আয়ুকাল (বছরে)	৭২.৩	৭৫	৮০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (%)	১.২	১	১
MMR (প্রতি লক্ষ জন্মে)	১৬৯	৭০	৩৬
শিশুমৃত্যু হার (প্রতি হাজার জন্মে)	২২	১৫	৪
অনূর্ধ্ব ৫ বছর শিশুদের ওজন হ্রাস (০-৫৯ মাস) %	৩৩	৫	২
খর্বতা (%)	৩১	১৫	২
TFR (%)	২.০৫	১.৮	১.৮
স্বাস্থ্য বিমার আওতা (%)	নগণ্য	৫০	৭৫
স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় (মোট দেশজ আয়ের %)	০.৭	১.৫	২
খ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ			
বয়স্ক সাক্ষরতা হার (%)	৭২.০	১০০	১০০
নিট প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হার (%)	৯৭.৯	১০০	১০০
প্রাথমিক স্কুলে ঝরে-পড়া হার (%)	১৯.১	০.০	০.০
নিট মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হার (%)	৬২.৩	৯০	৯৫
মাধ্যমিক স্কুলে ঝরে-পড়া হার (%)	৩৮.৩	০.০	০.০
উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার (%)	১৭.৮	৫০	৮০
উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীদের অংশ (%)	২৬	৫০	৫০
TVET ভর্তির হার (%)	১৬.০৫	৩০.০০	৪১.০০
শিক্ষায় সরকারি ব্যয় (GDP %)	২.০	৩.৫	৪.০

CPI— Consumer Price Index ■ MLT— Medium and Long Term ■ MMR— Maternal Mortality Rate ■ TFR— Total Fertilaty Rate ■ HIES— Household Income and Expenditure Survey ■ TVET— Technical and Vocational Education & Training

ক্যাটাগরি-৩ মাত্রার হারিকেনে বাতাসের গতিবেগ ১৭৮-২০৮ কিলোমিটার/ঘণ্টা

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

রিপোর্ট সমীক্ষা

সাম্প্রতিক সময়ের রিপোর্ট-জরিপ-সমীক্ষার খবরাখবর নিয়ে আমাদের এ আয়োজন

বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর তালিকা

শিপিং-বিষয়ক লন্ডনভিত্তিক বিশ্বের সবচেয়ে পুরানো ও জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যম *Lloyd's List* প্রতিবছর বিশ্বের ব্যস্ত বন্দরগুলোর তালিকা প্রকাশ করে। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ *Lloyd's List* ২০১৯ সালে সারা বিশ্বের বন্দরগুলোর ব্যস্ততা, অর্থাৎ কন্টেইনার পরিবহনের সংখ্যা হিসাব করে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বন্দরের তালিকা তৈরি করে। তালিকা অনুযায়ী—

- ২০১৯ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি বন্দর দিয়ে একক কন্টেইনার পরিবহন করা হয় ৬৩ কোটি ৪০ লাখ।
- শীর্ষ ১০০ বন্দরের মধ্যে চীনের বন্দর সংখ্যা ২৩টি।
- বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর সাংহাই, চীন।
- তালিকার সর্বনিম্ন বন্দর তাইপে, তাইওয়ান।
- তালিকায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ৫৮তম।

বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক ২০২০

২ সেপ্টেম্বর ২০২০ World Intellectual Property Organization (WIPO) যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে প্রকাশ করে বিশ্ব উদ্ভাবন সূচক ২০২০। সাতটি উপসূচকে তৈরি করা এ সূচকে ১৩১টি দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সূচক অনুযায়ী—

- শীর্ষ দেশ : সুইজারল্যান্ড। সর্বনিম্ন দেশ : ইয়েমেন।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৪৮. ভারত, ৯৫. নেপাল, ১০১. শ্রীলংকা, ১০৭. পাকিস্তান ও ১১৬. বাংলাদেশ।

বৈশ্বিক বেকারত্ব পরিস্থিতি

করোনার জন্য বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার বাড়ছে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং ট্রেডিং ইকোনমিকস-এর সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী উচ্চ বেকারত্বের হারে শীর্ষ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা; বেকারত্বের হার ২৮.২০%।

- বৃহত্তম অর্থনীতির দেশসমূহে বেকারত্বের হার (%) : ব্রাজিল (১২.১) • যুক্তরাষ্ট্র (১০.২) • ইতালি (৯.৯) • ফ্রান্স (৮.৪) • রাশিয়া (৬.৩) • চীন (৫.৭) • ভারত (৫.৪) • ইন্দোনেশিয়া (৪.৭) • দ. কোরিয়া (৪.১) • যুক্তরাজ্য (৩.৯) • জার্মানি (৩) ও জাপান (২.৩)।
- সার্কভুক্ত দেশে বেকারত্বের হার (%) : আফগানিস্তান (১১.১) • মালদ্বীপ (৬.১) • ভারত (৫.৪) • পাকিস্তান (৪.৫) • শ্রীলংকা (৪.২) • বাংলাদেশ (৪.২) • ভুটান (২.৩) ও নেপাল (১.৪)।

ট্রান্সফ্যাটজনিত হৃদরোগে মৃত্যু সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ১৫ দেশ

৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) Report on Global Trans Fat Elimination শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বিশ্বে ট্রান্সফ্যাট গ্রহণের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ঘটে ১৫টি দেশে। দেশগুলো হলো— ১. মিসর (৮.৩৯%), ২. যুক্তরাষ্ট্র (৭.৫৭%), ৩. ইরান, (৬.৯৬%), ৪. লাটভিয়া (৬.১৪%), ৫. মেক্সিকো (৫.৮২%), ৬. আজারবাইজান (৫.৮১%), ৭. কানাডা (৫.৬৫%), ৮. ইকুয়েডর (৪.৯৭%), ৯. পাকিস্তান (৪.৯৪%), ১০. দক্ষিণ কোরিয়া (৪.৭৬%), ১১. ভারত (৪.৬৩), ১২. স্লোভেনিয়া (৪.৫৬%), ১৩. ভুটান (৪.৪৫%), ১৪. বাংলাদেশ (৪.৪১%) ও ১৫. নেপাল (৪.৩৮%)।
- সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ১৫ দেশের তালিকায় থাকা— যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, লাটভিয়া ও স্লোভেনিয়া ইতোমধ্যে ট্রান্সফ্যাট নির্মূলে WHO'র সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে। অর্থাৎ সব ফ্যাট (চর্বি), তেলযুক্ত খাবারে প্রতি ১০০ গ্রাম ফ্যাটে ট্রান্সফ্যাটের সর্বোচ্চ পরিমাণ ২ গ্রামে সীমিত অথবা আংশিক হাইড্রোজেনেটেড অয়েলের (PHO) উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।
- প্রাকৃতিক বা শিল্প উৎস থেকে আসা অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডই হলো ট্রান্সফ্যাট বা ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিড (TFA)। আমাদের দেশে এটা ডালডা কিংবা বনস্পতি ঘি নামে পরিচিত। এতে ২৫-৪৫ শতাংশ পর্যন্ত ট্রান্সফ্যাট থাকে। সাধারণত খরচ কমানোর জন্য দেশে বেকারিসহ হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোতে সিঙ্গারা, সমুচা, পুরি, জিলাপি, চিকেন ফ্রাইসহ বিভিন্ন ভাজা-পোড়া খাবার তৈরির সময় এ ডালডা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ঢাকার PHO নমুনা বিশ্লেষণ করে প্রতি ১০০ গ্রাম PHO নমুনায় ২০.৯ গ্রাম পর্যন্ত ট্রান্সফ্যাটের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা WHO'র সুপারিশকৃত মাত্রার তুলনায় ১০ গুণেরও বেশি। বাংলাদেশে প্রতিবছর হৃদরোগে যত মানুষ মারা যায়, তার ৪.৪১%-এর জন্য দায়ী এ ট্রান্সফ্যাট।

> মোট ৫৮টি দেশ ট্রান্সফ্যাট গ্রহণের নীতি গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ৩.২ বিলিয়ন মানুষ সুরক্ষা পাবে। তবে নীতিমালার অভাবে এখনো ১০০টির অধিক দেশ ট্রান্সফ্যাট ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

ফোর্বস তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অতিধনীরা

৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত *ফোর্বস* ম্যাগাজিন দেশটির ৪০০ অতি ধনীর তালিকা প্রকাশ করে। এবার নিয়ে ৩৯তম বছরের মতো তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। ২৬ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ধনীদের নিয়ে তালিকাটি তৈরি করা হয়।

বিল গেটস	মার্ক জাকারবার্গ	জেফ বেজোস
১১,১০০	৮,৫০০	১৭,৯০০

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

মানবসম্পদ বা মানব পুঁজি সূচক

বিশ্বব্যাংক ২০১৮ সাল থেকে প্রকাশ করছে বিশ্ব মানবসম্পদ বা মানব পুঁজি সূচক। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিশ্বব্যাংক বিশ্বের ১৭৪টি দেশ নিয়ে The Human Capital Index 2020 Update : Human Capital in the Time of COVID-19 শীর্ষক সূচক প্রকাশ করে। সূচক অনুযায়ী—

- শীর্ষ দেশ : সিঙ্গাপুর। সর্বনিম্ন দেশ : মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৭১. শ্রীলংকা, ১১৬. ভারত, ১০৯. নেপাল, ১২১. ভুটান, ১২৩. বাংলাদেশ, ১৪৪. পাকিস্তান ও ১৪৮. আফগানিস্তান।

বিশ্বের শীর্ষ ১০ প্রভাবশালী মুসলিম

পাকিস্তান এবং বেলজিয়াম থেকে একত্রে পরিচালিত আন্তর্জাতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক Institute of Peace and Development (INSPAD) প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সেরা দশ মুসলিম ব্যক্তিত্বকে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে। এরপর তাদের মধ্য থেকে সেরা নির্বাচন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিশ্বের শীর্ষ দশ প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্বের তালিকা প্রকাশ করে INSPAD। তাদের মধ্য থেকে সেরা নির্বাচিত হন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ানের স্ত্রী আমেনা এরদোয়ান।

শীর্ষ ১০ প্রভাবশালী মুসলিম

নাম	পরিচিতি
১. আমেনা এরদোয়ান	তুরস্কের ফার্স্ট লেডি
২. ড. মাহাথির মোহাম্মদ	মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী
৩. ড. শাইখা নূরা আল খলিফা	বাহরাইনের রানি
৪. ড. মোহাম্মদ বিন আবদুলকরিম আল-ইসা	মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারি জেনারেল
৫. সাইয়েদনা মোফাদ্দল সাইফুদ্দিন	ভারতের আধ্যাত্মিক নেতা
৬. মিসেস ইলহান ওমর	মার্কিন কংগ্রেস সদস্য
৭. লর্ড নাজির আহমেদ	যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসের সদস্য
৮. সেলিম আল মালিক	ISESCO'র মহাপরিচালক
৯. ইব্রাহিম বিন সালাহ আল-নওমি	দোহা আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চেয়ারম্যান
১০. সাহেবজাদা সুলতান আহমেদ আলী	পাকিস্তানের মুসলিম ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান M-Lab জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ পর্যন্ত বিশ্বের ২২১টি দেশ ও অঞ্চলের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতির ওপর এক সমীক্ষা পরিচালনা করে। ঐ সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রতিষ্ঠানটি Worldwide Broadband Speed League 2020 শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গতিতে—

- শীর্ষ দেশ : লিচটেনস্টেইন; গতি ২২৯.৯৮ Mbps।
- সর্বনিম্ন দেশ : দক্ষিণ সুদান; ০.৫৮ Mbps।

সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান

দেশ ও অঞ্চল	গতি (Mbps)	দেশ ও অঞ্চল	গতি (Mbps)
৭২. শ্রীলংকা	২০.৭৩	১৮৪. বাংলাদেশ	৩.২৪
১০১. ভারত	১৩.৪৬	১৯৮. পাকিস্তান	২.১৪
১৫০. নেপাল	৫.২২	২১১. আফগানিস্তান	১.৩৭
১৫৯. ভুটান	৪.৬২	তালিকায় মালদ্বীপ নেই	

বিবিধ

- Joint Organisations of Data Initiative (JODI)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের শীর্ষ তিন দেশ— যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও সৌদি আরব।
- *ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার* ইনডেক্স-এর দেয়া তথ্যানুযায়ী, ৩১ আগস্ট ২০২০ ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গকে ছাড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে আসেন Spece X'র প্রতিষ্ঠাতা এলন মাস্ক। ২৬ আগস্ট ২০২০ বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ২০,০০০ কোটি ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেন জেফ বেজোস।

- *ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার ইনডেক্স* অনুসারে, বিশ্বের শীর্ষ ধনী নারী হলেন সমাজসেবী, লেখক ও আমাজনের প্রধান নির্বাহী জেফ বেজোসের সাবেক স্ত্রী ম্যাকেঞ্জি স্কট। বর্তমানে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৬৮ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে নারী-পুরুষ মিলিয়ে বিশ্বের ১২তম শীর্ষ ধনী তিনি।

টাইম ১০০ প্রভাবশালী

২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী *টাইম* ম্যাগাজিন ২০২০ সালের বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করে। এটি তাদের ১৭তম বার্ষিক প্রকাশনা। তালিকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

TIME 100

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসিও ▸ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ▸ চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ▸ বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা ▸ গুগলের CEO সুন্দর পিচাই ▸ অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত ▸ দিল্লির শাহিনবাগের বিলকিস দাদি ▸ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন ▸ মার্কিন চিকিৎসক অ্যান্থনি ফাওসি ▸ মার্কিন প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস ▸ জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল ▸ ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন ▸ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ▸ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসাস ▸ ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন ▸ মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার ▸ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো ▸ ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস

ক্যাটাগরি-৫ মাত্রার হারিকেনে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫২ কিলোমিটারের বেশি

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

COVID-19 আপডেট

টিকার দিকে তাকিয়ে বিশ্ব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ১৯০টির বেশি করোনা টিকার প্রকল্প চলু রয়েছে। এর মধ্যে ১৪২টি টিকা এখনও প্রি-ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে আছে। অর্থাৎ মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়নি। ক্লিনিক্যাল (মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ) পর্যায়ে আছে ৫৬টি। এর মধ্যে প্রথম ধাপে আছে ২৯টি, দ্বিতীয় ধাপে ১৮টি আর তৃতীয় (চূড়ান্ত) ধাপে আছে ৭টি। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার তৃতীয় ধাপে পৌঁছানো সাতটি ভ্যাকসিনের তিনটি চীনের। মার্কিন অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিলকেন ইনস্টিটিউটের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে করোনাভাইরাসের জন্য ১৯০টি ভ্যাকসিন ও ২৬৩ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবনে কাজ চলছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ-সুইডিশ ওষুধ কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকার জোট ভ্যাকসিন তৈরিতে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। এছাড়া এ তালিকায় থাকা চীনের সিনোভ্যাক, ক্যানসিনো ও সিনোফার্ম; যুক্তরাষ্ট্রের মডার্না, ফাইজার, ইনোভিও ও নোভাভ্যাক্স; রাশিয়ার গামালিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং জার্মানির কিওরভ্যাক-এর সম্ভাব্য কয়েকটি টিকা আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

AstraZeneca Pfizer 康希诺生物 CanSinoBIO sinovac moderna

নোভাভ্যাক্সের ভ্যাকসিন কার্যকর

যুক্তরাষ্ট্রের টিকা প্রস্তুতকারক কোম্পানি নোভাভ্যাক্সের তৈরি করোনাভাইরাসের টিকাটিও নিরাপদ এবং কার্যকর। চিকিৎসা বিজ্ঞানবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী *দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন*-এ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। নিবন্ধে বলা হয়, নোভাভ্যাক্সের টিকাটি নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

রাশিয়ার ভ্যাকসিন নিরাপদ প্রমাণিত

রাশিয়ার তৈরি করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন Sputnik-V নিরাপদ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেডিকেল জার্নাল *ল্যানসেট*-এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এর পাশাপাশি রাশিয়া এ ভ্যাকসিনের উন্নয়ন ঘটিয়ে 'তকনো সংস্করণ' তৈরি করে আবারও বিশ্বকে চমকে দিয়েছে বলে জানানো হয়।

ভ্যাকসিন সংগ্রহ-বিতরণ করবে UNICEF

করোনা ভ্যাকসিন সংগ্রহ ও বিতরণে কাজ করবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভ্যাকসিনের ক্রেতা জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা UNICEF। প্রতিবছরই UNICEF প্রায় ২ বিলিয়ন ভ্যাকসিন কিনে থাকে এবং প্রায় ১০০ দেশে তা সরবরাহ করে থাকে। এবার একই প্রক্রিয়ায় করোনার ভ্যাকসিনও ধনী দেশগুলোর পাশাপাশি গরিব দেশগুলোতে সমতার ভিত্তিতে পৌঁছে দিতে চায় UNICEF। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), টিকার বৈশ্বিক জোট Global Alliance for Vaccination (GAVI), The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Pan American Health Organization (PAHO), বিশ্বব্যাংক, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এবং অন্য সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে UNICEF কাজটি পরিচালনা করবে।

unicef

চীনে নাকে স্প্রে করা টিকা পরীক্ষার অনুমোদন

গায়ে সুচ ফোটানোর বদলে নাকে স্প্রে করতে হবে— এমন একটি টিকা আনতে যাচ্ছে চীন। এর মধ্যে এ টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অনুমোদনও দেয়া হয়। টিকাটির প্রথম ধাপের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা নভেম্বর মাসে শুরু হতে পারে। এ সময় ১০০ স্বেচ্ছাসেবকের ওপর টিকাটি প্রয়োগ করে এর ফলাফল পর্যালোচনা করা হবে। চীনের জাতীয় চিকিৎসাপণ্য প্রশাসন অনুমোদিত নাকের স্প্রের একমাত্র টিকা এটি। স্প্রেটি যৌথভাবে হবেং ও চীনের গবেষকরা তৈরি করেন। টিকাটি শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাসের প্রাকৃতিক সংক্রমণের পথকে উদ্দীপ্ত করে প্রতিরোধক প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করতে উৎসাহিত করে। নাকের স্প্রে টিকাটি গ্রহীতাকে দুই ধরনের সুরক্ষা দিতে সক্ষম। একটি হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যটি করোনাভাইরাস।

বিবিধ

- রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্টেট রিসার্চ সেন্টার অব ভাইরোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি (Vector) উদ্ভাবিত দেশটির দ্বিতীয় করোনা টিকার নাম EpiVacCorona.
- নতুন পথের দিশা দেখাচ্ছে ভারতের তৈরি টিকা Covaxin। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (ICMR) এবং পুনের ভারত বায়োটেক ইন্টারন্যাশনালের যৌথভাবে তৈরি করা করোনার এ টিকা মানুষ ছাড়াও বানরের শরীরে কাজ করছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়কে বলা হয় টাইফুন

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

স্বল্প সময়ে করোনা পরীক্ষার ফল

আড়াই মিনিটে

করোনাভাইরাস শনাক্তে নতুন উপায় বের করেন ভারতের গবেষকরা। দিল্লির ইনস্টিটিউট অব জিনোমিক্স অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ বায়োলজির (IGIB) বিজ্ঞানী শান্তনু সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ঐ গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, নাক থেকে নমুনা নিয়ে আড়াই মিনিটের মধ্যে বিশ্লেষণ করে কোভিড-১৯ সংক্রমণ চিহ্নিত করা সম্ভব এবং এর সাফল্যের হার RT-PCR যন্ত্রের তুলনায় বেশি। নতুন এ প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে মাস স্পেকট্রোস্কোপি।

৩০ মিনিটে

একটি মাত্র চিপের মাধ্যমে করোনার অ্যান্টিবডি পরীক্ষার সম্ভাবনার কথা জানান জাপানের গবেষকরা। তারা বলেন, তাদের তৈরি চিপ ল্যাব মাত্র ৩০ মিনিটে পরীক্ষার ফল দেবে এবং নামমাত্র খরচে। এ পরীক্ষার জন্য কোনো চিকিৎসাবিষয়ক প্রশিক্ষণ বা গবেষকেরও প্রয়োজন হবে না। এ যন্ত্রের মাধ্যমে করোনার অ্যান্টিবডি শনাক্ত করতে রক্তের প্লাজমা পরীক্ষা করা যাবে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এ যন্ত্র বার বার ব্যবহারযোগ্য। একই যন্ত্র দিয়ে একাধিক ব্যক্তির প্লাজমাও পরীক্ষা করা যাবে। এ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যাবে, করোনার প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হওয়া ব্যক্তির শরীরে কী পরিমাণ অ্যান্টিবডি রয়েছে। এ চিপের উৎপাদন খরচ হতে পারে মাত্র এক সেন্ট।

৯০ মিনিটে

বিশেষ কোনো ল্যাবরেটরি ছাড়াই ৯০ মিনিটের মধ্যে নির্ভুলভাবে করোনাভাইরাস শনাক্ত করতে সক্ষম একটি র‍্যাপিড টেস্ট পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা জানান যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা। নতুন এ 'ল্যাব-অন-এ-চিপ' যন্ত্রটি তৈরি করে NudgeDNA নামের একটি সংস্থা। এ র‍্যাপিড টেস্টের ফলের সাথে ল্যাবরেটরিতে করা পরীক্ষার ফলের ব্যাপক মিল পাওয়া গেছে বলে জানান গবেষকরা। এ যন্ত্রে নাক বা গলা থেকে শ্লেষ্মা সংগ্রহে সক্ষম যে কোনো ব্যক্তিই করোনাভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষাটি করতে পারবেন।

বিশ্বের অর্ধেক টিকা ১৩% মানুষের হাতে

বিশ্বের মাত্র ১৩% মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা কয়েকটি ধনী দেশ অর্ধেকের বেশি প্রতিশ্রুত টিকা কিনে রেখেছে। বাকি টিকা উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর জন্য। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ অক্সফামের তথ্য মতে, বাজারে আসার দৌড়ে এগিয়ে থাকা পাঁচটি টিকা কোম্পানি— ফাইজার, সিনোভ্যাক, মডার্না, অ্যাস্ট্রাজেনেকা এবং স্পুটনিকের উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে ৫৯০ কোটি ডোজ। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫৫০ কোটি ডোজের উৎপাদন চুক্তি হয়েছে, যার মধ্যে ২৭০ কোটি ডোজ বা মোট টিকার ৫০ শতাংশই কিনে রেখেছে কয়েকটি উন্নত দেশ। এ দেশগুলোর মধ্যে আছে— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, হংকং, জাপান, ম্যাকাও, সুইজারল্যান্ড ও ইসরাইল। বাকি ২৮০ কোটি টিকা কিনে বা বুকিং দিয়ে রেখেছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। এর মধ্যে আছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া এবং মেক্সিকো।

বাংলাদেশে অ্যান্টিজেন টেস্টের অনুমোদন

স্বল্প সময়ে করোনাভাইরাস সংক্রমণ (কোভিড-১৯) শনাক্ত করতে দেশের সব সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, সরকারি পিসিআর ল্যাব এবং সব স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে অ্যান্টিজেন টেস্ট চালুর অনুমোদন দেয় সরকার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ আদেশ জারি করে। তবে আদেশে তারিখ দেয়া হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।

টিকা সমবণ্টনে ১৫৬ দেশের ঐতিহাসিক চুক্তি

প্রাণঘাতী নতুন করোনাভাইরাসের কোনো টিকা পাওয়া গেলে তা বিশ্বব্যাপী দ্রুত এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ 'ঐতিহাসিক' একটি চুক্তিতে সম্মত হয় ১৫৬টি দেশ। নতুন এ চুক্তি অনুযায়ী, টিকা পাওয়া মাত্রই দুর্বল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনের সারিতে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী ও সামাজিক বিভিন্ন সেবার সাথে জড়িতদের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৩ শতাংশের মধ্যে বিতরণ করা হবে। করোনাভাইরাসের টিকা উদ্ভাবনে গবেষণা, টিকা ক্রয় এবং তা সমভাবে বিতরণে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে গঠিত COVAX কোভিড-১৯ টিকা বরাদ্দের এ পরিকল্পনা নেয়। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সাল শেষ হওয়ার আগেই বিশ্বজুড়ে নিরাপদ ও কার্যকর ২০০ কোটি ডোজ টিকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

COVAX

সমতার ভিত্তিতে করোনা ভ্যাকসিন সবার দ্বারে পৌঁছে দেয়ার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) গৃহীত বৈশ্বিক উদ্যোগই হলো COVAX পরিকল্পনা। এ পর্যন্ত এ পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছে বিশ্বের ১৭২টি দেশ। COVAX-ই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও কোভিড-১৯ টিকার সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওর প্রতিনিধিত্ব করছে; যেখানে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে তাদেরকেই, যারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে 'ভ্যাকসিন ন্যাশনালিজমের' ক্রমবর্ধমান হুমকির মোকাবিলার লক্ষ্যে এবং কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কেবল ভ্যাকসিনই নয়, সব ধরনের চিকিৎসা সরঞ্জামে সবার প্রবেশগম্যতা ও বরাদ্দ নিশ্চিতে WHO, টিকার বৈশ্বিক জোট GAVI এবং CEPI-এর নেতৃত্বে COVAX গড়ে উঠেছে। উচ্চ আয়ের ৬৪টি দেশ এরই মধ্যে COVAX-এ যুক্ত হয়েছে; ৩৫টি দেশ ও ইউরোপিয়ান কমিশনের পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। সামনে আরও ৩৮টি দেশ এ দলে যুক্ত হবে।

গ্রীষ্মের শেষে উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় যে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় তাকে বলে *Willy Willy*

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

নেপালের পাঠ্যবইয়ে নতুন মানচিত্র

ভারতের আপত্তির মুখে ১৮ জুন ২০২০ সংবিধান সংশোধন করে উত্তরাখণ্ডের কালাপানি, লিপুলেখ গিরিপথ এবং লিম্পিয়াধুরাকে নিজেদের মানচিত্রে সংযোজন করে নেপাল। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ সেই নতুন মানচিত্র সংবলিত পাঠ্যবই প্রকাশ করে নেপালের শিক্ষা অধিদপ্তর। নতুন বইয়ে নেপালের মোট ভূখণ্ড উল্লেখ করা হয় ১,৪৭,৬৪১.২৮ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে শুধু কালাপানি এলাকা ধরা হয়েছে ৪৬০ বর্গকিলোমিটার।

আফগান-তালেবান শান্তি আলোচনা

১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ কাতারের রাজধানী দোহায় মার্কিন মধ্যস্থতায় আফগানিস্তান সরকার ও তালেবান প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনা শুরু হয়। আফগানিস্তানের হাই কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশনের চেয়ারপারসন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ, তালেবানের ডেপুটি লিডার মোল্লা আবদুল গনি বারাদার ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বৈঠকে তিন পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন।

পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননার বিচার

৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ পাকিস্তানের লাহোরের স্থানীয় আদালত ধর্ম অবমাননার দায়ে এক খ্রিষ্টান যুবকের মৃত্যুদণ্ড দেন। আসিফ পারভেজ নামের ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কর্মস্থলে এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ধর্মীয় অবমাননাকর বার্তা পাঠানোর অভিযোগ ছিল।

পাকিস্তানের কঠোর ধর্ম অবমাননা আইনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে অপমান করলে আবশ্যক মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। এছাড়া ইসলাম ধর্ম, পবিত্র কুরআন শরীফ বা সম্মানিত কোনো ব্যক্তিকে অপমান করলেও সেখানে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশনের (USCIRF) তথ্যমতে, পাকিস্তানে এ পর্যন্ত অন্তত ৮০ জন ধর্ম অবমাননার দায়ে বন্দি রয়েছেন। এদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক আসামিকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

ওমানে নতুন শ্রম আইন

শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ ও কাজের ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি নতুন আইন জারি করে ওমানের শ্রম মন্ত্রণালয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, দেশটিতে সদ্য নির্বাচিত কর্মচারিদের চুক্তিটি অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। সেই সাথে পরবর্তীতে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে হবে। এতে আরো বলা হয়, কর্মচারীদের পারিশ্রমিক ও বোনাসসহ চুক্তির সকল শর্তাদি মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিয়োগকর্তা ও কর্মচারির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। তবে ওমানি শ্রম আইনে যে ন্যূনতম মজুরির বিধান রাখা হয়েছে, তা প্রদান এবং গ্রহণে দুই পক্ষের মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

কাতারে শ্রম আইনের পরিবর্তন

ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার পর ৩০ আগস্ট ২০২০ শ্রম আইনে ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনার ঘোষণা দেয় কাতারের প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MADLSA)। বহুল আকাঙ্ক্ষিত শ্রমিক বান্ধব এ পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো—

- কাফালা ব্যবস্থা বাতিল। অর্থাৎ কর্মস্থল পরিবর্তনের জন্য কর্মীদের নিয়োগদাতার কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র (NOC) নেয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে কর্মস্থল পরিবর্তনের নির্দিষ্ট সময়ের আগে নিয়োগদাতাকে জানাতে হবে।
- কর্মীদের সর্বনিম্ন মজুরি হবে ১,০০০ রিয়াল, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২৩,০০০ টাকা। যেসব মালিক কর্মচারীদের থাকা ও খাওয়ার সুবিধা দিবে না, তাদের মজুরির সাথে থাকার জন্য বাড়তি ১১,৫০০ টাকা ও খাবারের জন্য ৭,০০০ টাকা দিতে হবে।

শার্লি এবদো মামলার বিচার শুরু

মহানবী (স)কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের জেরে ৭ জানুয়ারি ২০১৫ ফ্রান্সের রম্য সাময়িকী *শার্লি এবদো*'র কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ১২ জনকে হত্যা করা হয়। এ হামলায় হামলাকারী দুই ভাই সাঈদ ও শেরিফ কুয়াচিকে সহযোগিতার অভিযোগে ১৪ জনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে এ বিচারকাজ শুরু হয়। বিচার শুরুর আগের দিন আবারো সেই বিতর্কিত কার্টুন প্রকাশ করে সাময়িকীটি। এতে আবারো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মুসলমানদের মধ্যে।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

সৌদি আরব

নারীদের জন্য ডিজিটাল কলেজ চালু

নারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমবারের মতো দুটি ডিজিটাল কলেজ চালু করে সৌদি সরকার। নারীদের আধুনিক প্রযুক্তিবিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত করতে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ দেশটির শিক্ষামন্ত্রী ড. হামাদ বিন মুহাম্মদ আল আল-শেখ রাজধানী রিয়াদ ও জেদ্দায় ডিজিটাল কলেজ দুটির উদ্বোধন করেন। সৌদি আরবে এ প্রথম কেবল নারীদের প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য ডিজিটাল কলেজ স্থাপন করা হলো। এখানে প্রযুক্তিবিষয়ক নানা বিষয়ে অনার্স ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। নেটওয়ার্ক সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, মিডিয়া টেকনোলজি, সফটওয়্যার, স্মার্ট সিটি, রোবটিকস টেকনোলজি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিংসহ নানা বিষয় থাকবে কলেজ দুটিতে।

১,২০,০০০ বছর আগের পায়ের ছাপ

সৌদি আরবের তাবুক প্রদেশের নেফুদ মরুভূমিতে একটি প্রাচীন শুকনো হ্রদে ১,২০,০০০ বছর আগের পায়ের ছাপ পাওয়ার দাবি করেন গবেষকরা। অগভীর হ্রদটির নাম আলাথার। মানুষ ও প্রাণী উভয়ের ছাপ রয়েছে সেখানে। এ বিষয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ *সায়েন্স অ্যাডভান্সেস*

সাময়িকীতে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, ঐ পায়ের ছাপের মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের পূর্বপুরুষদের ছড়িয়ে পড়ার পথের বিষয়ে চমকপ্রদ নতুন তথ্য মিলবে। মানুষের পায়ের ছাপের সাথে ২৩৩ জীবাশ্মও উদ্ধার করেন গবেষকরা। এ থেকে বোঝা যায়, এখানকার তৃণভোজীরা মাংসাশী প্রাণীর শিকার হয়েছিল।

খাসোগি হত্যা মামলায় চূড়ান্ত রায়

সৌদি সরকার ও যুবরাজের কট্টর সমালোচক ছিলেন মার্কিন সাময়িকী *ওয়াশিংটন পোস্টের* কলাম লেখক সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগি। ২ অক্টোবর ২০১৮ তুরস্কের ইস্তানবুলে সৌদি কনস্যুলেটের ভিতরে তাকে হত্যা করা হয়। সৌদি আরব থেকে আসা ১৫ সদস্যের একটি স্কোয়াড এ হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়। এ হত্যাকাণ্ডের মামলায় সন্দেহভাজন ১১ জনের বিচার শেষ হয় ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯, যাতে ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং তিনজনকে মোট ২৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঐ মামলার রায় নতুনভাবে প্রদান করে সৌদি আদালত। নতুন রায়কে চূড়ান্ত রায় বলে উল্লেখ করে সৌদি প্রসিকিউশন। এতে বলা হয় খাসোগির পরিবার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ক্ষমা করে দিয়েছে, তাই তাদের সাজা কমিয়ে দেয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্ত হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচজনকে দেয়া হয় ২০ বছর করে কারাদণ্ড। আর একজনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও দুইজনকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়।

ভারত পরিক্রমা

মুঘল জাদুঘরের নাম পরিবর্তন

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ভারতের উত্তর প্রদেশের তাজমহলের শহর হিসেবে পরিচিত আগ্রায় নির্মাণাধীন মুঘল জাদুঘরের নাম পরিবর্তনের ঘোষণা দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মারাঠার ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের নামানুসারে নির্মাণাধীন এ জাদুঘরের নামকরণের ঘোষণা দেন তিনি।

হাইপারসনিক যুগে প্রবেশ

৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ভারত ওড়িষ্যার উপকূল থেকে Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HTDV)-এর সফল উৎক্ষেপণ করে। শব্দের চেয়ে প্রায় ৬ গুণ গতিসম্পন্ন চালকহীন এ আকাশযান মাত্র ২০ সেকেন্ডের মধ্যে ৩২.৫ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠে যেতে পারে। এর সাহায্যে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া সম্ভব। HTDV'র সফল পরীক্ষার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের পর বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে হাইপারসনিক যুগে প্রবেশ করে ভারত।

মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন পাঞ্জাবের অকালি দলের নেত্রী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী হরসিমরথ কৌর বাদল। মন্ত্রিসভায় অকালি দলের একমাত্র সদস্য ছিলেন তিনি। বিতর্কিত কৃষি বিলের প্রতিবাদে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ মন্ত্রিত্ব ছাড়ার কথা জানান তিনি।

নতুন পার্লামেন্ট ভবন

ভারতে নতুন পার্লামেন্ট ভবন তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ভবনটি তৈরি হলে প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো বর্তমান ভবনটি বাতিল করে দেয়া হবে। রাজধানী নয়াদিল্লির কেন্দ্রে ১১ কোটি ৭০ লাখ ডলার ব্যয়ে নতুন পার্লামেন্ট ভবন নির্মাণের কাজ ২০২২ সালে শেষ হবে। ঐ বছরই ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হবে। ভবন নির্মাণের কাজ পেয়েছে ভারতের অন্যতম বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টাটা। নতুন ভবনে ১,৪০০ এমপির জন্য আসন থাকবে। নতুন ভবনটি হবে তিনতলা এবং ত্রিভুজাকৃতি।

ভারতের বর্তমান পার্লামেন্ট ভবনটি তৈরি হয়েছিল ১৯২০-এর দশকে। ব্রিটিশ স্থপতি হারবার্ট বেকার ভারতের বর্তমান গোলাকৃতি পার্লামেন্ট ভবনটির নকশা তৈরি করেছিলেন। এ ভবনে বিশাল গম্বুজাকৃতির হল রয়েছে এবং নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল ১৯২৭ সালে।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে রদবদল

শিনজো অ্যাবের পদত্যাগ

জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শিনজো অ্যাবে। ২০০৬ সালে তিনি প্রথমবারের মতো জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু এক বছর পর স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর ২০১২ সালে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শিনজো অ্যাবে। ২০১৭ সালে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন, যার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল সেপ্টেম্বর ২০২১। কিন্তু ২৮ আগস্ট ২০২০ স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন শিনজো অ্যাবে। ৬৫ বছর বয়সি শিনজো অ্যাবে শৈশব থেকেই 'আলসারেটিভ কোলাইটিস' রোগে ভুগছেন। তবে সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হয়।

- জাপানের সবচেয়ে কম বয়সি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জন্ম নেয়াদের মধ্যে প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শিনজো অ্যাবে।
- ১৯ নভেম্বর ২০১৯ জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় এবং ২৪ আগস্ট ২০২০ জাপানের ইতিহাসে একটানা সবচেয়ে দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার নতুন রেকর্ড গড়েন শিনজো অ্যাবে।
- শিনজো অ্যাবে জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩,১৮৬ দিন। অন্যদিকে একটানা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২,৮২২ দিন।
- অ্যাবের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল জাপানে দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখা। ২০১২ সালে তিনি নির্বাচিত হওয়ার আগে জাপান তিন দশকে ১৯ জনকে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখেছিল।

Abenomics

২৬ ডিসেম্বর ২০১২ দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শিনজো অ্যাবে জাপানের অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন। আর অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের এ লক্ষ্যে তিনি যে আর্থিক নীতি গ্রহণ করেন, তা বিশ্বব্যাপী Abenomics বা 'অ্যাবে অর্থনীতি' নামে পরিচিত। এ তত্ত্বের তিনটি মূল লক্ষ্যমাত্রা— মুদ্রানীতি শিথিলকরণ, ব্যাপক সরকারি ব্যয় এবং অবকাঠামোগত সংস্কার।

নতুন প্রধানমন্ত্রী ইউশিহিদে সুগা

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইউশিহিদে সুগা। তিনি বর্তমান রেইওয়া যুগের দ্বিতীয় এবং জাপানের ইতিহাসে ৯৯তম প্রধানমন্ত্রী। সুগা নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শিনজো অ্যাবের প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদকাল পূর্ণ করবেন, যা শেষ হবে সেপ্টেম্বর ২০২১।

৬ ডিসেম্বর ১৯৪৮ জাপানের উত্তরের আকিতা জেলার এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইউশিহিদে সুগা। তার বাবা ছিলেন স্ট্রবেরি চাষি ও মা স্কুল শিক্ষিকা। ১৮ বছর বয়সে তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন টোকিওতে। কার্ডবোর্ড কারখানায় কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনার খরচ চালান তিনি। ১৯৭৩ সালে টোকিও'র হোসেই নামক এক নৈশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক সুগা সাংবাদিকদের কাছে 'লৌহ দেয়াল' হিসেবে পরিচিত।

রোহিঙ্গা ইস্যু ও মিয়ানমার

- রোহিঙ্গা গণহত্যায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততার স্বীকারোক্তি দেয় চার সেনা সদস্য। তারা বলেন— মিও উইন তুন, জো নাইং তুন, চাও মিও অং এবং পার তাও নি। মিয়ানমারের চার সেনা সদস্যের স্বীকারোক্তি থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, রোহিঙ্গাদের নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েই অভিযানে নেমেছিল দেশটির সেনাবাহিনী। বিচার প্রক্রিয়ায় এ ধরনের স্বীকারোক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা *হিউম্যান রাইটস ওয়াচ* জানায়, ২০১৭ সালের আগস্টে অভিযানের সময় মিয়ানমারের সেনারা অন্তত ৪০০ গ্রাম ধ্বংস করে। এর মধ্যে অন্তত এক ডজন গ্রামের নাম এখন মানচিত্র থেকেও মুছে ফেলা হচ্ছে।

- আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে গাম্বিয়ার দায়ের করা রোহিঙ্গা গনহত্যা সংক্রান্ত মামলায় যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে কানাডা ও নেদারল্যান্ডস। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া ফিলিপে চ্যাম্পেইন ও নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টেফ ব্লক এক যৌথ বিবৃতিতে এ কথা জানান।
- রোহিঙ্গাদের হত্যা ও নির্যাতনের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (ICC) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হবে, সেটি যেন নেদারল্যান্ডসের দা হেগের পরিবর্তে অন্য কোনো দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে আদালত বসিয়ে করা হয়; সে রকম একটি আবেদন পেশ করে রোহিঙ্গাদের পক্ষে কাজ করা আইনজীবীরা।
- মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন মেনে নেয়ায় দেশটির 'ডি-ফ্যাক্টো' নেত্রী স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চিকে 'সাথারভ গ্রাইজ কমিউনিটি'র তালিকা থেকে বাদ দেয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। ১৯৯০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার এক বছর আগে মিয়ানমারের 'গণতন্ত্রপন্থী' নেত্রীকে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এ পুরস্কার দেয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মানবাধিকারবিষয়ক সর্বোচ্চ এ পুরস্কারের তালিকা থেকে বাদ পড়ায় এখন থেকে পুরস্কার জয়ীদের কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন না সু চি।

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

আফ্রিকার প্রথম সৌর গ্রাম

মরক্কোর আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী ছোট্ট একটি গ্রাম ইদ এমজাদি। এটিই আফ্রিকার প্রথম সৌরবিদ্যুতের গ্রাম। প্রত্যন্ত এ গ্রামের সবাই সৌরবিদ্যুৎ

ব্যবহার করেন। টিভি, ফ্রিজ থেকে শুরু করে সব ধরনের গৃহস্থালির কাজ চলছে এ বিদ্যুতে। নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গ্রামটি এখন বিশ্বের মডেল হওয়ার পথে। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সবুজ জ্বালানি ব্যবহারের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে মরক্কো। দেশটি বিদ্যুতের অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৩৫% মেটায় নবায়যোগ্য উৎস থেকে। এরই মধ্যে দেশটি বিশ্বের বৃহত্তর সৌরবিদ্যুৎ ফার্ম স্থাপন করেছে, নাম নূর উয়ারজাজাতে কমপ্লেক্স।

সুদানে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি

দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে চলা সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্রপতি সালভা কির মায়ারডিটের তত্ত্বাবধানে ৩১ আগস্ট ২০২০ রাজধানী জুবায় সুদান সরকার ও প্রধান বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের জোট সুদান বিপ্লবী ফ্রন্ট (SRF) প্রাথমিক শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়। নিরাপত্তা, জমির মালিকানা, ন্যায়বিচার, ক্ষমতা ভাগাভাগি ও যুদ্ধে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষদের ফেরার ইস্যু নিয়ে চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হবে ২ অক্টোবর ২০২০। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী বিদ্রোহী বাহিনীগুলোকে বিলুপ্ত করে তাদের যোদ্ধাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হবে।

জার্মান বুন্দেসটাগের আসন হ্রাস

২৫ আগস্ট ২০২০ জার্মান সংসদের নিম্নকক্ষ বুন্দেসটাগের আসন সংখ্যা হ্রাসসহ নির্বাচনে বেশ কিছু সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—

- সরাসরি নির্বাচিত সাংসদের সংখ্যা ২৯৯ জন থেকে কমে ২৮০ জন হবে।
- ১৬ বছর হলেই ভোট দিতে পারবেন জার্মান নাগরিকরা, যা বর্তমানে ১৮ বছর।
- চার বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছরের জন্য সরকার গঠন করা হবে।
- বুন্দেসটাগে নারী এবং পুরুষের প্রতিনিধিত্ব সমান হবে।
- জার্মান আইনসভার উভয় কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যা ৭০৯ জন, যা বিশ্বের সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আইনসভা হলো সমাজতান্ত্রিক দেশ চীনের। সেখানে আইনসভার সদস্যসংখ্যা ২,৯৮০ জন।

ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা চুক্তি

৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ভারত ও জাপান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াতে চুক্তিবদ্ধ হয়। পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সরবরাহ ও পরিষেবার বহর বাড়াতে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় Acquisition and Cross-Servicing চুক্তি, যা আগামী ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। জাপান ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ওমান ও সিঙ্গাপুরের সাথে ভারতের এ চুক্তি রয়েছে।

সার্বিয়া-কসোভো অর্থনৈতিক চুক্তি

৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে সার্বিয়া এবং কসোভোর নেতাদের সাথে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঐ বৈঠকে একটি অর্থনৈতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার ভুসিক ও কসোভোর প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ হোতি। একই সাথে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ কসোভো। অপরদিকে তেলআবিব থেকে জেরুজালেম শহরে নিজেদের দূতাবাস সরিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় সার্বিয়া। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদের দূতাবাস খুলেছে এখন পর্যন্ত দুটি দেশ— যুক্তরাষ্ট্র ও গুয়েতেমালা।

যুক্তরাজ্য-জাপান বাণিজ্য চুক্তি

১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ BREXIT- পরবর্তী প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করে যুক্তরাজ্য। জাপানের সাথে সম্পন্ন হওয়া ১,৫২০ কোটি পাউন্ড মূল্যের এ চুক্তিটি কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি ২০২১। মোটা দাগে বর্তমান ইউরোপীয় ইউনিয়ন-জাপান চুক্তির মতোই এ চুক্তির আওতায় দুই দেশের প্রায় ৯৯% রপ্তানি শুল্কমুক্তভাবে সম্পন্ন হবে।

মুসলিম নারীর ব্রিটিশ সম্মাননা লাভ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখায় প্রথমবারের মতো ঐতিহ্য ফলক সম্মাননা পেলেন একজন মুসলিম নারী। ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নূর এনায়েত খানকে এ সম্মাননা দেয় 'ইংলিশ হ্যারিটেজ' নামের এক সেবা সংস্থা। নূর এনায়েত খান ১৯১৪ সালে রাশিয়ার মস্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন ভারতীয় এবং মা ছিলেন আমেরিকান। প্যারিসে পড়াশোনা করেন তিনি। ভারত উপমহাদেশের বীর শাসক টিপু সুলতানের বংশধর ছিলেন তিনি। দেশ ও জাতির জন্য

'মহান বীরত্বপূর্ণ কাজ'-এর স্বীকৃতিস্বরূপ নুর খান ব্রিটেনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা 'জর্জ ক্রস' লাভ করেন। ২০১ সালে লন্ডনে নুর খানের একটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর ২টি— দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP)

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

কুয়েত সংবাদ

- **প্রথম নারী বিচারক :** কুয়েতের সুপ্রিমকোর্টে সম্প্রতি নিয়োগ লাভ করেন ৫৪ জন বিচারপতি। নতুন নিয়োগ পাওয়া বিচারপতির মধ্যে প্রথমবারের মতো নিয়োগ পান আট নারী বিচারক। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারা বিচারক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- **আমিরের মার্কিন সম্মাননা লাভ :** মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত মিত্রদেশ কুয়েতের আমিরকে বিরল এক সামরিক সম্মাননায় ভূষিত করে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ হোয়াইট হাউসে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য লিজন অব মেরিট, ডিগ্রি অব চিফ কমান্ডার' সম্মাননাকে খুবই মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ১৯৯১ সালে সর্বশেষে এ সম্মাননা দেয়া হয়েছিল। সেই থেকে প্রায় তিন দশক পর কুয়েতের আমিরকে প্রথম এ সম্মাননা দেয়া হয়।

TAP চুক্তি স্বাক্ষরিত

আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তুর্কমেনিস্তান থেকে পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি সঞ্চালন লাইন স্থাপনের ব্যাপারে তিনটি দেশ চুক্তি স্বাক্ষর করে। তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান বা TAP পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন নামে পরিচিত এ প্রকল্প নিয়ে বহুদিন ধরেই আলোচনা চলছিলো। প্রকল্পের প্রথম অংশে লাইনটি তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তানের হেরাত ও ফারাহ প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এরপর দ্বিতীয় লাইনটি পাকিস্তান পর্যন্ত টানা হবে।

থাই রাজার সঙ্গীর সম্মান ও পদবি পুনরুদ্ধার

থাইল্যান্ডে রাজার সঙ্গীকে 'রয়্যাল কনসোর্ট' হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। তবে এ মর্যাদা পেলেও তিনি রাজার স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পান না। দেশটির গত প্রায় এক শতাব্দীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জুলাই ২০১৯ এ মর্যাদা পেয়েছিলেন সিনিনাত ওয়াংভাজিরাপাকদি। কিন্তু এ মর্যাদা পাওয়ার পর তিনি রানির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অপচেষ্টা করেন। এ কারণে অক্টোবর ২০১৯ তার পদবি কেড়ে নেয়া হয়। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ রাজ সিংহাসনের এক গেজেটে সিনিনাত ওয়াংভাজিরাপাকদিকে ঐ রাজকীয় সম্মান ও পদবি পুনরায় ফিরিয়ে দেন থাই রাজা ভাজিরালংকরান।

তাইওয়ানের নতুন পাসপোর্ট

২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাইওয়ান সরকার তাদের পাসপোর্টের নতুন নকশা প্রকাশ করে। প্রকাশিত নতুন

পাসপোর্টের প্রচ্ছদে একনজরে 'রিপাবলিক অব চায়না' (দেশটির আনুষ্ঠানিক নাম) শব্দগুলো নজরেই পড়বে না। অন্যদিকে বোল্ড ফন্টে লেখা হয় 'তাইওয়ান' শব্দটি। নতুন প্রচ্ছদে চীনা ভাষায় 'রিপাবলিক অব চায়না' শব্দগুলো আগের নকশার মতোই পাসপোর্টের ওপরেই রাখা হয়। তবে তার নিচেই থাকা 'রিপাবলিক অব চায়না' নামটির ইংরেজি ভার্সন সরিয়ে একটি ছোট বৃত্তের মধ্যে লেখা হয়েছে।

আফগানিস্তানের জাতীয় পরিচয়পত্রে বাবার পাশে মায়ের নাম

আফগানিস্তানে সন্তানের জাতীয় পরিচয়পত্রে বাবার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো যুক্ত হতে যাচ্ছে মায়ের নাম। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সংক্রান্ত আইনের সংশোধনীতে স্বাক্ষর করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি।

হোটেল রুয়াডার নায়ক গ্রেপ্তার।

২৬ বছর আগে অসীম সাহসিকতায় ১২০০'র বেশি মানুষকে গণহত্যার হাত থেকে বাঁচানো পল রুসেসাবাগিনাকে সন্ত্রাসবাদ, অগ্নিসংযোগ ও খুনসহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার করে রুয়াডা কর্তৃপক্ষ। ৩১ আগস্ট ২০২০ দেশটির তদন্ত ব্যুরো এক বিবৃতিতে বেলজিয়ামের নাগরিক ও যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনকার্ডধারী রুসেসাবাগিনাকে সহিংস, সশস্ত্র, সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠাতা, নেতা, পৃষ্ঠপোষক ও সদস্য হিসেবে অভিহিত করে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে।

১৯৯৪ সালে রুয়াডা গণহত্যার সময় হুতি জনগোষ্ঠীর সদস্য রুসেসাবাগিনা রাজধানী কিগালির একটি হোটেলের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি সেসময় সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসা হাজারেরও বেশি মানুষকে আশ্রয় দিয়ে তাদের জীবন বাঁচাতে ভূমিকা রাখেন। পরে এ ঘটনার অনুপ্রেরণায় নির্মিত হয় চলচ্চিত্র 'হোটেল রুয়াডা'।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ক্রাইস্টচার্চ হামলার ঐতিহাসিক রায়

১৫ মার্চ ২০১৯ জুমার নামাজের আগ মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ এলাকার দুটি মসজিদে বন্দুক হামলা চালায় ২৯ বছর বয়সি অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ব্রেন্টন হ্যারিসন টারেন্ট। এতে পাঁচ বাংলাদেশিসহ ৫১ জন নিহত হয়। ঐ ঘটনায় অভিযুক্ত করে ২৭ আগস্ট ২০২০ তাকে প্যারোলবিহীন আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করে নিউজিল্যান্ডের একটি আদালত। দেশটির ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে প্যারোল ছাড়া আমৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। আমৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই দেশটির আইনে সর্বোচ্চ সাজা। দেশটির বিচারব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর আগে নিউজিল্যান্ডে উইলিয়াম বেল নামে তিন খুনের এক আসামিকে প্যারোল ছাড়া ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। সেটাই ছিল এতদিন সে দেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম মেয়াদের কারাদণ্ড।

প্রজাতন্ত্রের পথে বার্বাডোজ

ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র বার্বাডোজ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে সরিয়ে প্রজাতান্ত্রিক দেশ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি দেশটির সরকার এ বিষয়ে ঘোষণা দেয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ পার্লামেন্টের নতুন অধিবেশনের আগে প্রধানমন্ত্রীর এ লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান গভর্নর জেনারেল সান্দ্রা ম্যাসন।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল দেশ বার্বাডোজ ৩০ নভেম্বর ১৯৬৬ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রথম সারকে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে বার্বাডোজেই যে প্রথম রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে যাচ্ছে, তা নয়। স্বাধীনতার চার বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ গায়ানা এ মর্যাদা আদায় করে এবং ১ আগস্ট ১৯৭৬ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো একই পথ অনুসরণ করে।

ইরানে অতিরিক্ত ইউরেনিয়াম মজুদ

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) শীর্ষক একটি চুক্তি অনুসারে, ইরান প্রায় ২০৩ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম মজুত করতে পারবে। কিন্তু জাতিসংঘের আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ জানায়, দেশটি এ সীমার চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি ইউরেনিয়াম মজুত করেছে। ইরানের দুটি পারমাণবিক স্থাপনা পরিদর্শনের অনুমতি দেয়ার পর IAEA এ তথ্য জানায়। সদস্য দেশগুলোকে IAEA'র পাঠানো গোপন নথিতে দেখা যায়, ২০ মে ২০২০ পর্যন্ত ইরানের ইউরেনিয়াম মজুত ছিল ১,৫৭১ কিলোগ্রাম। আর ২৫ আগস্ট ২০২০ এ ইউরেনিয়ামের পরিমাণ গিয়ে ঠেকে ২,১০৫ কিলোগ্রামে।

কাজাখস্তানে পরিবেশবান্ধব সৌর মসজিদ

মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশ কাজাখস্তানে প্রথমবারের মতো নির্মাণ করা হয় পরিবেশবান্ধব সৌর মসজিদ। বিশ্বের বৃহত্তম স্থলবেষ্টিত দেশটির রাজধানী নুর-সুলতানে সেপ্টেম্বর ২০২০ দৃষ্টিনন্দন স্থাপনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। আকর্ষণীয় এ মসজিদের নাম রাখা হয় 'গুল খোদা' বা 'আল্লাহর ফুল'।

রুশ বার্তা

সর্ববৃহৎ পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফুটেজ প্রকাশ

৩০ অক্টোবর ১৯৬১ নোভেয়া জেমলিয়া দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরমাণু বোমার (হাইড্রোজেন বোমা) বিস্ফোরণ ঘটায় রুশিয়া। বোমাটিতে ৫ কোটি টন প্রচলিত বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরণের দৃশ্য ধারণের জন্য ভূমিতে স্থাপিত বেশ কিছু ক্যামেরার স্থাপনাশি দুটি সোভিয়েত বিমান থেকেও আলাদা আলাদা অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলা হয়। ৬০ বছর পর সম্প্রতি 'জার বোমা' নামের ঐ বোমাটির পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফুটেজ প্রকাশ করে রাশিয়া। তিন স্তরবিশিষ্ট হাইড্রোজেন বোমাটির বিস্ফোরণে নির্গত হয় ৫৬ মেগা টন টিএনটি। বিস্ফোরণের পর কৃত্রিম মেঘমালায় ছেয়ে যায় কাছের আকাশ। ১৬০ কিলোমিটার দূর থেকে দৃশ্যমান হয় সে মেঘ। মেঘস্তম্ভের উচ্চতা হয় ৫৬ কিলোমিটার। বোমার নকশা তৈরি করা হয় ১০০ মেগা টন বোমার উপযোগী করে। কিন্তু বিস্ফোরণ উপযোগী পরিবেশ না থাকায় এবং কারিগরি ত্রুটির কারণে এর শক্তি ৫৬ মেগা টনে নামিয়ে আনা হয়। আগস্ট ২০২০ প্রথমবারের মতো রাশিয়ার সরকারি পরমাণু সংস্থা *রোসাটম* অনলাইনে এ সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ করে। রাশিয়ার পরমাণু শিল্পের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ পদক্ষেপ নেয় দেশটি।

নাভালনির দেহে নভিচক

রাশিয়ার বিরোধী নেতা আলেক্সেই নাভালনি ২০ আগস্ট ২০২০ সাইবেরিয়ার তমস্ক থেকে রাজধানী মস্কোয় ফেরার পথে বিমানে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ তাকে সাইবেরিয়ার হাসপাতালে নেয়া হলেও পরে স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনরা তাকে জার্মানির বার্লিনের শারিতে হাসপাতালে সরিয়ে নেন। রুশ চিকিৎসকদের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে তারা নাভালনিকে বার্লিনে নিয়ে যান। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ জার্মানি দাবি করে, নাভালনির দেহে বিষাক্ত নার্ভ এজেন্ট নভিচক প্রয়োগ করা হয় এবং এর 'নির্ভুল প্রমাণ' জার্মানির কাছে আছে। দুর্দীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ৪৪ বছর বয়সি আলেক্সেই নাভালনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কট্টর সমালোচক।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ওবামার নতুন বই

১৭ নভেম্বর ২০২০ প্রকাশিত হবে ৪৪তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নানা স্মৃতি নিয়ে লেখা বইয়ের প্রথম খণ্ড। A Promised Land নামের ৭৬৮ পৃষ্ঠার ঐ স্মৃতিকথা প্রকাশিত হবে ২৫টি ভাষায়। ওবামা তার নতুন বইয়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক সংস্কারের জন্য ঐতিহাসিক অ্যাফেডেবল কেয়ার অ্যাক্ট বা ওবামাকেয়ার প্রণয়ন এবং ২০১১ সালে পাকিস্তানে অভিযান চালিয়ে আল-কায়েদার নেতা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেছেন।

বারাক ওবামার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— Dreams from My Father, The Audacity of Hope, Change We Can Believe In এবং শিশুদের জন্য লেখা Of the Eye Sing।

কমলাকে নিয়ে কমিক বই

৩ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিতব্য ৫৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রাটদের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। ২১ অক্টোবর ২০২০ তাকে নিয়ে কমিক বই প্রকাশ করবে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা *টাইডাল ওয়েব প্রডাকশন*। এর শিরোনাম দেয়া হয়েছে Female Force : Kamala Harris। পুরো বইটিই তাকে নিয়ে। শৈশবে তার বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক মনোনয়ন পাওয়ার বিভিন্ন ঘটনা উঠে এসেছে বইটিতে।

প্রবীণ বিচারপতির মৃত্যু

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ মারা যান মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের সবচেয়ে বয়স্ক বিচারপতি এবং দেশটিতে নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রুথ ব্যাডার গিন্সবার্গ। উদারপন্থি নারীবাদীদের অন্যতম আদর্শ গিন্সবার্গ একাধারে ২৭ বছর যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করতে পারেন। অসুস্থজনিত বা অন্য কোনো কারণে কেউ স্বেচ্ছায় সরে না দাঁড়ালে তাদের অপসারণ করা একেবারে অসম্ভব।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ ও বাস্তুচ্যুতি

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাকেন্দ্র পেন্টাগন আর টুইন টাওয়ারে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। হামলার অজুহাতে তখনকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ শুরু করেন Operation Enduring Freedom বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ। নিরন্তর সেই যুদ্ধ আফগানিস্তান থেকে ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, লিবিয়া ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ কয়েক কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতির কারণ হয়েছে। এ যুদ্ধের কারণে গত ২০ বছরে ৮টি দেশে কমপক্ষে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের Cost of War Project-এর আওতায় ৩০ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদনে তা প্রকাশ করে।

Creating Refugees : Displacement Caused By the United States Post 9/11 Wars শিরোনামের ঐ প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কবলে থাকা উপরোক্ত ৮টি দেশকে বিবেচনায় নেয়া হয়। সীমিত পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম চালু থাকা বারকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, মালি, নাইজার, সৌদি আরব ও তিউনিসিয়ার পরিস্থিতিকে প্রতিবেদনে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এসব দেশ হিসাবে নিলে প্রকৃত বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ৯০ লাখ পর্যন্ত হতে পারে।

সব দান করে দারিদ্র্যবরণ

যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিকোর ধনকুবের চার্লস চাক ফিনে তার সব সম্পত্তি দান করে দিয়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ করেন। তার দান করা সম্পত্তির পরিমাণ ৮০০ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬৮,০০০ কোটি টাকা। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তিনি তার নিজের ৮০০ কোটি ডলারের সম্পত্তি বিশ্বের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে দান করেন। তার দানকৃত সম্পত্তির মধ্যে তিনি ৩৭০ কোটি ডলারই দিয়েছেন শিক্ষাখাতে খরচের জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে।

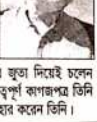

কোটিপতি হওয়ার পর থেকেই গোপনে বিভিন্ন সংস্থাকে দান করতেন চাক ফিনে। সে খবর প্রকাশ্যে আনতেন না। এজন্য তাকে James Bond of Philanthropy বলেও ডাকা হতো। ৮৯ বছর বয়সি ফিনের জীবনযাত্রাও খুব সাদামাটা। নিজের কোনো বাড়ি নেই। সান ফ্রান্সিসকোর একটি ভাড়া বাড়িতে স্ত্রীর সাথে থাকেন তিনি। নিজের গাড়িও নেই। এক জোড়া মাত্র জুতা দিয়েই চলেন বছরের পর বছর। তার হাত ঘড়িটির দাম মাত্র ১০ ডলার। ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তিনি বহন করেন একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে। বিমান যাতায়াতে ইকোনমিক ক্লাস ব্যবহার করেন তিনি।

নারী ভোটাধিকারের শতবর্ষ

২১ মে ১৯১৯ মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে এবং ৪ জুন ১৯১৯ উচ্চকক্ষ সিনেটে পাস হয় দেশটির সংবিধানের ১৯তম সংশোধনী। ২৬ আগস্ট ১৯২০ আনুষ্ঠানিকভাবে তা কার্যকর হয়। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সকল বর্ণ-শ্রেণির নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে। ২৬ আগস্ট ২০২০ পালিত হয় মার্কিন নারীদের ভোটাধিকার লাভের শতবর্ষ।

১৯৯৪ সালে নামকরণকৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পুনরায় একই নামকরণ করা হয় ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

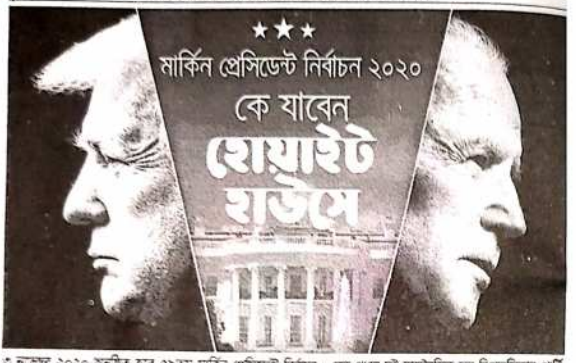

৩ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে ৫৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এতে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হলেন যথাক্রমে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাদের রানিংমেট হলেন মাইক পেন্স ও কমলা হ্যারিস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২০-এর প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পরিচিতি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আমাদের এ মলাট কাহিনি।

★★★★★★ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান প্রার্থী পরিচিতি ★★★★★★

রিপাবলিকান ★★★

প্রেসিডেন্ট ➢ ডোনাল্ড ট্রাম্প ৭৪ বছর

জন্ম : কুইন্স, নিউইয়র্ক; ১৪ জুন ১৯৪৬। ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া থেকে ফিন্যান্সে স্নাতক (১৯৬৮)। বাবার আবাসন ব্যবসায় যোগদান (১৯৭১), পরে কোটিপতি হন। ৩ বিয়ের মধ্যে প্রথম বিয়ে (১৯৭৭)। প্রথম সন্তানের জন্ম (১৯৭৮)। নিউইয়র্কে ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণ (১৯৮৩)। ডেমোক্র্যাটিক দলে যোগদান (১৯৮৭ পর্যন্ত)। রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ (১৯৮৭-১৯৯৯)। রিফর্ম পার্টিতে (১৯৯৯-২০০১)। পুনরায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে (২০০১-২০০৯)। টিভি রিয়েলিটি শোর হোস্ট (২০০৪-২০১৫)। পুনরায় রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান (২০১২)। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত (২০১৬)।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ➢ মাইক পেন্স ৬১ বছর

জন্ম : কলম্বাস, ইন্ডিয়ানা; ৭ জুন ১৯৫৯। তারুণ্যে অধ্যায় ও ডেমোক্র্যাটপন্থী হলেও নব্বইয়ের দশকে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন। টিভি ও রেডিও উপস্থাপক ছিলেন। ২০০০ সালে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৩-২০১৬ পর্যন্ত ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ৫০তম গভর্নর ছিলেন।

ডেমোক্র্যাটিক ★★★

প্রেসিডেন্ট ➢ জো বাইডেন ৭৮ বছর

জন্ম : স্ক্রান্টন, পেনসিলভানিয়া; ২০ নভেম্বর ১৯৪২। ডেলাওয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক, ল স্কুলে যোগদান (১৯৬৫)। নিলিয়া হাস্টারের সাথে বিয়ে (১৯৬৬), তাদের ঘরে তিন সন্তান। নিউ ক্যাসেল কাউন্টি নির্বাচনে প্রথম জয় (১৯৭০)। ২৯ বছর বয়সে প্রথম সিনেটর নির্বাচিত হন (১৯৭২)। দুর্ঘটনায় স্ত্রী-মেয়ের মৃত্যু (১৯৭২)। বর্তমান স্ত্রী জিল জ্যাকবসকে বিয়ে (১৯৭৭)। প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়নে ব্যর্থ (১৯৮৮ ও ২০০৮)। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত ও পুনর্নির্বাচিত (২০০৮ ও ২০১২)। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত (২০২০)।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ➢ কমলা হ্যারিস ৫৬ বছর

জন্ম : ২০ অক্টোবর ১৯৬৪; ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তৃতীয় নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং প্রথম কোনো ভারতীয় বংশোদ্ভূত, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দু'দলের একটি থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাবা জ্যামাইকান বংশোদ্ভূত ডোনাল্ড জো হ্যারিস এবং মা ভারতীয় বংশোদ্ভূত শ্যামলা গোপালান।

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

মার্কিন প্রেসিডেন্ট-ভাইস প্রেসিডেন্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান। নির্বাহী শাখার প্রধান ও ফেডারেল সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক আসনে সমাসীন। তিনি দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানও বটে। ৪ মার্চ ১৭৮৯ মার্কিন সংবিধান কার্যকর হবার পর এ যাবত ৪৪ জন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন দেশটির দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং উচ্চকক্ষ সিনেটের প্রধান। ১৮০৪ সালের আগ পর্যন্ত যে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইলেক্টোরাল ভোট পেতেন, তিনিই ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। এ যাবত ৪৮ জন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন চার বছর মেয়াদে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। ১৯৫১ সালে সংবিধানের ২২তম সংশোধনী অনুযায়ী দু'বারের বেশি কোনো মার্কিনী প্রেসিডেন্ট-ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন না। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ন্যূনতম তিন শর্ত— ১. যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে; ২. ৩৫ বছর বয়সি হতে হবে এবং ৩. ন্যূনতম ১৪ বছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে।

প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিতর্ক সংস্কৃতি শুরু হয় ১৯৬০ সালের নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এবং সে সময় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রিচার্ড নিক্সন এবং জন এফ কেনেডি। তাদের মধ্যকার বিতর্কটি ছিল জাতীয় পর্যায়ে টেলিভিশনে প্রচারিত প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্ক, যা আজ মার্কিন নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। কেবল তাই নয়, বলা যায় ফলাফল নির্ধারণের সবচেয়ে প্রভাবশালী একটি মাধ্যমও এটা। বিতর্কের ধরন সবসময় একই। উপস্থাপক প্রশ্ন করেন এবং প্রার্থীরা উত্তর দেন। যদিও ১৯৬৪-১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্ক বন্ধ ছিল। এরপর ১৯৭৬ সাল থেকে পুনরায় শুরু হয় প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্ক, যা অদ্যাবধি চালু রয়েছে।

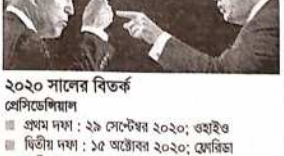

২০২০ সালের বিতর্ক

প্রেসিডেন্সিয়াল

- প্রথম দফা : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; ওহাইও
- দ্বিতীয় দফা : ১৫ অক্টোবর ২০২০; ফ্লোরিডা
- তৃতীয় দফা : ২২ অক্টোবর ২০২০; টেনেসি

ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল

- ৭ অক্টোবর ২০২০; ইউটা

মার্কিন নির্বাচন ২০২০

৩ নভেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের ৫৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের সকল আসনে ও উচ্চকক্ষ সিনেটের ৩৫ আসনে এবং ১৩টি গভর্নর পদের নির্বাচন। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রথম অঙ্গরাজ্য হিসেবে নর্থ ক্যারোলিনায় ডাকযোগে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয়। আর ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আগাম ভোট শুরু হয় চারটি রাজ্যে— মিনেসোটা, ভার্জিনিয়া, সাউথ ডাকোটা ও উইমিং। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালের মার্কিন নির্বাচনে সব মিলিয়ে খরচ হবে প্রায় হাজার কোটি ডলার।

★★★★★ জেনে রাখুন ★★★★★

- প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন।
- সব শ্রেণির জনগণের ভোটে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এন্ড্রু জনসন।
- চার মেয়াদে নির্বাচিত একমাত্র প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
- সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট।
- নির্বাচিত কনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্টি ছিলেন দুইজন— ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও হ্যারি এস. ট্রুম্যান।
- প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ও আফ্রো-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।
- 'ওয়াটার গেট' কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত এবং একমাত্র পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন।

- প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ সফরকারী একমাত্র প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন; সফরকাল ২ এপ্রিল ১৯৯৫।
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী প্রেসিডেন্ট চারজন— থিওডোর রুজভেল্ট (১৯০৬ সালে), উড্রো উইলসন (১৯১৮ সালে), জিমি কার্টার (২০০২ সালে) ও বারাক ওবামা (২০০৯ সালে)।
- প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন ও প্রধান প্রশাসনিক দপ্তরের নাম হোয়াইট হাউস; স্থপতি জেমস হোবান।

- হোয়াইট হাউসে বসবাসকারী প্রথম প্রেসিডেন্ট জন এডামস।
- প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ওভাল অফিস নামে পরিচিত।
- প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমান এয়ারফোর্স ওয়ান।
- প্রেসিডেন্টের সহকারিকে বলা হয় ফার্স্ট লেডি।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা।
- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নির্ধারিত দিন নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরের মঙ্গলবার।
- নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের দিন ২০ জানুয়ারি।
- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোট ইলেক্টোরাল ভোট ৫৩৮টি।
- সর্বোচ্চ ইলেক্টোরাল ভোট রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে; ৫৫টি।
- নির্বাচনে জয়ী হতে হলে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে কমপক্ষে ইলেক্টোরাল ভোট পেতে হয় ২৭০টি।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

মহাপ্রাচীরের দেশ চীন

বিশ্বের বৃহত্তম নৌবাহিনী

১ সেপ্টেম্বর ২০২০ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগনের এক প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, বিশ্বের বৃহত্তম নৌবাহিনী এখন চীনের। এতে বলা হয়, চীনের কাছে রয়েছে ৩৫০টি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধজাহাজ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ২৯৩টি। এর পাশাপাশি চীনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাবমেরিনও রয়েছে।

মঙ্গোলীয়দের ভাষার লড়াই

১ সেপ্টেম্বর ২০২০ চীনের ইনার মঙ্গোলীয়া এলাকার স্কুলগুলোতে শুরু হয় নতুন সেমিস্টার। আর এ সেমিস্টার থেকেই রাজনীতি, ইতিহাস এবং ভাষা ও সাহিত্য— এ তিনটি বিষয় মঙ্গোলীয় ভাষার পরিবর্তে মান্দারিন ভাষায় পড়ানো হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মান্দারিন ভাষা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে এবং মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিরল বিক্ষোভ করে চীনের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী। এ বিক্ষোভের মাধ্যমে তিব্বতি ও উইঘুর জাতিগোষ্ঠীর মতো মঙ্গোলীয়দেরও চীনের 'মডেল সংখ্যালঘু' জাতিতে পরিণত করার চীনা নীতিকে অস্বীকৃতি জানান ইনার মঙ্গোলীয়ার অধিবাসীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনের সাথে সংযুক্ত এ অঞ্চলটিতে প্রায় ৪২ লাখ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বাস।

Wolf Warrior Diplomacy

বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে লক্ষ্য করা যায় চীনের আগ্রাসি কূটনৈতিক আচরণ। দেশটির এ কূটনৈতিক আগ্রাসি আচরণকে বলা হচ্ছে Wolf Warrior বা 'নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি'। ব্যাপারটা মূলত শুরু করেছিলেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। ধারণা করা হয়, তিনি তার অধঃস্তনদের উদ্দীপ্ত করতে এক আসরে বলেছিলেন, চীনের ওপর পশ্চিমা কূটনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আগ্রাসি জবাব দেয়ার মতো নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে। আর সেখানে চীনা নেকড়ে যোদ্ধা সিনেমাটির কথা খেয়াল রেখে তার মতো Wolf Warrior হতে বলেছিলেন। আর সেই থেকে চীনা বা পশ্চিমা কূটনৈতিক মহলে চালু হয়ে যায় নতুন শব্দ Wolf Warrior Diplomacy বা নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি।

সি চিন পিং
The Chairman of Everything

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং দেশটির প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এজন্য পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো তার উপাধি দিয়েছে Chairman of Everything বা 'সবকিছুর চেয়ারম্যান'। তারা মনে করে, চিন পিং প্রেসিডেন্ট নন বরং একজন স্বৈরাচারী। কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই চিন পিং-কে প্রেসিডেন্ট সম্বোধন না করতে ৭ আগস্ট ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন পেনসিলভানিয়ার রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা স্কট পেরি। 'শত্রুর নাম সম্পর্কিত আইন' নামের বিলটিতে বলা হয়, 'চীনের প্রেসিডেন্টকে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছাড়া অন্যকিছু হিসেবে অভিহিত করা যায় না।' তাই তাকে প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে সাধারণ সম্পাদক বলে সম্বোধনের প্রস্তাব দেয়া হয় বিলটিতে। এতে আরো বলা হয়, 'প্রেসিডেন্ট পদবিটি একটি গণতান্ত্রিক ধারণা। কিন্তু চীনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিহিত করলে ভুল বার্তা যাবে। কারণ, চীনে জনগণের ভোটে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না।

> ল্যাটিন শব্দ থেকে আগত President শব্দের অর্থ 'আগে বসো'। সরকারপ্রধানের পদবি হিসেবে President শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র।

২০১২ সালে ক্ষমতায় আসার পর শুধুমাত্র দেশের ক্ষমতাসীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানই হননি সি চিন পিং, বরং দলীয় বহু সুপার কমিটিরও প্রধান। আন্তর্জাতিক ভাষ্যকারদের অনেকেই তাকে প্রেসিডেন্ট নয়, বরং স্বৈরশাসকের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হিসেবে দেখেন। সি চিন পিংয়ের উপাধি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক ও বিভ্রান্তি আছে। তার চীনা যত উপাধি আছে তাতে 'প্রেসিডেন্ট' বলে কোনো শব্দ নেই অথবা চীনা ভাষায় এমন কোনো উপাধি নেই, যার ভাষান্তর করলে 'প্রেসিডেন্ট' শব্দটি বোঝা যায়। কিন্তু ১৯৮০ সালে দেশটি যখন অর্থনীতি উন্মুক্ত করতে শুরু করে, তখনই চীনা নেতারা ইংরেজিতে সরকারি উপাধি পান।

চীনে প্রধানত তিনটি উপাধিতে পরিচিত সি চিন পিং। রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যান (চীনা ভাষায় 'গুওজিয়া জুশি') হিসেবে তিনি দেশটির প্রধান। সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের চেয়ারম্যান (চীনা ভাষায় 'ঝংইয়াং জুনওয়েই জুশি') হিসেবে দেশটির সেনাবাহিনী পিপলস লিবারেশন আর্মির (PLO) কমান্ডার-ইন-চিফ এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি (চীনা ভাষায় 'জং শুজি') হিসেবে তিনি দেশটির ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রধান। এসব উপাধির ব্যবহার নির্ভর করে প্রেক্ষাপটের ওপর।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

আমিরাত-ইসরাইল-বাহরাইন চুক্তি

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে দুই আরব দেশ— সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হোয়াইট হাউসে স্বাক্ষরিত এ চুক্তির মধ্য দিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ আরব দেশ হিসেবে দেশ দুটি ইসরাইলের সঙ্গে পুরোপুরি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এর আগে ১৯৭৯ সালে মিসর ও ১৯৯৪ সালে জর্ডান ইসরাইলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিকে 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যের সূর্যোদয়' বলে অভিহিত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যদিকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন 'এর মধ্যে শান্তির নতুন ভোরের সূচনা হলো'।

সময়ের আবর্তে আমিরাত-ইসরাইল-বাহরাইন চুক্তি

- ১৩ আগস্ট ২০২০ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরাইলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দেন।
- ১৬ আগস্ট ২০২০ : সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরাইলের মধ্যে প্রথমবারের মতো টেলিফোন সার্ভিস চালু হয়।
- ২৯ আগস্ট ২০২০ : সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান আমিরাত ও ইসরাইলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালে জারি করা ইসরাইল বয়কটের আইন বাতিল করেন।
- ৩১ আগস্ট ২০২০ : ইসরাইল ও আমিরাতের মধ্যে ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক ফ্লাইট চলাচল শুরু।
- ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাহরাইন ও ইসরাইলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দেন।
- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন।

সম্পর্ক বাতায়নে মুসলিম দেশ

দেশ	স্বীকৃতি
তুরস্ক	২৮ মার্চ ১৯৪৯
আলবেনিয়া	১৬ এপ্রিল ১৯৪৯
মিসর	২৬ মার্চ ১৯৭৯
উজবেকিস্তান	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
কিরগিজস্তান	মার্চ ১৯৯২
তাজিকিস্তান	এপ্রিল ১৯৯২
কাজাখস্তান	১০ এপ্রিল ১৯৯২
আজারবাইজান	৭ এপ্রিল ১৯৯২
তুর্কমেনিস্তান	৬ অক্টোবর ১৯৯৩
গিনি-বিসাউ	মার্চ ১৯৯৪
জর্ডান	২৬ অক্টোবর ১৯৯৪
বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
কসোভো	৪ সেপ্টেম্বর ২০২০
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
বাহরাইন	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

১৪ মার্চ ১৯৫০ ইরান ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিলেও ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর তা ছিন্ন করে। ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯ আরব বিশ্বের আরেক দেশ মৌরিতানিয়া ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেও ২১ মার্চ ২০১০ তা ছিন্ন করে।

Fact FILE : ইসরাইল

স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৪ মে ১৯৪৮। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ : ১১ মে ১৯৪৯; জাতিসংঘের ৫৯তম সদস্য। মোট স্বীকৃতিদাতা দেশ : কসোভো ও ভাটিক্যান সিটিসহ ১৬৪টি। মোট মুসলিম স্বীকৃতিদাতা দেশ : ১৯টি। মোট স্বীকৃতিদাতা আরব দেশ : ৪টি— মিসর, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। প্রথম স্বীকৃতিদাতা দেশ : যুক্তরাষ্ট্র; ১৪ মে ১৯৪৮। প্রথম স্বীকৃতিদাতা মুসলিম দেশ : তুরস্ক; ২৮ মার্চ ১৯৪৯। প্রথম স্বীকৃতিদাতা আরব দেশ : মিসর; ২৬ মার্চ ১৯৭৯। সর্বশেষ স্বীকৃতিদাতা দেশ : সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন; ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০।

মহাদেশভিত্তিক স্বীকৃতিদাতা প্রথম দেশ

। এশিয়া : চীন; ১ মার্চ ১৯৪৯
। আফ্রিকা : দক্ষিণ আফ্রিকা; ২৪ মে ১৯৪৮
। ইউরোপ : রাশিয়া; ১৭ মে ১৯৪৮
। উত্তর আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র; ১৪ মে ১৯৪৮
। দক্ষিণ আমেরিকা : উরুগুয়ে; ১৯ মে ১৯৪৮
। ওশেনিয়া : অস্ট্রেলিয়া; ২১ জানুয়ারি ১৯৪৯

দেশ	স্বীকৃতি	স্থগিত বা প্রত্যাহার	পুনরায় স্থাপন
শাদ	১০ জানুয়ারি ১৯৬১	২৮ নভেম্বর ১৯৭২	২০ জানুয়ারি ২০১৯
সেনেগাল	১৯৬০	অক্টোবর ১৯৭৩	আগস্ট ১৯৯৪
নাইজেরিয়া	১৯৬০	অক্টোবর ১৯৭৩	মে ১৯৯২
বারকিনা ফাসো	৫ জুলাই ১৯৬১	অক্টোবর ১৯৭৩	অক্টোবর ১৯৯৯

বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৮-১৭০ কিলোমিটার বা তার বেশি হলে তা হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

মধ্যপ্রাচ্যে ঐতিহাসিক বাঁকবদল

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইসরাইলের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথম উপসাগরীয় আরব দেশ হিসেবে আমিরাত ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ঘোষণা দেয় আগস্ট ২০২০। আর স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে সে পথেই পা বাড়ায় আরেক উপসাগরীয় দেশ বাহরাইনও। ইসরাইলের সাথে আরব দেশগুলোর এ সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ করার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালে মিসর এবং ১৯৯৪ সালে জর্ডানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন বছর পর ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশশাসিত ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্ম হয়। পশ্চিমা বিশ্বের বানানো এ রাষ্ট্রকে প্রথম দিকে মেনে নেয়নি আরবরা। এজন্য ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও সর্বশেষ ১৯৭৩ সালে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে যুদ্ধ হয় ইসরাইলের। প্রতিবারই আরবরা পরাজিত হয়। এরপর থেকেই ইহুদিদের কাছে জমি হারাতে বসে ফিলিস্তিনিরা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিন-ইসরাইল দুটি রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে সংঘাত মেটানোর চেষ্টা করলেও ইসরাইলের গোয়ার্তুমির কারণে তা এখনো সফলতার মুখ দেখেনি।

ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আরব দেশগুলো প্রধান তিনটি শর্ত দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলোর দখল করা জমি ছেড়ে দেয়া, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন ও স্বীকৃতি এবং ফিলিস্তিনের দখল করা জমি হস্তান্তরের সেই শর্তের কোনোটাই পূরণ না হওয়ার পরও আরব দেশগুলো ইহুদি রাষ্ট্রটির সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। এরপরও আরব রাষ্ট্রগুলো বলছে এ সম্পর্ক ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে এবং অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধ করতে ইসরাইলের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে কিন্তু তা যুক্তিতে টেকে না। কেননা ইতোপূর্বে মধ্যপ্রাচ্যসহ আফ্রো-এশীয় ১৬টি মুসলিমপ্রধান দেশের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও তা কিন্তু ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করেনি এবং ফিলিস্তিনিদের কোনো কাজেও আসেনি।

এর মধ্য দিয়ে আমিরাত-ইসরাইল-বাহরাইনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কথা বলা হলেও এর নেপথ্যের অন্যতম একটি বিষয় হলো এক পক্ষের অস্ত্রের ব্যবসা, অন্য পক্ষের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন 'অব্রাহাম অ্যাকর্ডস'খ্যাত এ চুক্তিতে সম্মতি দেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক অস্ত্র আমিরাতে আসার পথ যে সুগম হবে এটাই বিজ্ঞ মহলের মত।

আরব লীগ অনুমোদিত ২০০২ সালের আরব পিস ইনিশিয়েটিভ অনুসারে, ফিলিস্তিনের যেসব জায়গা ইসরাইল দখল করেছে, সেগুলো ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে দেশটির সাথে আরব ও এ অঞ্চলের ইসলামী দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার যে শর্ত ছিল তা ইসরাইলের সাথে আরব আমিরাত ও বাহরাইনের চুক্তির মাধ্যমে ভেঙে যায় বা দেয়া হয়।

কেননা আরব লীগ তুরস্ক ও ইরানের আগ্রাসন পর্যবেক্ষণের জন্য যে স্থায়ী উপকমিটি গঠন করেছে তার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের নতুন লড়াই শুরু হচ্ছে ইরান ও তুরস্কের বিরুদ্ধে। এ লক্ষ্যেই আরব বিশ্বের রাজতান্ত্রিক সরকারগুলো তাদের শত্রুর যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে তাতে ইসরাইল আর আরব লীগের শত্রু নয়; শত্রু হলো ইরান ও তুরস্ক। আর সেটির আয়োজন হচ্ছে ইসরাইলের ইচ্ছানুসারে। বলা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত অপারেশনাল স্তরে ইসরাইলি মদদে আরব বিশ্ব তথা মুসলিম বিশ্ব থেকে ইরান ও তুরস্ককে বিচ্ছিন্ন করতে অনুঘটকের কাজ করছে।

মধ্যপ্রাচ্যে একনায়কতন্ত্র ও রাজতান্ত্রিক সরকারগুলো গণতন্ত্রকে তাদের ক্ষমতার সামনে প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করে। আরব বসন্তের পর থেকে এসব দেশ তুরস্ক-ইরানের পাশাপাশি গণতন্ত্রকামী ইসলামিস্টদেরও প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে।

ধারণা করা হয় যে, বাহরাইনের পর ওমান একই পথে যেতে পারে। সৌদি আরব ও সুদানের কথা বলা হলেও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশ দুটির পক্ষে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়া সহজ হবে না। এর পরও সেটি ঘটলে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন এক মেরুকরণ ঘটতে পারে।

আর তুর্কি সমর্থনপুষ্ট হামাস এবং ইরান সমর্থনপুষ্ট হুথি-হিজবুল্লাহর মধ্যে সমঝোতায়ও এ মেরুকরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইসরাইল উপসাগরীয় রাজতান্ত্রিক দেশ ও মিত্রদের নিয়ে যত চাপ বাড়াবে তুরস্ক-ইরানের মধ্যে ঐক্য ততটাই বাড়বে। তুর্কি-পার্সির সাথে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তানসহ আফ্রো-এশিয়ার বেশ ক'টি মুসলিম রাষ্ট্রও থাকতে পারে। এটি হলে মুসলিম বিশ্ব এমনভাবে ভাগ হবে যাতে একদিকে গণতন্ত্র চর্চার দেশগুলো এবং ব্রাদারহুডের মতো জনসমর্থিত রাজনৈতিক শক্তি থাকবে। আর অন্যদিকে থাকবে ইসরাইলের নিরাপত্তা আশ্রয়ের অধীনস্থ কয়েকটি আরব দেশ এবং তাদের প্রভাব বলয়ের রাষ্ট্রগুলো। এক্ষেত্রে বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র রাজতন্ত্রের পক্ষে থাকলে পাল্টা পক্ষে অপরাপর মোড়ল রাশিয়া-চীনের অবস্থান হবে তা তো নিশ্চিতই।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

OPEC'র ৬ দশক

60 YEARS

সময়ের আবর্তনে সুদীর্ঘ ছয়টি দশক পার করল অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের রপ্তানিকারকদের জোট Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)। ছয় দশকের যাত্রাপথে সাফল্য-ব্যর্থতার অনেক গল্প জমা হয়েছে OPEC'র ঝুলিতে। OPEC'র বীজ বপন হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই। জ্বালানি তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র ইরান ও ভেনিজুয়েলা এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত দেশগুলোকে নিয়ে জোট গড়ার কারিগর। ১৯৬০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ইরাকের রাজধানী বাগদাদে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে OPEC। ১৯৬৫ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় OPEC'র সদর দপ্তর স্থাপিত হয়, যা এখনো কাজ করে যাচ্ছে। ঐ সময় জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল মাত্র পাঁচটি দেশ— ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা। বর্তমানে জোটের সদস্য দেশ ১৩টি। প্রতিষ্ঠাতা পাঁচ সদস্যের পাশাপাশি আফ্রিকা থেকে যুক্ত হয়েছে আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, নিরক্ষীয় গিনি, গ্যাবন, লিবিয়া, নাইজেরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)। অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের বৈশ্বিক চাহিদার ৪৪ শতাংশ OPEC ভুক্ত দেশগুলো জোগান দেয়। জ্বালানি পণ্যটির মোট বৈশ্বিক মজুদের (ভূগর্ভস্থ) ৮১.৫ শতাংশ রয়েছে OPEC'র সদস্য দেশগুলোয়। এ থেকে জ্বালানি তেলের বাজারে OPEC'র প্রভাব সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জ্বালানি তেলের বাজারে ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করছে OPEC। বিশেষত সংকটকালে জ্বালানি পণ্যটির বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নির্ধারণে এ জোটের উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষত গত শতকে ইরানে ইসলামী বিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, উপসাগরীয় যুদ্ধ, চলতি শতকের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসি হামলা, এর জের ধরে ইরাক, আফগানিস্তানে মার্কিন হস্তক্ষেপ ও যুদ্ধ এবং সিরিয়া ও লিবিয়ায় চলমান সংঘাত— এমন নানা সংকটে জ্বালানি তেলের বাজার রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নেয় OPEC, যা জ্বালানি তেলের বাজার পরিস্থিতিকে বড় ধরনের ধস থেকে রক্ষা করে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর পেট্রোডলারের প্রবাহ সুনিশ্চিত করে সৌদি আরব ও তার অনুসারী দেশগুলোর শান-শওকতের ভিত্তি রচনা এবং সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল করতে OPEC'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ইরান ও ভেনিজুয়েলার স্বপ্নপ্রসূত হলেও মার্কিন কূটকৌশলের কারণে তারাই আজ ব্রাত্য, অবহেলিত ও বঞ্চিত। আর এ সুযোগে OPEC'র অন্যোদিত নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে সৌদি আরব। ২০১০ সালেও যেখানে ইরান ও ভেনিজুয়েলার জ্বালানি তেলের উৎপাদন যথাক্রমে OPEC'র মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশ ও ১০ শতাংশ ছিল, দেশ দুটির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে সেখানে এখন তাদের উৎপাদন যথাক্রমে ৭.৫ ও ২.৩ শতাংশ। অপরদিকে একই সময়ে সৌদি আরবের উৎপাদন ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে। তাই সমালোচকদের দাবি, সৌদি আরবের একক অধিপত্যের কারণে অনেক সময়ই OPEC'র সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগে ওয়াশিংটনের ছায়া থাকে এটা আজ প্রমাণিত সত্য। অথচ ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের পক্ষ নেয়ায় OPEC মার্কিনীদের ওপর তেল নিষেধাজ্ঞার যে অস্ত্র ব্যবহার করেছিল তাতে এ আমেরিকাকে ভালোই কাবু করা গিয়েছিল।

এক সময় ব্রিটিশ ও আমেরিকান জ্বালানি তেল কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে একটি অস্ত্র হিসেবে জন্ম হয়েছিল যে OPEC'র, সময়ের পরিক্রমায় সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সৌদি আরব ও এর অনুসারী দেশগুলোর মার্কিনিদের পায়বরি করার অপরিণামদর্শিতার জেরে সেই ভারসাম্যের নীতি থেকে সরে এসে জোটটি আজ তাদেরই গোলামি করছে।

তাই ৬০ বছর পেরিয়ে আগামী দিনগুলোয় সব দিক সামলে নিজেদের মধ্যকার ঐক্য ধরে রাখা, সদস্যদের স্বার্থ রক্ষা, সদস্য সংখ্যা বাড়ানো এবং সর্বোপরি জ্বালানি তেলের বাজারে যেকোনো ধরনের ধস ঠেকিয়ে রাখাই হবে OPEC'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও চ্যালেঞ্জ।

পূর্ণরূপ
Organization of the Petroleum Exporting Countries

প্রতিষ্ঠা
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

উদ্দেশ্য
সদস্য দেশগুলোর মধ্যে তেলের উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা

সদর দপ্তর
ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ছিল জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

সদস্য দেশ
১৩টি

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ
৫টি— ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা

অন্য সদস্য দেশসমূহ
লিবিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, গ্যাবন, অ্যাঙ্গোলা, নিরক্ষীয় গিনি ও কঙ্গো প্রজাতন্ত্র

সদস্য ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই
ইন্দোনেশিয়া, কাতার ও ইকুয়েডর

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

পোলিওমুক্ত বিশ্ব

২৫ আগস্ট ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আফ্রিকা অঞ্চলকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে। এর মাধ্যমে পোলিওমুক্ত বিশ্বের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেল সংস্থাটি। কারণ বিশ্বব্যাপী WHO'র ৬টি অঞ্চলের মধ্যে ৫টি অঞ্চলই এখন পোলিওমুক্ত। এ প্রেক্ষাপটে প্রাণঘাতী পোলিও রোগ, এর প্রতিষেধক এবং বিশ্বব্যাপী পোলিও নির্মূলের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হলো এখানে।

পোলিও কী?

পোলিওমাইলিটিজ (Poliomyelitis) এক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক ব্যাধি। Poliomyelitis এর সচরাচর ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত নাম পোলিও (Polio)। প্রাচীন গ্রিক শব্দ Polios থেকে Polio শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ ধূসর। পোলিও ভাইরাস আন্ত্রিক ভাইরাস দলের অন্তর্গত। কারণ এটি শরীরের অন্ত্রপথেই দেহে প্রবেশ করে থাকে। দূষিত খাদ্য ও পানির সাথে প্রবেশ করার পর পোলিও ভাইরাস রক্তকোষের মধ্যে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে রক্তে সংক্রমণ ঘটায়। আক্রান্ত হওয়ার অনেক লক্ষণের মধ্যে গুরুতর লক্ষণ হলো— জ্বর, শ্বাসকষ্ট এবং শেষে পক্ষাঘাত বা পঙ্গুত্ব। বিপজ্জনক এ ভাইরাস ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ ভাইরাসের সংস্পর্শে স্নায়ুরজ্জু ও স্নায়ুকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকোষকে আক্রান্ত করে বলে শরীর অবশ হয়ে যায়। নিম্নাঙ্গকে বেশি আক্রান্ত করে। তবে আক্রান্তের হার বেশি হলে নানা প্রত্যঙ্গে জটিলতা সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে আঘাত হানে। শেষে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরা সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (CDC) তথ্যমতে, পোলিও রোগের জন্য দায়ী পোলিওভাইরাস তিন ধরনের—

- টাইপ ১
- টাইপ ২
- টাইপ ৩

পোলিও টিকার আবিষ্কার

১৮৪০ সালে জার্মান চিকিৎসক জ্যাকব হেইন সর্বপ্রথম পোলিও রোগটি শনাক্ত করেন। ১৯০৯ সালে আরেক জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার পোলিওর ভাইরাস শনাক্ত করতে সক্ষম হন। ১৯৪৮ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী জোনাস এডওয়ার্ড সাক পোলিও নিরাময় গবেষণায় যুক্ত হন। ১৯৫২ সালে তার নেতৃত্বে আবিষ্কৃত হয় পোলিওর টিকা। তার আবিষ্কৃত পোলিও টিকাকে বলা হয় Inactivated Polio Vaccine (IPV)। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ শুরু হয় পোলিও টিকার ব্যবহার। এরপর ১৯৫৭ সালে পোলিশ-আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট সাবিন মুখে খাওয়ার পোলিও টিকা (OPV) আবিষ্কার করেন। ব্যাপক হারে টিকা ব্যবহারের ফলে গত ৬৫ বছরে পোলিওকে প্রায় নির্মূলের পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

পোলিও নির্মূল অভিযান

১৯৮৮ সালে বৈশ্বিক পোলিও নির্মূল কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করা হয় এ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই। এর ফলে পোলিও রোগীর জন্য দায়ী তিন ধরনের পোলিওভাইরাসের মধ্যে দুই ধরনের ভাইরাস ইতোমধ্যে পৃথিবী থেকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Global Certification Commission ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ Type 2 পোলিওভাইরাস নির্মূলের ঘোষণা দেয়। ২৪ অক্টোবর ১৯৯৯ সর্বশেষ ভারতে এ ধরনের পোলিও ভাইরাস শনাক্ত হয়েছিল। আর ২৪ অক্টোবর ২০১৯ নির্মূল ঘোষণা করা হয় Type 3 পোলিও ভাইরাস, যা সর্বশেষ ১০ নভেম্বর ২০১২ নাইজেরিয়ার ইয়োব অঞ্চলে দেখা মিলেছিল। বর্তমানে শুধু Type 1 ধরনের পোলিওভাইরাসের অস্তিত্ব মেলে। তাও প্রায় নির্মূল হওয়ার পথে রয়েছে।

পোলিওমুক্ত বিশ্ব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্য দেশ ১৯৪টি। এর মধ্যে বর্তমানে পোলিওর অস্তিত্ব রয়েছে মাত্র দুটি দেশে— পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। WHO আশা করছে, এ দু'টি দেশ থেকেও পোলিও নির্মূল সম্ভব হবে। আর যদি করা সম্ভব হয়, সেটি হবে মানবদেহে কোনো রোগ নির্মূলের দ্বিতীয় ঘটনা। এর আগে ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯ বিশ্বকে গুটিবসন্তমুক্ত ঘোষণা করা হয়।

WHO'র অঞ্চলভিত্তিক সদস্য ও পোলিওমুক্ত ঘোষণা

অঞ্চল	সদস্য	পোলিওমুক্ত ঘোষণা
আমেরিকা	৩৫	২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪
পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয়	৩৭	২৯ অক্টোবর ২০০০
ইউরোপ	৫৩	২১ জুন ২০০২
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	১১	২৭ মার্চ ২০১৪
আফ্রিকা	৪৭	২৫ আগস্ট ২০২০
পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয়	২১	—

– ২৭ মার্চ ২০১৪ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ১১টি দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ

সমগ্র দেশকে পোলিওমুক্ত করার জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর দুই দিন জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এরপর ২০০০ সাল থেকে টানা ছয় বছর অর্থাৎ ২২ নভেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ পোলিওমুক্ত ছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে ভারতের সীমানা পেরিয়ে পোলিও ভাইরাস বাংলাদেশে প্রবেশ করলে আবার ব্যাপক হারে পোলিও টিকা খাওয়ানোর কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৬ সালের পর আর কোনো সংক্রমণের ঘটনা ঘটেনি।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ভয়াবহ বিপর্যয়ে বন্যপ্রাণী

বিশ্বজুড়ে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশের বেশি কমে গেছে। গত পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এ সংখ্যা কমে যায়। এর মধ্যে প্রাণী, পাখি ও মাছ রয়েছে। বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (WWF)-এর Living Planet Report 2020 নামের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর কয়েক হাজার প্রজাতি এবং তাদের বাসস্থান নিয়ে বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে WWF এ প্রতিবেদন তৈরি করে। বিজ্ঞানীরা ১৯৭০-২০১৬ সাল পর্যন্ত ৪৬ বছরে স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, উভচর, সরীসৃপ ও মাছের বিভিন্ন প্রজাতির ওপর পরীক্ষা চালান। তারা লক্ষ্য করেন, এ সময় ২০ হাজারের বেশি প্রাণীর মধ্যে গড়ে ৬৮%ই কমে গেছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, প্রায় ৮৪% জলজ প্রাণী বিলীন হয় এ সময়ের ব্যবধানে। গত ৪৬ বছরে বিশ্বের অন্য অঞ্চলগুলোর তুলনায় লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলেই বন্যপ্রাণীর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে বলে এ প্রতিবেদনে জানানো হয়।

৮,১৫০ ডলারের গাছ

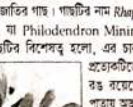

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে অনলাইনে ৮,১৫০ নিউজিল্যান্ড ডলার বা প্রায় ৪,৬৭,৩২৯ টাকায় বিক্রি হয় চার পাতার একটি বিরল প্রজাতির গাছ। গাছটির নাম *Rhaphidophora tetrasperma*, যা Philodendron Minima নামেও পরিচিত। গাছটির বিশেষত্ব হলো, এর চারটি পাতার

প্রত্যেকটিতে দুটি পৃথক রঙ রয়েছে। প্রতিটি পাতায় অদ্ভুতভাবে হলুদ রঙের ছোপ রয়েছে। তাও আবার একেবারে মাঝখান দিয়ে। পাতার অর্ধেকটা সবুজ আর ঠিক অর্ধেকটা হলুদ। এমন রঙের গাছ আগে কখনো দেখা যায়নি। গাছটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো— এ ধরনের গাছের সবুজ অংশে সালোকসংশ্লেষণ হয় এবং হলুদ অংশে শর্করা তৈরি হয়।

হাঁটতে পারে ১২ প্রজাতির মাছ

এক প্রজাতির মাছ হাঁটতে পারে, এ প্রমাণ পাওয়া গেছে কয়েক বছর আগেই। সর্বশেষ এক গবেষণায় জানা যায়, প্রায় ১২ প্রজাতির মাছ হাঁটতে পারে। কেইভ অ্যাঞ্জেল ফিশসহ বেশ কয়েক প্রজাতির মাছ নিয়ে গবেষণা করেন গবেষকরা। কেইভ অ্যাঞ্জেল ফিশকে প্রথম হাঁটতে দেখা যায় ২০১৬ সালে থাইল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে এক গুহায়। সেখানে থাকা শিলা বা পাহাড়ের গায়ে এ মাছকে হাঁটতে দেখে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এটি এমন কোনো মাছের জাত, যার এ বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু পাহাড়ি ঝরনার পানিতে সাঁতার কাটে, এমন ৩০টি প্রজাতির মাছ নিয়ে গবেষণায় আরও অন্তত ১১টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়।

সমুদ্রে নতুন ৩০ প্রজাতির প্রাণ

প্রশান্ত মহাসাগরের বিষুবরেখার দুই পাশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অপার সৌন্দর্যে ভরা 'গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ'। এ দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৩০টি বিরল প্রজাতির প্রাণের সন্ধান আবিষ্কার করেন একদল সমুদ্র বিজ্ঞানী। গালাপাগোসের চারপাশের গভীর সমুদ্র

থেকে বিশেষজ্ঞরা ১০টি বাঁশের প্রবাল, চারটি অষ্টকোষ, একটি ভঙ্গুর প্রবাল এবং স্পঞ্জ গোত্রীয় জিনিসের আবিষ্কার করেন। এছাড়াও ভঙ্গুর তারকা এবং ১১টি স্পঞ্জের পাশাপাশি স্কোয়াট লবস্টার্স নামে পরিচিত চারটি নতুন প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়ান লবস্টার্স আবিষ্কার করেন তারা। বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক রিমোট অপারেটেড ভেহিক্যাল (ROV) ব্যবহার করে গভীর সমুদ্রের ৩,৪০০ মিটার গভীরতায় বাস্তুসংস্থান অনুসন্ধানে নেমেছিলেন। আর সেখানে থেকেই বিরল ৩০টি প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণের সন্ধান পান।

পঙ্গপাল কেন দল বাঁধে?

ঠিক কোন কারণে একক পঙ্গপাল দলবদ্ধ হয়, তা এত দিন পর্যন্ত অজানা ছিল। সম্প্রতি এক গবেষণায় এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন চায়নিজ একাডেমি অব সায়েন্সের বিজ্ঞানী লি ক্যাং ও ওয়াংয়ের নেতৃত্বে আটজন গবেষকের একটি দল। দলবদ্ধ পঙ্গপালের শরীর এবং বর্জ্য পদার্থ থেকে নিঃসৃত মোট ছয় ধরনের রাসায়নিক চিহ্নিত করেন। এরপর ছয়টি আলাদা বাক্সে ছয়টি রাসায়নিক দিয়ে পঙ্গপাল ছেড়ে দেয়া হয়। দেখা যায়, ৪-মিথক্সিস্টাইরিন বা ৪-ভিনাইলানিসোল নামের কেমিক্যাল একক পঙ্গপালের চরিত্র বদলে দিয়ে তাদের দলবদ্ধ করছে। এ বিশেষ রাসায়নিক বা ফেরোমন পঙ্গপালের দেহের প্রায় সব জায়গা থেকেই নিঃসৃত হয়। ঠিক কয়টি পতঙ্গ কাছাকাছি এলে এ দলবদ্ধকরণ শুরু হয়, বিজ্ঞানীরা তা জানার জন্য ৪-মিথক্সিস্টাইরিনের সাথে নানা সংখ্যার পঙ্গপাল রেখে তাদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেন। মাত্র ৪-৫টি পঙ্গপাল কাছাকাছি এলেই তারা শরীর থেকে ৪-মিথক্সিস্টাইরিন নামক ফেরোমন নিঃসরণ করে এবং দলবদ্ধ হতে শুরু করে। পঙ্গপালের কাছাকাছি হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ ফেরোমন তাদের শরীরে তৈরি হয় এবং

৭২ ঘণ্টার মধ্যে নিঃসরণের মাত্রা সাংঘাতিক রকমের বেড়ে যায়। দেখা যায়, লার্ভা বা পূর্ণাঙ্গ, পুরুষ বা নারী, যেকোনো ধরনের পঙ্গপাল এ ফেরোমনের গন্ধে দলবদ্ধ হতে শুরু করে।

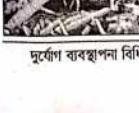

বিজ্ঞানীরা এরপর এ ফেরোমনের সাথে পঙ্গপালের ঘ্রাণেন্দ্রিয় কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা দেখার চেষ্টা করেন। তারা খুঁজে বের করেন, সেই পঙ্গপালের অ্যান্টেনায় থাকা রিসেপটর বা গ্রাহক প্রোটিনটিকে, যা কি না বাতাসে ভাসমান ৪-মিথক্সিস্টাইরিনের সাথে যুক্ত হয়। ওআর৩৫ নামক এ রিসেপটরগুলো এরপরে বিশেষ কোষগুচ্ছকে উত্তেজিত করে। আর এর ফলেই নিঃসরিত হয় 'ফেরোমন'।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

প্রত্নতত্ত্ব

প্রাচীনতম শুক্রাণুর সন্ধান!

সম্প্রতি দশ কোটি বছর আগের শুক্রাণুর সন্ধান পান বিজ্ঞানীরা। মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে পাওয়া এ শুক্রাণু বিশ্বের প্রাচীনতম বলে ধারণা বিজ্ঞানীদের। জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীদের সাথে নিয়ে জলজ প্রাণীর এ শুক্রাণু আবিষ্কার করেন চীনের এক বিশেষজ্ঞ দল। বিশেষজ্ঞরা জানান, একটি অ্যাম্বারের (খোলস) মধ্যে এ শুক্রাণু পাওয়া গেছে, যা ক্রিটেশিয়াস যুগের। এর আগে প্রাণিদেহের সবচেয়ে পুরানো শুক্রাণু পাওয়া যায় আনুমানিক ১ কোটি ৭০ লাখ বছর আগের।

আজ থেকে সাড়ে ২৪ কোটি বছর আগে শুরু হওয়া মেসোজোয়িক মহাযুগ বিভক্ত ছিল তিনটি যুগে— ট্রায়াসিক, জুরাসিক ও ক্রিটেশিয়াস।

মিয়ানমারে প্রাপ্ত শুক্রাণটি ওস্ট্রাকড নামে এক প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়ান (কঠিন আবরণযুক্ত জলজ প্রাণী) থেকে এসেছিল, যা বিভিন্ন স্থানে 'সিড শ্রিম্প' নামে পরিচিত। শুক্রাণুটি পাওয়া যায় স্ত্রী প্রাণীর দেহের ভিতর। ধারণা করা হচ্ছে, প্রাণীটি চূড়ান্ত ফাঁদে পড়ার আগে পুরুষ শুক্রাণু গ্রহণ করেছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিশ্বখ্যাত রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওস্ট্রাকড মহাসাগর, হ্রদ, নদী এবং পুকুরে পাওয়া যেত। বর্তমানে হাজারো প্রজাতির ওস্ট্রাকডের অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবীতে এবং এদের অনেকের বড় আকৃতির শুক্রাণু রয়েছে।

কোটি বছর পুরোনো গাছের জীবাশ্ম!

www.bdniyog.com

পেরুর সেন্ট্রাল আন্ডিয়ান মালভূমিতে এক কোটি বছর আগের গাছের জীবাশ্মের সন্ধান পান গবেষকরা। তারা বলেন, এ জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে জানা যাবে, কীভাবে পৃথিবীতে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। জীবাশ্মটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে জলবায়ু কেমন হতে পারে, তাও অনুমান করা সম্ভব হবে। ঐ স্থানে শতাধিক জীবাশ্ম কাঠ, পাতা ও পরাগায়নের নমুনাও পাওয়া গেছে। এসব নমুনা বিশ্লেষনে নতুন তথ্য জানতে পারবেন বিজ্ঞানীরা।

ইসলামী যুগের কলসভর্তি স্বর্ণমুদ্রা

ইসরাইলের ইয়াভনে শহরের কাছে খননকাজ চালানোর সময় কলসভর্তি স্বর্ণের মুদ্রা পাওয়া যায়। ২৪ আগস্ট ২০২০ দেশটির প্রত্নতাত্ত্বিকরা এ তথ্য জানান। মোট ৪২৫টি 'অত্যন্ত দুর্লভ' প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পান তারা, যেগুলোর মোট ওজন ৮৪৫ গ্রাম। প্রতিটি মুদ্রা ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের তৈরি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানান, মুদ্রাগুলো নবম শতাব্দীর। তখন ইসরাইলের ঐ অঞ্চল ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া সম্পদের মধ্যে ছোট আকারের স্বর্ণমুদ্রার অনেক টুকরা পাওয়া গেছে। ঐ আমলে এগুলো স্বল্পমূল্যের মুদ্রা ছিল। নবম শতাব্দীর শেষ সময়টা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ। ঐ সময় সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছিল। সে সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল বর্তমান আলজেরিয়া থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত।

ইসরাইলের বিভিন্ন স্থানে এর আগেও বহু প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য সম্পদ আবিষ্কার হয়। ২০১৫ সালে প্রাচীন বন্দর শহর সিয়েসারিয়ায় গুপ্তধনের সন্ধান পান জাভিকা ফায়ের নামে এক স্কুবা ডাইভার। সাগরের তলদেশে ঘুরে বেড়ানোর সময় বিপুল সোনার মোহর আবিষ্কার করেন তিনি। সেবার প্রায় দুই হাজার সোনার মোহর আবিষ্কার হয়। এগুলো ফাতেমীয় যুগের স্বর্ণমুদ্রা ছিল বলে জানা যায়। এছাড়াও ২০১৬ সালে এ এলাকাতেই প্রায় ২০০০ বছরের পুরানো রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়।

২,৫০০ বছরের পুরোনো কফিন

সম্প্রতি মিসরের রাজধানী কায়রোর দক্ষিণে সাক্কারা এলাকার প্রাচীন এক কবরস্থান থেকে ২,৫০০ বছরেরও বেশি সময় আগে কবর দেয়া ২৭টি শবাধার বা কফিন উত্তোলন করা হয়। মিসরে এত ব্যাপক সংখ্যায় শবাধার এর আগে খুব কমই তোলা হয়েছে। যেসব কফিন তোলা হয়, সেগুলো কাঠের তৈরি। এ সবের গায়ে নানা রঙ দিয়ে নকশা আঁকা। এগুলোর সঙ্গে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি মমিও আছে। এসব কফিন পুরোপুরি বন্ধ এবং কবর দেয়ার পর এগুলো কখনো খোলা হয়নি।

সাক্কারার এ সমাধিক্ষেত্রে ৩,০০০ বছর ধরে মৃতদেহ কবর দেয়া হত। এটি জাতিসংঘের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা UNESCO ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা বা World Heritage Site।

ভাইকিং দাবা!

দাবা খেলা ইউরোপে প্রবেশের আগে প্রায় একই রকম একটি খেলার প্রচলন ছিল দুর্ধর্ষ ভাইকিং জাতির যোদ্ধাদের অভিজাত মহলে। খেলাটি Hnefatafl বা 'নেফাটাফল' (রাজার টেবিল) নামে পরিচিত ছিল। এ খেলার অনেক ঘুঁটির মধ্যে প্রধান হলো 'রাজা'।

অবসরপ্রাপ্ত খনিকর্মী ৭৩ বছর বয়সি মিক বট সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের লিংকনশায়ারের তোর্কশে-তে ভাইকিংদের Hnefatafl খেলার একটি দুর্লভ পূর্ণাঙ্গ সেট উদ্ধার করেন। ঐ সেটটি যেখানে পাওয়া যায় সেখানে ভাইকিংরা ৮৭২ খ্রিস্টাব্দে শীতকালীন ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। এটা সেই সময়, যখন ভাইকিং যোদ্ধারা যুক্তরাজ্য দখলে তাদের অভিযান মাত্র শুরু করে। পরবর্তী ৩০০ বছরের উত্তাল উত্থান-পতনে চিরকালের মতো বদলে যায় দেশটি।

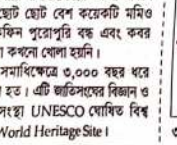

সমুদ্রবন্দরের সংকেতসমূহ— ১-৪ দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত; ৫-৭ বিপদ সংকেত; ৮-১০ মহাবিপদ সংকেত এবং ১১ যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থতা

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

১৬ টনের বৈদ্যুতিক 'ট্রাক'

১৬ টনের বৈদ্যুতিক ট্রাক উন্মোচন করেছে সুইডিশ স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান 'ভোল্টা ট্রাকস'। 'ভোল্টা জিরো' নামের এ ট্রাকটি ২০২২ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যে উৎপাদন শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। যুক্তরাজ্যে 'ডিপিডিগ্রুপ' এবং ইউরোপের অন্যান্য পণ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে ২০২১ সাল থেকেই বৈদ্যুতিক ট্রাকের পরীক্ষা শুরু করবে ভোল্টা।

ভবিষ্যতের বিমান 'ফ্লাইং-ভি'

চিরায়ত উড়োজাহাজের ধারণা পাল্টে দিতে আসছে 'ফ্লাইং-ভি'। এটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটির দুই ডানায় যাত্রী এবং মালপত্র

পরিবহন করা যাবে। এতে করে প্রচলিত বিমানের চেয়ে ২০ ভাগ কম জ্বালানি খরচ হবে। এ ধরনের বিমান তৈরিতে গবেষণা করছে নেদারল্যান্ডের ডেলফট ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি এবং ডাচ এয়ারলাইন্স কোম্পানি কেএলএম। এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে তারা তিন মিটার এবং ২২.২ কেজি ওজনের একটি নমুনা উড়োজাহাজও উড়িয়েছেন। এতে বিমানটিকে সফলভাবে আকাশে উড়াতে সক্ষম হন গবেষকরা।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে জ্বালানি তৈরি

কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষণের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। গাছ যেমন সূর্যের আলো, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে, এটাও তা-ই করে। এ যন্ত্রটি চালাতে আলাদা করে বিদ্যুৎশক্তি ব্যয় হয় না। স্বয়ংক্রিয় এ যন্ত্র থেকে যে জ্বালানি তৈরি হয় তা সংরক্ষণ করা যায়। এ যন্ত্র তৈরি করেন যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তারা যন্ত্রটি তৈরিতে অত্যাধুনিক 'ফটোশিট' প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। গাছ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি করে অক্সিজেন এবং শর্করা। তবে এ যন্ত্রটি তৈরি করে অক্সিজেন ও ফরমিক অ্যাসিড। বিজ্ঞানীরা বলেন, এ ফরমিক অ্যাসিডকে সরাসরি জ্বালানি হিসেবে বিশেষ ধরনের জেনারেটরে ব্যবহার করা যায়। পাশাপাশি একে রূপান্তর করা যায় হাইড্রোজেনেও, যা খুব উন্নতমানের জ্বালানি। এ তারবিহীন যন্ত্রটিকে আরও উন্নত করে এবং আকারে বড় করে বিভিন্ন খামারে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এর দূষণমুক্ত জ্বালানি দুইভাবে পরিবেশকে সুরক্ষা দেবে। যন্ত্রটি যে পানি ব্যবহার করে তাও পরিবেশের জন্য দূষণকারী কোনো উপাদান নয়।

রোগবিনাশী ক্ষুদে রোবট

বিজ্ঞানীরা অতি খুদে আকারের রোবট বাহিনী তৈরি করেছেন। এরা আকারে মানুষের চুলের চেয়েও চিকন। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এসব রোবট সেনা মানুষের শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করানো যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, এরা মানবদেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রোগবালাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই করবে। এসব খুদে রোবট তৈরি করেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তারা বলেন, এগুলো হৃৎপিণ্ডে কিংবা মস্তিষ্কের স্নায়ুর স্পন্দন দেখভাল করতে পারবে। এমনকি এরা বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে সেখানে সরাসরি ওষুধ সরবরাহও করতে পারবে। একেকটি রোবটের আকার ০.০০৪ ইঞ্চি। এদের মধ্যে আছে সিলিকনের তৈরি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেগুলো এদের দিক ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে। সিলিকনভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জুড়ে দেয়ায় এগুলো দক্ষ রোবটে পরিণত হয়েছে। গ্রাফিনভিত্তিক এসব খুদে মেশিন গণহারে উৎপাদন করা যাবে। লেজার লাইটের মাধ্যমে এদের পাগুলো বিভিন্ন দিকে বাঁকানো ও সোজা করা যায়। এতে এরা যেদিকে ইচ্ছা চলতে পারে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষামূলকভাবে সিলিকনের অতি পাতলা শিটে চার ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় দশ লাখেরও বেশি এসব খুদে রোবট তৈরি করতে সফল হন। এদের মধ্যে সোলার সেল ব্যবহার করা হয়েছে, যা এদের শক্তি জোগায়। এগুলো ২০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং অতি অ্যাসিডীয় পরিবেশেও কাজ করতে পারে। একেকটি রোবট ৫ মাইক্রন পুরু, ৪০ মাইক্রন প্রশস্ত এবং ৪০-৭০ মাইক্রন দীর্ঘ। মাইক্রন হচ্ছে এক মিটারের ১০ লাখ ভাগের একভাগ।

আসছে 5G মেসেজ

প্রচলিত টেক্সট মেসেজিং সার্ভিসকে (SMS) বিদায় জানিয়ে আসছে ৫জি মেসেজ সার্ভিস। শাওমির নতুন কিছু ফোনে এ সার্ভিস দেখা গেছে। ভবিষ্যতে সব ফোনে এ সার্ভিস থাকবে। শর্ট মেসেজ সার্ভিসের আপগ্রেড হচ্ছে এ 5G মেসেজ। প্রচলিত SMS-

এ ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতিটি মেসেজে যে নির্দিষ্ট ক্যারেক্টর লিমিট থাকে, 5G মেসেজ সার্ভিসে সেই ধরনের কোনো সীমাবদ্ধতা থাকবে না। এ নতুন ফিচারে টেক্সট, ভিডিও, অডিও, ইমোটিকনস, কন্টাক্টসহ বহুবিধ ফরম্যাট সাপোর্ট করবে। এছাড়া এটি যেমন অনলাইন ও অফলাইন মেসেজ সাপোর্ট করবে, তেমনি মেসেজ ব্যবহারকারীদের মেসেজ স্ট্যাটাস রিপোর্ট, মেসেজ হিস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করবে। 5G মেসেজের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়ার দৈর্ঘ্য বা আকার নির্বিশেষেই মেসেজটি প্রাপকের কাছে পৌঁছাতে পারবে। এছাড়া এসএমএসের ইউজার ইন্টারফেসে সরাসরি চ্যাটবটের মাধ্যমেই সার্ভিস প্রভাইডারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা সম্ভব হবে। ইউজাররা এ ফিচারের মাধ্যমে টিকিট কেনা, লজিস্টিকস চেকিং, ফি দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলো করতে পারবেন। এছাড়া 5G মেসেজ একটি ব্র্যান্ড নিউ হিউম্যান-কম্পিউটার অ্যানহ্যান্সড মোড আনছে। এ উইন্ডোয় ইউজাররা ওয়ান স্টপ সার্ভিস এক্সপেরিয়েন্স কমপ্লিট করতে পারবেন। যেমন— সার্ভিস সার্চ, ডিসকভারি, ইন্টারেকশন, পেমেন্ট প্রভৃতি।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

দূরের আকাশ

মহাকাশ ভ্রমণ

মহাকাশ পর্যটনের দরজা খুলে যাচ্ছে সবার জন্য। মহাকাশ পর্যটনবিষয়ক ব্রিটিশ স্পেসশিপ সংস্থা Virgin Galactic এ সুবিধা করে দিচ্ছে। ২০০৪ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে মহাকাশ পর্যটনের চেষ্টা চালিয়ে আসছেন সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ব্রনসন। সম্প্রতি তারা নতুন মহাকাশযানের নকশা প্রকাশ করেন। এতে ছয়জন যাত্রী বসতে পারবেন। এছাড়া থাকবে দু'জন পাইলটের বসার জায়গা। ইতোমধ্যে প্রায় ৬০০ যাত্রী টিকিট কিনে ফেলেছেন। বুকিং দিয়ে রেখেছেন আরও ৪০০ যাত্রী। প্রতিটি টিকিটের দাম ধরা হয় ২,৫০,০০০ মার্কিন ডলার। পৃথিবী থেকে ৬৮ মাইল উচ্চতায় পৌঁছে যাত্রীরা মহাকাশের একেবারে প্রান্তে ভ্রমণ করার সুযোগ পাবেন।

চীনের পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান পরীক্ষা

সফলভাবে পরীক্ষামূলক পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে সেটিকে ফের ভূমিতে অবতরণ করাতে সক্ষম হয় চীন। সম্প্রতি উনান মঙ্গোলিয়ার জিকুয়ান মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে Long March 2F রকেটের সাহায্যে মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করে চীন। দু'দিন কক্ষপথে ঘুরে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ নির্দিষ্ট স্থানে সফলভাবে অবতরণ করে এটি। মহাকাশযাত্রায় খরচ কমানোর একটি পথ হিসেবেই দেখা হয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযানগুলোকে। X-37B নামের মার্কিন একটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান ইতোমধ্যে অনেকগুলো অভিযান শেষ করেছে।

শুক্র গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব!

সম্প্রতি সৌরজগতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম গ্রহ শুক্রের মেঘমালার মধ্যে ফসফিন নামের এক ধরনের গ্যাসের অস্তিত্ব শনাক্ত করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এরপর তারা দাবি করেন যে, গ্রহটিতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই এবং চিলির আতাকামায় অবস্থিত টেলিস্কোপ ব্যবহার করে একদল বিশেষজ্ঞ শুক্র গ্রহের মেঘের আস্তরণ পর্যবেক্ষণ করেন। এতে তারা ফসফিন গ্যাসের অস্তিত্ব শনাক্ত করতে সক্ষম হন। তবে শুধুমাত্র ফসফিনের উপস্থিতি শুক্র গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। কারণ শুক্র গ্রহের যে উচ্চ তাপমাত্রা

রয়েছে, তা সাধারণত সিসা গলানোর জন্য উত্তপ্ত চুলার মতো। বিজ্ঞানীরা বলেন, শুক্র গ্রহের তাপমাত্রা ৪৬৪° সেলসিয়াস। এ তাপমাত্রায় প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ।

একটি ফসফরাস পরমাণু ও তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমন্বয়ে ফসফিন গ্যাসের অণু তৈরি হয়ে থাকে, যা পৃথিবীর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। পৃথিবীতে কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রাকৃতিকভাবে ফসফরাসের সাথে হাইড্রোজেনের মিলন ঘটিয়ে এ গ্যাস তৈরি করে। শিল্প-কারখানায়ও এ গ্যাস তৈরি করা যায়। বিবর্ণ এ গ্যাসের গন্ধ বলুন বা পঁচে যাওয়া মাছের গন্ধের মতো।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় একবারে মিলল ৫০টি নতুন গ্রহ

মহাকাশ নিয়ে গবেষণায় সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন ৫০টি নতুন গ্রহ। নাসার দেয়া পুরানো তথ্য ও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) সাহায্যে এ ৫০টি সম্ভাব্য গ্রহ শনাক্ত করেন। তারা প্রথমবার এ কৌশলটি ব্যবহার করেন এবং এ গ্রহগুলোর বিশ্লেষণ করে কোনটি আসল এবং কোনটি নকল তা নির্ধারণে সফল হন। জানা গেছে, নতুন এ গ্রহগুলো নেপচুনের মতো বৃহত্তর এবং পৃথিবীর চেয়ে ছোটো। আর এ সৌরজগতের কক্ষপথগুলো ২০০ দিন থেকে এক দিনেরও কম সময় পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাচীনতম কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান

প্রাচীনতম এক কৃষ্ণগহ্বরের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নাম রাখা হয় GW190521। কৃষ্ণগহ্বরটির সন্ধান পান 'ইউরোপিয়ান গ্র্যাভিটেশনাল অবজারভেটরি'র জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এ অনুসন্ধানে যুক্ত আছেন প্রায় দেড় হাজার বিজ্ঞানী। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর কীভাবে তৈরি হয়— সেই রহস্য সমাধানে হয়তো মুখ্য ভূমিকা নেবে এ আবিষ্কার। বিজ্ঞানীরা জানিয়ে, ৭০০ কোটি বছর আগে যখন এ কৃষ্ণগহ্বরটির জন্ম হয়েছিল, তখন ব্যাপক মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তৈরি হয়েছিল। দুটি কৃষ্ণগহ্বরের সংঘর্ষে ঐ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষ্ণগহ্বর দুটি জুড়ে গিয়ে GW190521-এর জন্ম হয়। কৃষ্ণগহ্বরটির আসল বিশেষত্ব হলো এর বিশালাকার। এমন বিশালাকৃতি কৃষ্ণগহ্বরের খোঁজ মিলল এ প্রথম। বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলে 'ইন্টারমিডিয়েট-মাস ব্ল্যাক হোল'। সূর্যের ১০০ থেকে ১০ হাজার গুণ বড় ভরের কৃষ্ণগহ্বরগুলোকে এ নামে ডাকা হয়। সূর্যের তিন থেকে ১০ গুণ বড় কৃষ্ণগহ্বরগুলোকে বলা হয় 'স্টেলার ব্ল্যাক হোল'। নয়া আবিষ্কৃত GW190521'র ভর সূর্যের প্রায় ১৪২ গুণ।

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ২২৪ কিলোমিটার/ঘণ্টা

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ছায়াপথে সুবিশাল জ্যোতির্বলয়

প্রথমবারের মতো কোনো ছায়াপথ ঘিরে বিশাল এক জ্যোতির্বলয়ের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ (Andromeda Galaxy) ঘিরে থাকা এ বলয়ের বিস্তারিত মানচিত্রও তৈরি করা হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, জ্যোতির্বলয়টি আকারে অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথের ১৫-২০ গুণ বড়। এর দুটি স্তর— একটি ভেতরের এবং অন্যটি বাইরের। পাঁচ বছর আগে প্রথম এর হদিস মেলে। তবে সে সময় কেবল অ্যান্ড্রোমিডার জ্যোতির্বলয়ের ভেতরের অংশটির দেখা মেলে, যা এর কেন্দ্রস্থল থেকে মহাকাশে ৫ লাখ আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। গবেষণায় এবার এ জ্যোতির্বলয়ের বাইরের অংশটিরও দেখা মেলে, যা আরও ২০ লাখ আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। ছায়াপথের জ্যোতির্বলয় আলো বিকিরণ করে না। তাই এগুলো চট করে দেখা সম্ভব হয় না।

৪৪টি কোয়াসার পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, অ্যান্ড্রোমিডার জ্যোতির্বলয়ের কারণে এগুলোর আলো কমে যাচ্ছে। আলোর তীব্রতার এ কমা-বাড়া পরিমাপ করেই অবশেষে এর ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরিতে সফল হন তারা। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে যান এর বিশালত্ব দেখে। বিস্ময়ের আরেকটি কারণ, তারা এ প্রথম কোনো দ্বিস্তরবিশিষ্ট জ্যোতির্বলয়ের সন্ধান পান।

শুক্র গ্রহ রাশিয়ার!

পৃথিবীর স্থল ও আকাশসীমা ছাড়িয়ে সম্প্রতি সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ শুক্রের মালিকানা দাবি করে বসল রাশিয়া। মস্কোর দাবি, শুক্র রাশিয়ান গ্রহ। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার (ESA) মতে, শুক্র গ্রহ নিয়ে আলাপ উঠলে স্বীকার করতে হবে যে, রাশিয়ানদের এ গ্রহটি নিয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে বলা হয়, ১৯৬৭-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত শুক্র গ্রহ নিয়ে রাশিয়ায় যে গবেষণা হয়েছে, তা এ গ্রহে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণার শীর্ষস্থান দখল করে আছে।

শুক্র গ্রহের আকার পৃথিবীর মতোই। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী এ গ্রহ সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ যেদিকে আবর্তিত হয়, তার বিপরীত দিকে ঘূর্ণায়মান।

মঙ্গলগ্রহে জমি ক্রয়!

চাঁদে বসবাসের জন্য মানুষের জমি কেনার কথা অনেকেই জানেন। বলিউডের প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত, শাহরুখ খানসহ অনেকেরই চাঁদে জমির মালিক হন। নতুন খবর হলো চাঁদ ছাপিয়ে মানুষের নজর এখন মঙ্গল গ্রহের দিকে। পৃথিবীর অনেক বাসিন্দাই আগ্রহী হচ্ছেন সেখানে জমি কিনে বসবাসের। এবার সেই দলে নাম লেখান এক ভারতীয় বাঙালি। ইতিমধ্যেই মঙ্গলে জমি কিনেও ফেলেছেন তিনি। তার নাম শৌনক দাস। তিনি হুগলির শ্রীরামপুরে বসবাস করেন। মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবীর মতো এক খণ্ড জমি কিনতে তাকে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হয়নি। শৌনক মঙ্গল গ্রহে ১ একর জমি কিনেছেন মাত্র ৩,০০০ রুপিতে। ইতোমধ্যেই শৌনকের নামে একটি চিপ মঙ্গলে পাঠিয়েছে নাসা। সম্প্রতি জমির দলিলও হাতে পেয়ে গেছেন তিনি।

গ্রহাণুর বুকে প্রথম স্পন্দন

মহাকাশে এতদিন যাদের নিষ্প্রাণ মনে করা হতো, তাদের মধ্যে সম্প্রতি প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পায় নাসার মহাকাশযান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এটি অনেক বড় ঘটনা। কারণ এবারই প্রথম ঘটল এমন ঘটনা। আদ্যোপান্ত পাথুরে গ্রহাণু 101955 Bennu-তে এ প্রাণের স্পন্দন আবিষ্কার করে নাসার মহাকাশযান OSIRIS-REx। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ LINEAR প্রকল্প গ্রহাণুটিকে আবিষ্কার করে। ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ গ্রহাণুটিতে পৌঁছায় মহাকাশযান OSIRIS-REx।

গ্রহাণুতে সোনার খনি

সম্প্রতি নাসা এমন একটি গ্রহাণুর সন্ধান পান, যেটা মহামূল্যবান ধাতুতে ঠাসা। নাসার আবিষ্কৃত গ্রহাণুটির নাম 16 Psyche। এ

গ্রহাণুতে আছে প্রচুর লোহা ও নিকেল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ গ্রহাণুতে পাওয়া যাবে বহু মূল্যের সোনাও। গ্রহাণুটির বর্তমান অবস্থান মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝামাঝি। এর আকার আমাদের চাঁদের ১০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র এবং প্রশস্ততা প্রায় ২২৫ কিলোমিটার। গ্রহাণুটি প্রতি ৫ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

গ্রহাণুটিতে কী পরিমান লোহা আছে, তার ধারণা দেন নাসার গবেষকেরা। তাদের মতে, এতে ১০,০০০ কোয়াড্রিলিয়ন (১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০) লোহা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া আছে নিকেল ও সোনার মতো মূল্যবান সম্পদ। অতি-উৎসাহী কিছু মানুষ এ সম্পদের বাজারমূল্য নির্ধারণ করেন। যদি পুরো গ্রহাণুটির সম্পদ পৃথিবীতে নিয়ে আসা যায়, তাহলে পৃথিবীর প্রত্যেকে ১০ হাজার কোটি ডলারের মালিক হবেন।

বিবিধ

- ১৬ আগস্ট ২০২০ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছ দিয়ে চলে যাওয়ার রেকর্ড করে 2020 QG নামের এক গ্রহাণু। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে সমুদ্রপৃষ্ঠের ২৯৫০ কিলোমিটার ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার সময় গ্রহাণুটির গতিবেগ ছিল সেকেন্ডে ১২.৩ কিলোমিটার। রেকর্ডগড়া গ্রহাণুটি ৩-৬ মিটার প্রস্থ।
- ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ পৃথিবী থেকে ৪.৬ মিলিয়ন মাইল দূর দিয়ে যায় 2010 FR নামের এক বিশাল গ্রহাণু। ১৮ মার্চ ২০১০ আবিষ্কৃত এ গ্রহাণুর আকার মিসরের গিজা পিরামিডের প্রায় দ্বিগুণ।
- ২ নভেম্বর ২০২০ পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে চলে যাবে 2018 VP1 নামের এক গ্রহাণু। প্রায় ২ মিটার বা ৭ ফুটের মতো ঐ গ্রহাণুটি আবিষ্কৃত হয় ৩ নভেম্বর ২০১৮। ক্যালিফোর্নিয়ার পালমার অবজারভেটরিতে প্রথমবার এ গ্রহাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়।

প্রতিবছরই বহু গ্রহাণু পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। বেশির ভাগই বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে আগুনের গোলার রূপ নেয়। তারপর আছড়ে পড়ে পৃথিবীর বুকেই নিঃশেষ হয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে অল্প সময়ের জন্য টেলিস্কোপের ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই ছবি।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

৩০ মিনিটে গমের ছত্রাক চিহ্নিত

গমের ব্লাস্ট রোগ দ্রুত শনাক্ত করতে একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের একদল বিজ্ঞানী। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে গমগাছ, এর বীজ বা গমের দানা পরীক্ষা করে ব্লাস্ট রোগের ছত্রাক চিহ্নিত করা যাবে। এ জন্য সময় লাগবে মাত্র ৩০ মিনিট। গবেষণাটির ফলাফল চলতি মাসের শুরুতে বিজ্ঞান সাময়িকী ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রকাশিত হয়।

নতুন উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তি অনেকটা মানুষের গর্ভধারণ পরীক্ষার মতো। গমের কোনো একটি অংশে নতুন উদ্ভাবিত 'স্ট্রিপের' মধ্যে রাখতে হবে। আধা ঘণ্টার মধ্যে জানা যাবে সেখানে ব্লাস্টের জন্য দায়ী ছত্রাক আছে কি না। এ যন্ত্রটি তৈরি করতে ৩০০-৪০০ টাকা খরচ পড়বে। ভবিষ্যতে তা আরও কমতে পারে। এ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরকৃবি) ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (IBGE), যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইও স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচার (USDA) এবং চায়নিজ একাডেমি অব সায়েন্স। বাংলাদেশ সরকারের কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মূল গবেষণা হয়। তবে আন্তর্জাতিক আণবিক গবেষণাকেন্দ্র এতে কারিগরি ও আংশিক অর্থায়ন করে। গবেষণা দলের নেতৃত্ব দেন বশেমুরকৃবির অধ্যাপক মো. তোফাজ্জল ইসলাম। বিশ্বব্যাপী গমের ব্লাস্ট রোগকে একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। ১৯৮৫ সালে রোগটি প্রথম ব্রাজিলে দেখা দেয়। অনুকূল আবহাওয়া পেলে তা শতভাগ গম নষ্ট করে ফেলে। ব্লাস্ট গমের শিষের ভেতরে দানা তৈরি হতে দেয় না। ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের গমে প্রথম এ রোগটি দেখা দেয়।

ডায়াবেটিস নিরাময়ের উপায় উদ্ভাবন!

অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক প্রথমবারের মতো ডায়াবেটিস টাইপ-২ নিরাময়ের উপায় উদ্ভাবন করে। বিশ্বে ৪০ কোটি মানুষ টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ভুগছেন। ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্নের গবেষকরা দাবি করেন, মানুষের শরীরে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি একটি প্রোটিন ব্যবহার করে ডায়াবেটিস টাইপ-২ নিরাময় সম্ভব এবং এটি বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে বেশি কার্যকর। বর্তমান পদ্ধতি স্বল্পস্থায়ী এবং এর উল্লেখযোগ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে।

গবেষকদল SMOC-1 নামের একটি প্রোটিনের সন্ধান পান, যা প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের লিভারের মধ্যে তৈরি হয়। এ প্রোটিন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। SMOC-1 রক্তে উচ্চমাত্রায় গ্লুকোজ রয়েছে, এমন ডায়াবেটিস টাইপ-২ রোগীর চিকিৎসায় কার্যকর সম্ভাবনা তৈরি করে। গবেষকরা কৃত্রিমভাবে উদ্ভাবিত SMOC-1 প্রাণী দেহে পরীক্ষা চালিয়ে কার্যকরভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে আনতে সক্ষম হন। মেটফর্মিন নামক বর্তমান ফ্রন্টলাইন ওষুধের চেয়ে রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে এটি বেশি কার্যকরী। এটি ফ্যাটি লিভার এবং রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রাও হ্রাস করে, যা ডায়াবেটিস-২ টাইপ রোগীদের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা।

www.bdniyog.com

ব্যথাহীন সুচ আবিষ্কার

ইনজেকশন সিরিঞ্জের বিকল্প হিসেবে প্রথমবারের মতো মাইক্রোনিডল (সুচ) আবিষ্কার করে ভারত। ব্যথাহীন এ মাইক্রোনিডলের মাধ্যমে যাতে ওষুধ ঠেলে শরীরে প্রবেশ করানো যায়, এর জন্য বানানো হয় মাইক্রোপাম্পও। আক্ষরিক অর্থেই অভিনব এ দুটি উদ্ভাবন করে খড়গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (IIT) ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বিভাগ। সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল *নেচার* এবং *IEEE*-তে।

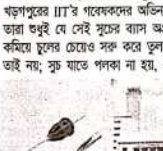

ইনজেকশন নেয়ার ভয় দূর করতে গত কয়েক দশক ধরেই গবেষণা চলেছে আমেরিকাসহ পৃথিবীর নানা দেশে। 'পেইনলেস ইনজেকশন ডিভাইস' আমেরিকাসহ আরো কয়েকটি দেশে চালু হয়েছে। ভারতেও গত কয়েক বছরে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে তা সর্বজনীন করা সম্ভব হয়নি। ইনজেকশন দেয়ার প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি যন্ত্রণাহীন করাও সম্ভব হয়নি, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অপ্রতুলতায়। খড়গপুরের IIT'র গবেষকদের অভিনবত্ব এখানেই। তারা শুধুই যে সেই সুচের ব্যাস অপ্রত্যাশিতভাবে কমিয়ে চুলের চেয়েও সরু করে তুলতে পেরেছেন, তাই নয়; সুচ যাতে পলকা না হয়, এর জন্য তার

শক্তিও বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন কয়েকগুণ। ফলে ত্বকের নিচে ঢোকানোর সময় সেই সুচ ভেঙেও যাবে না। চুলের চেয়েও সরু হওয়ায় এ মাইক্রোনিডল শরীরে ফোটানো হলে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা অনুভূত হবে না। এ সুচ আকারে এতই ছোট আর সরু যে আমাদের শরীরের স্নায়ুগুলোকে (নার্ভ) ছুঁতেই পারবে না। মাইক্রোনিডলগুলোর বাইরের ব্যাস মাত্র ৫৫ মাইক্রোমিটার, আর ভেতরের ব্যাস ৩৫ মাইক্রোমিটার। বাজারে চালু মাইক্রোনিডলগুলোর চেয়ে ৮ গুণ মজবুত করে এ সুচগুলো বানানো হয়েছে, যার 'স্টিফনেস' প্রায় ৫ গুণ (৪.৮ গুণ)। ত্বকে ভেদন-শক্তি ৪১৮ গুণ বেশি। ইলাস্টিকের (স্থিতিস্থাপক) মতো প্রয়োজনে নিজেকে বাঁকিয়ে নেয়ার ক্ষমতা বাজারে চালু মাইক্রোনিডলের চেয়ে ৩৬৩ গুণ বেশি এ সুচের, যার মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ০.০১২ মাইক্রোলিটার তরল শরীরে প্রবেশ করানো যাবে। স্বর্ণের পাত বসানো যে মাইক্রোপাম্পটি বানানো হয়েছে, তার মাধ্যমে প্রতি মিনিটে ৩০ মাইক্রোলিটার করে ওষুধ ঢুকিয়ে দেয়া যাবে মাইক্রোনিডলের মধ্যে থাকা 'রিজার্ভার'-এ।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

রেকর্ড বিশ্ব

নৌকায় অস্ট্রেলিয়া প্রদক্ষিণ

অস্ট্রেলিয়ার এক দুঃসাহসী নারী অভিযাত্রী লিসা রোয়ার। পাল তোলা নৌকা নিয়ে তিনি একাই বের হয়েছিলেন দেশ প্রদক্ষিণে। লিসা রোয়ার সফলভাবে অস্ট্রেলিয়া প্রদক্ষিণ করার পাশাপাশি অন্যও এক রেকর্ডও গড়েন। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরতে তার সময় লাগে ৫৮ দিন ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। দ্রুততম সময়ের হিসাবে তার এ কীর্তি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতি লাভ করে। এর আগে যিনি নৌকায় করে অস্ট্রেলিয়া ঘুরেছেন তার লেগেছিল ৬৮ দিন। পুরো দেশ ঘুরতে লিসা রোয়ারকে পাড়ি দিতে হয় ৬,৫৩৬ নটিক্যাল মাইল। লিসা রোয়ার এর আগেও এমন দুঃসাহসী অভিযান সম্পন্ন করেন। প্রথম নারী হিসেবও পাল তোলা নৌকা নিয়ে অ্যান্টার্কটিকা প্রদক্ষিণ করেন লিসা রোয়ার। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা পাল তোলা নৌকা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড পাড়ি দেয়া।

ছাদের ওপর সর্ববৃহৎ গ্রিনহাউস

কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মন্ট্রিলে নির্মিত হয় ছাদের ওপর বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্রিনহাউস। ১,৬০,০০০ বর্গফুট বা ১৫,০০০ বর্গমিটার আয়তনের এ গ্রিনহাউস ৩টি ফুটবল মাঠের সমান। ২৬ আগস্ট ২০২০ এটি উন্মোচন করা হয়। Lufa Farms নামের একটি প্রতিষ্ঠান এর উদ্যোক্তা। এতে বেতন ও টমেটো উৎপাদন করা হচ্ছে।

বরফের মধ্যে আড়াই ঘণ্টা!

টানা আড়াই ঘণ্টা বরফের মধ্যে কাটিয়ে নিজের রেকর্ড ভেঙে দেন অস্ট্রিয়ার আইস সুইমার জোসেফ কোয়েবার্ল। এর আগে বরফ-শীতল পানিতে সাঁতার কাটার একাধিক নজির রয়েছে তার। সম্প্রতি জোসেফ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড বরফের মধ্যে কাটান। ২০১৯ সালেও তিনি একই কাজ করেন। তবে এবার তিনি বরফের মধ্যে ৩০ মিনিট বেশি কাটান। তার এ কীর্তির বেশ কয়েকটি ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে, কাচের একটি স্বচ্ছ বাক্সে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আর তার চার দিকে ঢেলে দেয়া হচ্ছে ২০০ কেজি বরফ। গলা থেকে ওপরের অংশ বাদে পুরো শরীর ছিল বরফের মধ্যে। এ অবস্থায় তিনি কাটিয়ে দেন আড়াই ঘণ্টা।

প্রবীণতম দম্পতি

বর্তমানে বিশ্বের প্রবীণতম দম্পতি হলেন দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের রাজধানী কিটোতে বসবাসকারী জুলিও সিজার মোরা তাপিয়া ও ওয়াস্ত্রামিনা ম্যাক্রোভিয়া কুইন্টেরোস রেয়েস। ১১০ বছর বয়সি মোরা ও ১০৫ বছর বয়সি রেয়েস ২৫ আগস্ট ২০২০ গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সবচেয়ে বেশি বয়সি যুগল হিসেবে নাম লেখান। ঐদিন তাদের বিয়ের বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর ৬ মাস ২২ দিন। ৭ বছরের বন্ধুত্বের পর তারা বিয়ে করেন ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। পেশায় শিক্ষক এ দম্পতির রয়েছে ৫ সন্তান, ১১ জন নাতি-নাতনি, ২১ জন প্রপৌত্র ও ৯ জন প্রপৌত্রের সন্তান।

বিশ্বের দীর্ঘতম জাতীয় পতাকা

বিশ্বের দীর্ঘতম জাতীয় পতাকা বানিয়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখান বাংলাদেশের তরুণ ইমরান শরিফ। চিঠি লেখার খাম দিয়ে বানানো পতাকা ক্যাটাগরিতে ৪.৯৭০টি খাম ব্যবহার করে ইমরানের বানানো লাল-সবুজের পতাকাটি ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ আমাদের বিজয় দিবসের দিনই নথিভুক্ত করে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ। ২০ এপ্রিল ২০২০ গিনেস কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ইমরানকে দেয়া এ স্বীকৃতির সম্পর্কে তাদের ওয়েবসাইটে লেখা হয়, বিশ্বের দীর্ঘতম এনভেলপ মোজাইক পতাকাটি ৬০ বর্গমিটারের। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের এ বিভাগের আনুষ্ঠানিক নাম Largest Envelope Mosaic (Flag)। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আনুপাতিক মাপ ঠিক রেখে বানানো পতাকাটিতে সবুজ অংশের ৩,৮৮৩টি এবং লাল অংশের ১,০৮৭টি খাম দিয়ে নিজ হাতেই তৈরি করেন ইমরান। বিচিত্র বিষয়ে রেকর্ড সংরক্ষণ করার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখানো ইমরানের এবারই প্রথম নয়, এর আগেও তার ঝুলিতে রয়েছে আরও একটি বিশ্বরেকর্ড। বিশ্বের দীর্ঘতম 'পেপারক্লিপ চেইন' ছিল তার প্রথম বিশ্বরেকর্ড। দীর্ঘতম পেপারক্লিপ চেইন হিসেবে যার দৈর্ঘ্য ছিল ২.৫২৭ কিলোমিটার বা আড়াই কিলোমিটার (প্রায়)। 'ক্ষুদ্র পেপারক্লিপ বা জেমসক্লিপ'-এর সংখ্যা ছিল প্রায় ১,১৩,৭১৫টি; অসীম ধৈর্য পরীক্ষার এ বিশ্বরেকর্ডের জন্য লেগেছে প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময়।

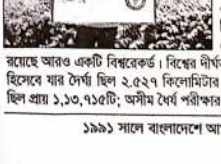

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ২২৫ কিমি/ঘণ্টা

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

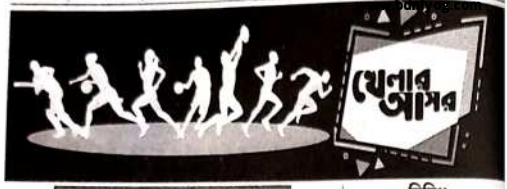

www.bdniyog.com

BKSP'তে আরো তিন ডিসিপ্লিন

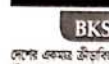

দেশের একমাত্র ক্রীড়াবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। ৩০ জন ফুটবল ও ৬০ জন হকি খেলোয়াড় নিয়ে ১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ সাভারের জিরানিতে যাত্রা শুরু করে বিকেএসপি। শিশু-কিশোরদের মধ্যে খেলাধুলার অগ্রযাত্রায়

গত ৩৪ বছরে প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও দেশজুড়ে গড়েছে ৫টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র— চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর। এছাড়া কক্সবাজারের রামু, রাজশাহী ও ময়মনসিংহে আরো তিনটি কেন্দ্র সম্প্রসারণের অপেক্ষায় রয়েছে।

৯ আগস্ট ২০২০ বিকেএসপি'র পরিচালনা বোর্ডের এক সভায় নতুন তিনটি ডিসিপ্লিন যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন তিনটি ডিসিপ্লিনসহ বিকেএসপি'তে বর্তমানে মোট ডিসিপ্লিন সংখ্যা ২৩টি।

BKSP'তে বছরওয়ারি যুক্ত ডিসিপ্লিন

- ১৯৮৬ : ফুটবল ও হকি [২০১৯ সালে যুক্ত হয় নারী হকি]
- ১৯৮৭ : অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, ক্রিকেট ও টেনিস বিভাগ
- ১৯৯১ : জিমন্যাস্টিক্স
- ১৯৯৪ : বক্সিং
- ১৯৯৭ : বাস্কেটবল
- ২০০০ : শুটিং
- ২০০৯ : আর্চারি ও জুডো
- ২০১২ : কারাতে, টেবিল টেনিস, তায়কোয়ান্দো, ভলিবল ও উশু
- ২০১৯ : গলফ, কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন
- ২০২০ : ভারোত্তোলন, হ্যান্ডবল ও স্কোয়াশ।

CPL T20

Caribbean Premier League

আয়োজন : অষ্টম। সময়কাল : ১৮ আগস্ট-১০ সেপ্টেম্বর ২০২০। চ্যাম্পিয়ন : ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। রানার্স আপ : সেন্ট লুসিয়া জোকস। প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ : কাইরন পোলার্ড (ত্রিনবাগো)। সর্বোচ্চ রান : লেন্ডল সিমন্স (ত্রিনবাগো) ৩৫৬ রান। সর্বাধিক উইকেট; স্কট কুগেলেজিন (সেন্ট লুসিয়া); ১৭টি।

- ফাইনালে চতুর্থবারের মতো শিরোপা লাভ করে ত্রিনবাগো। সেন্ট লুসিয়া জোকসকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে।
- বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি২০'র ইতিহাসে প্রথম কোনো দল হিসেবে টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে শিরোপা লাভ করে ত্রিনবাগো। আসরে নিজেদের ১২ ম্যাচের সবকটিতেই জয়লাভ করে তারা।

US OPEN

আয়োজন : ১৪০তম। সময়কাল : ৩১ আগস্ট-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০। একক চ্যাম্পিয়ন ▸ পুরুষ : ডমিনিক থিম (অস্ট্রিয়া) • নারী : নাওমি ওসাকা (জাপান)।

বিশ্বরেকর্ড

এক ঘণ্টার দৌড়

৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লিগে এক ঘণ্টায় ২১,৩৩০ মিটার দৌড়ে ১৩ বছর ধরে অক্ষত থাকা বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দেন চারবারের অলিম্পিক জয়ী ব্রিটিশ দৌড়বিদ মো ফারাহ। তার আগে এ রেকর্ডটি ছিল ইথিওপিয়ান দৌড়বিদ হাইলে জেব্রেসেলাসির। তিনি ২০০৭ সালে এক ঘণ্টায় দৌড়েছিলেন ২১,২৮৫ মিটার।

পোল ভল্ট

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ডায়মন্ড লিগের রোম মিটে ৬.১৫ মিটার লাফিয়ে পোল ভল্ট কিংবদন্তি সার্গেই বুবকার ২৬ বছরের পুরানো আউটডোর রেকর্ডটি ভেঙে দেন সুইডেনের আরমান্ড ডুপ্লান্টিস। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরে ইউক্রেনের প্রতিনিধিত্ব করা বুবকা ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ১৭ বার নতুন করে লিখেছিলেন পোল ভল্টের বিশ্বরেকর্ড। ৬.১৪ মিটার লাফিয়ে ৩১ জুলাই ১৯৯৪ রোমে সর্বশেষ রেকর্ডটি গড়েছিলেন বুবকা।

বিবিধ

- ২৫ আগস্ট ২০২০ ইতিহাসের প্রথম পেসার এবং চতুর্থ বোলার হিসেবে টেস্টে ৬০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন। অন্য ৩ জন— মুত্তিয়া মুরালিধরন (শ্রীলংকা), শেন ওয়ার্ন (অস্ট্রেলিয়া) ও অনিল কুম্বলে (ভারত)।

- টেনিসে কিংবদন্তি পুরুষ জুটি যুক্তরাষ্ট্রের বব ও মাইক ব্রায়ান ২৭ আগস্ট ২০২০ অবসরের ঘোষণা দেন।
- ২৬ আগস্ট ২০২০ টি২০ ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্রাভো।
- ইতিহাসের প্রথম নারী ফুটবলার হিসেবে প্রথমবারের মতো পেশাদার কোনো পুরুষ ফুটবল ক্লাবে খেলতে যাচ্ছেন জাপানের নারী ফুটবলার ইউকি নাগাসাতো।
- ১২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে ফোর্বস ম্যাগাজিনের তালিকায় ২০২০ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ফুটবলার হন রেকর্ড সর্বোচ্চ ৬ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী, স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা গোল

টেকনিক্যাল পর্যবেক্ষকরা ২০১৯-২০ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা গোল হিসেবে নির্বাচিত করে লিওনেল মেসির গোলকে। শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে ন্যাপোলির বিপক্ষে চোখ জুড়ানো গোলটি করেছিলেন বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ৬-৭.৬ মিটার

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

রোনালদোর ১০০

৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ১০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

পর্তুগালের হয়ে

ম্যাচ ১৬৫ ■ গোল ১০১ ■ অ্যাসিস্ট ৪০

কীভাবে ১০০ গোল

হেড ২৫ ■ বাম পা ২২ ■ ডান পা ৫৪

ফ্রি কিক ১০ ■ পেনাল্টি ১১ ■ ওপেন প্লে ৮০

পজিশনে গোল

বক্সের ভেতর থেকে ৮০ ■ বক্সের বাইরে থেকে ২১

রোনালদোর মাইলফলক গোল

আন্তর্জাতিক অভিষেক ২০ আগস্ট ২০০৩; প্রতিপক্ষ কাজাখস্তান

০১। গ্রিস; ১২ জুন ২০০৪
১০। সৌদি আরব; ১ মার্চ ২০০৬
২০। কাজাখস্তান; ১৭ অক্টোবর ২০০৭
৩০। ডেনমার্ক; ১১ অক্টোবর ২০১১
৪০। নেদারল্যান্ডস; ১৪ আগস্ট ২০১৩
৫০। ঘানা; ২৬ জুন ২০১৪
৬০। হাঙ্গেরি; ২২ জুন ২০১৬
৭০। হাঙ্গেরি; ২৫ মার্চ ২০১৭
৮০। মিসর; ২৩ মার্চ ২০১৮
৯০। লিথুয়ানিয়া; ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১০০। সুইডেন; ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

ভেন্যু

ঘরের মাঠে ৪১
বাইরের মাঠে ৩৫
নিরপেক্ষ ২৫

গোল করেন

৬৬ ম্যাচে
৪১ দেশের বিপক্ষে

বয়স

৩০-এর আগে
১১৮ ম্যাচ ৫২ গোল
৩০-এর পর
৪৭ ম্যাচ ৪৯ গোল

হ্যাটট্রিক

৯টি (২ বার চার গোল)

জোড়া গোল

১৫টি

মিনিটে গোল

০-১৫	১০
১৬-৩০	১৬
৩১-৪৫	১৫
৪৬-৬০	১০
৬১-৭৫	২২
৭৬-৯০	২৮

সালওয়ারি গোল

২০০৪	৭	২০১০	৩	২০১৬	১৩
২০০৫	২	২০১১	৭	২০১৭	১১
২০০৬	৬	২০১২	৫	২০১৮	৬
২০০৭	৫	২০১৩	১০	২০১৯	১৪
২০০৮	১	২০১৪	৫	২০২০	২
২০০৯	১	২০১৫	৩	মোট	১০১

কোন প্রতিযোগিতায় কত গোল

ইউরো বাছাই	৩১	বিশ্বকাপ	৭
বিশ্বকাপ বাছাই	৩০	নেশন্স লিগ	৫
প্রীতি ম্যাচ	১৭	কনফেডারেশন্স কাপ	২
ইউরো	৯	মোট	১০১

কোন দেশের বিপক্ষে কত গোল

৭ : সুইডেন ও লিথুয়ানিয়া
৫ : অ্যান্ডোরা, আর্মেনিয়া, লাটভিয়া ও লুক্সেমবার্গ
৪ : এস্তোনিয়া, ফারো আইল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও নেদারল্যান্ডস
৩ : বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, উত্তর আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া, স্পেন ও সুইজারল্যান্ড
২ : আজারবাইজান, বসনিয়া, ক্যামেরুন, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, মিসর, কাজাখস্তান ও সৌদি আরব
১ : আর্জেন্টিনা, ক্রোয়েশিয়া, ইকুয়েডর, ফিনল্যান্ড, ঘানা, গ্রিস, আইসল্যান্ড, ইরান, মরক্কো, নিউজিল্যান্ড, উত্তর কোরিয়া, পানামা, পোল্যান্ড, সার্বিয়া, স্লোভাকিয়া, ইউক্রেন ও ওয়েলস

আন্তর্জাতিক ফুটবলে শীর্ষ পাঁচ গোলদাতা

১০৯ আলী দাইয়ি, ইরান
১০১ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, পর্তুগাল
৮৪ ফেরেঙ্ক পুসকাস, হাঙ্গেরি
৭৯ গডফ্রে চিতালু, জাম্বিয়া
৭৮ হুসেইন সাঈদ, ইরাক

পুরুষদের ফুটবলে সব মিলিয়ে কেবল দু'জন গোলের শতকের মাইলফলক অতিক্রম করলেও ১৭ জন নারী ফরোয়ার্ড এ কৃতিত্ব দেখান। নারী-পুরুষ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে শীর্ষ গোলদাতা হলেন কানাডার ক্রিস্টিন সিনক্লেয়ার। তার গোল সংখ্যা ১৮৬।

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত ত্রাণ তৎপরতার নাম 'অপারেশন মান্না'

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স) ও আখেরি চাহার সোম্বা

মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমন ও তিরোধানের মাস হলো রবিউল আউয়াল, আর ইন্তেকা পূর্ববর্তী আক্রান্ত পীড়া থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার মাস সফর। এ দু'মাসেই রয়েছে পবিত্র 'ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স)' 'আখেরি চাহার সোম্বা'র মতো গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য। এ প্রেক্ষাপটেই আমাদের এ বিশেষ আয়োজন।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স)

আরবি রবিউল আউয়াল মাসের ১২, মতান্তরে ৯ রবিউল আউয়াল তারিখ সোমবার, সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে সুবহে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)। আবার ৬৩ বছরের এক মহান আদর্শিক জীবন অতিবাহিত করে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন; ১১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল তারিখ সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কাছে দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। দিনটি মুসলিম সমাজে 'ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স)' নামে সমধিক পরিচিত। ঈদ অর্থ আনন্দোৎসব, মিলাদ অর্থ জন্মদিন; আর নবী অর্থ পয়গম্বর বা ঐশী বার্তাবাহক। সুতরাং 'ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী'র অর্থ 'নবীর জন্মদিনের আনন্দোৎসব'।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর দিন রাসূল (স)-এর বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল জীবন, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ নিয়ে আলোচনা এবং তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহের ও নিয়ামতের (রাসূল (স)-এর আগমনী) তকরিয়া আদায় করতে পারি। তদুপরি উত্তম আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রতীক রাসূল (স)-এর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই হেদায়াতের অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা এবং এ সম্পর্কিত আলোচনা মুমিনের ঈমানী শক্তির উৎস ও উভয় জগতে পরম সৌভাগ্য লাভের উপায়।

আখেরি চাহার সোম্বা

'আখেরি চাহার সোম্বা' মহানবী (স)-এর জীবনের অন্তিম মুহূর্তের সাথে বিজড়িত একটি বিশেষ দিন। 'আখেরি চাহার সোম্বা' শব্দগুচ্ছের বাংলা পরিভাষা 'শেষ বুধবার'। আরবি সফর মাসের শেষ বুধবার এ দিনটি মুসলমানদের নিকট 'আখেরি চাহার সোম্বা' নামে পরিচিত। কারণ দীর্ঘদিন পীড়ায় কষ্ট পাওয়ার পর রাসূল (স) এ দিনে কিছুটা সুস্থ হয়েছিলেন এবং শেষবারের মতো গোসল করেছিলেন ও নামাজে ইমামতি করেছিলেন। এরপর তাঁর রোগ আবার বৃদ্ধি পায় এবং তিনি আর আরোগ্য লাভ করেন নি; বরং এ অবস্থাতেই ১২ রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)।

১৪ অক্টোবর ২০২০ পালিত হবে ১৪৪২ হিজরি সনের পবিত্র আখেরি চাহার সোম্বা।

আখেরি চাহার সোম্বার শিক্ষা

আখেরি চাহার সোম্বার মূল শিক্ষামূলক দিক হলো জামায়াতে নামাজ আদায়ে যত্নবান হওয়া। কেননা প্রবল পীড়াক্রান্ত অবস্থাতেও রাসূল (স) জামায়াতে নামাজ আদায় পরিত্যাগ করেননি এবং জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে উম্মতদেরকে 'সালাত-সালাত, সাবধান!' বলে সতর্ক করে গেছেন। তাই শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং রাসূল (স)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমলী জিন্দেগি গঠন করাই 'আখেরি চাহার সোম্বা'র শিক্ষা।

রোগমুক্তির দোয়া

আল্লাহই রোগ দেন, আবার তিনিই আরোগ্য দান করেন মানুষকে তিনি রোগ-শোক দিয়ে থাকেন পরীক্ষা করার জন্য আর তাই এ সময়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং রাসূল (স)-এ শেখানো দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট রোগমুক্তির প্রার্থনা করতে হবে। এমন কিছু দোয়া নিচে উল্লেখ করা হলো :

মহামারি বা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আশ্রয়

- 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উজুবিকা মিনাল বারসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুজামি ওয়া মিন সায়্যিইল আসকুম।'
  অর্থ : হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার মারাত্মক ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *[তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ]*
- 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়ায়ি, ওয়াল আদওয়ায়ি।'
  অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ-বালাই থেকে আশ্রয় চাই। *[তিরমিজি]*

রোগ থেকে মুক্তি লাভ

- সূরা ফাতেহা— মানুষের সব রোগের মহৌষধ বা শেফা।
- হযরত আইয়ুব (আ) কর্তৃক কঠিন রোগ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া— 'রব্বি আন্নি মাস্সানিয়াদ্ দুররু ওয়াআন্তা আরহামুর রহিমিন।'
  অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমিই তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াশু। *[সূরা আম্বিয়া, ৮৩]*
- 'আল্লাহুম্মা রব্বান্নাসি মুযহিবাল বা'সি, ইশফি ওয়াআন্তাস-শাফী, লা শাফীয়া ইল্লা আন্তা, শিফা'আল-লা য়্যুগাদিরু সাকুমা।'
  অর্থ : হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমিই রোগ নিরাময়কারী। তুমি ছাড়া আর কোনো নিরাময়কারী নেই, তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়। *[বুখারি, তিরমিযী]*

অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা কামনা

- 'আসআলুল্লাহাল আ'জিমা, রব্বাল আ'রশিল আ'জিমি আঁইয়্যাশাফিয়াক।'
  অর্থ : আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য (সুস্থতা) প্রার্থনা করছি। *[তিরমিজি, আবু দাউদ]*
- 'লা-বা'সা তহু-রুন ইনশাআল্লাহ।'
  অর্থ : ভয় নেই, আল্লাহর মেহেরবানিতে আরোগ্য (পবিত্রতা) লাভ করবে। *[বুখারি, মুসলিম]*

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

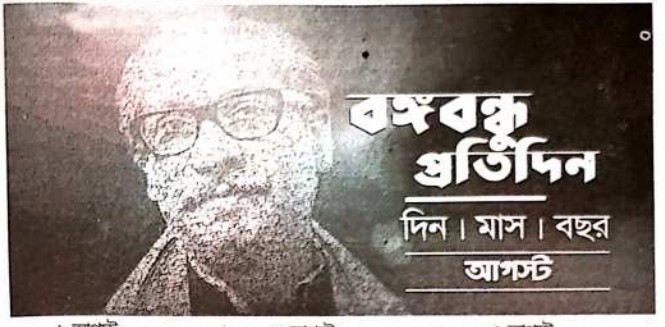

১ আগস্ট

১৯৬৫ : ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের বর্ধিত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

১৯৭২ : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নূরুল ইসলাম এক স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানান যে, লন্ডনে অস্ত্রোপচারের পর প্রধানমন্ত্রী এখন ভালো আছেন।

২ আগস্ট

১৯৬৮ : কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নিকট খাওয়া-দাওয়া এবং বাসস্থানের অভিযোগ উত্থাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও অন্যান্য অপরাধের জন্য বিশেষ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার করার বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রেসনোট জারি। প্রেসনোটে জানানো হয় যে, ১১ আগস্ট রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুরু হবে বিচারকার্য এবং এর কার্যবিবরণী গোপন রাখা হবে।

১৯৭৩ : লন্ডনভিত্তিক *বিবিসি* ও অটোয়ার *ডেইলি গ্লোবের* সাথে সাক্ষাৎকার দেন কানাডায় সফররত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৩ আগস্ট

১৯৫৭ : সমর্থনের আশায় আবু হোসেন সরকারসহ বেশ কয়েকজন রাজনীতিকের সঙ্গে দেখা করার খবর ভিত্তিহীন বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৩ : কানাডার অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৪ : মন্ত্রিসভার বৈঠকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ : জেলা বাকশাল সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৪ আগস্ট

১৯৫৬ : শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে বের করা হয় ভুখা মিছিল। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে নিহত হয় ৩ জন।

১৯৭২ : দেশের বন্যা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন লন্ডনে চিকিৎসারত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতানকে নির্দেশ দেন।

১৯৭৪ : বন্যা দুর্গত এলাকা দেখতে হেলিকপ্টারে সিলেট পরিদর্শন করেন বঙ্গবন্ধু।

৫ আগস্ট

১৯৪৯ : টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল।

১৯৫৫ : পূর্ববঙ্গ আইনসভায় শেখ মুজিব বলেন, 'কার্যক্রম শুরুর আগে অবশ্যই বন্দি রাজনীতিকদের মুক্তির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।'

১৯৫৬ : পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষাবস্থার ওপর কোনো গুরুত্ব প্রদান না করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে অভিযোগ করে বলেন, 'জনগণের দুর্গতির জন্য প্রধানমন্ত্রীই দায়ী।'

৬ আগস্ট

১৯৫৪ : পিতা শেখ লুৎফর রহমানের অসুস্থতার কারণে সরকারকে কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আবেদন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

১৯৫৮ : খুলনার এক জনসভায় নতুন করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৪ : করাচির এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারকে প্রকৃত জনমত যাচাই করার জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান জানান।

১৯৭৩ : কানাডার অটোয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করে বাংলাদেশ হাইকমিশনার।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

৭ আগস্ট

১৯৫৫ : করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন হতে পারে তিনটি শর্তে– কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে হবে; নতুন সংবিধানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও যৌথ ভোটের সুযোগ রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

১৯৬৪ : সাতদিনের পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৫ : ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার বি আলমের এজলাসে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার অট জন সাক্ষীর জেরা হয়।

১৯৭২ : লন্ডনে অস্ত্রোপাচারের পর এনা বার্তা সংস্থার প্রতিনিধিকে প্রথম সাক্ষাৎকার দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাক্ষাৎকারে তিনি প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্য বই হতে শুরু করে যুদ্ধবন্দিদের বিচার এবং দেশের বন্যা পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

১৯৭৪ : বন্যাকবলিত গ্রামগুলোতে ত্রাণ পাঠাবার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদিন গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সাহায্যের কথা জানান দেশটির ঢাকাস্থ হাইকমিশনার।

৮ আগস্ট

১৯৩০ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার (রেণু) জন্ম। তার পিতা শেখ জহুরুল হক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সম্পর্কিত চাচা।

১৯৫৬ : প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের পরামর্শে প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন গভর্নর ফজলুল হক।

১৯৫৯ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা। সঙ্গে ছিলেন বোন লিলি হোসেন এবং মমিনুল হোসেন খোকা।

১৯৭১ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুড ওয়ান্ডহেইমের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান।

১৯৭৩ : কমনওয়েলথ-এর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোর মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত উদার বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করা।

১৯৭৪ : ঢাকার বন্যাদুর্গতদের সাহায্য হিসেবে তিন লাখ টাকা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

৯ আগস্ট

১৯৬০ : দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দলীয় প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কথা বলতে লন্ডন রওনা হন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৬ : শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে আবেদন করা হয়, যা আদালত নাকচ করে দেয়।

১৯৬৭ : প্রতিরক্ষা বিধিতে আটক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের হেবিয়াস কার্পাস আবেদন শুনানির পর খারিজ করে আটকাদেশ বৈধ বলে রায় দেয় হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ।

১৯৭২ : লন্ডনের ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম।

১৯৭৩ : টরেন্টোর 'স্টার' পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানে আটক তিন লাখ বাঙালির মুক্তির বিষয়ে দেশটির ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) স্থানীয় প্রতিনিধি ড. স্যাম স্টিট।

১০ আগস্ট

১৯৫৮ : মাওয়ার এক নির্বাচনী জনসভায় মুসলীম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের নানা অপকীর্তির কথা তুলে ধরেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৩ : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করতে করাচি থেকে বিমানযোগে লন্ডন পৌঁছান শেখ মুজিবুর রহমান।

৫৫ বছরের জীবন। জন্ম থেকে শেষদিন পর্যন্ত সময়রেখায় সমগ্রজীবন এবং চারপাশের ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত

বঙ্গবন্ধু অভিধান

মলাট মূল্য ১৫০০ টাকা। বিক্রি মূল্য ১১৫০ টাকা।

কথাপ্রকাশ

কথাপ্রকাশের এই ০১৭০৬৮৯৩২১০ নম্বরে নাম, ঠিকানা এসএমএস করে ১১৫০ টাকা বিকাশ করুন। বই পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়।

অথবা রকমারি থেকে কিনতে অর্ডার করুন রকমারি

১৫ নভেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশে আঘাত হানে সুপার সাইক্লোন 'সিডর'-এ বাতাসের গতিবেগ ছিল ২২৩ কিমি/ঘণ্টা

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

১৯৭২ : ভারতের ২৫তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট পাঠানো বার্তায় মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের মূল্যবান সাহায্য ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৩ : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের উপস্থিতিতে কানাডায় রানি এলিজাবেথ এবং তাঁর স্বামী প্রিন্স ফিলিপের সঙ্গে দেখা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৩ : কমনওয়েলথ সম্মেলন শেষে দেশের পথে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১১ আগস্ট

১৯৬৯ : করাচি প্রেস্ক্লাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান।

১৯৭১ : পাকিস্তানের লায়ালপুর কারাগারের উঁচু দেয়াল ঘেঁষা একটা পুরোনো বাড়িতে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রহসনের বিচার। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ তোলে ইয়াহিয়া সরকার, যার মধ্যে ছয়টির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১৯৭২ : অন্যান্য ও পশু শিশু পুনর্বাসনে পাঁচ বছরে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয় বঙ্গবন্ধু সরকার।

১৯৭৩ : জেনেভায় ইউরোপের দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১২ আগস্ট

১৯৫৮ : মাদারীপুরের বিশাল জনসভায় ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে প্রাদেশিক শিল্প, বাণিজ্য ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বক্তব্য দেন।

১৯৬২ : জাতীয় ফ্রন্ট গঠন ও সর্বদলীয় কনভেনশন প্রশ্নের আলোচনায় অংশ নেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৪ : দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি সংক্রান্ত মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জামিন মঞ্জুর করে ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম।

১৯৭৪ : বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলাদেশের বন্যা কবলিত এলাকার সাহায্যের জন্য ১০ লাখ ডলার সাহায্য মঞ্জুর করে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)।

১৩ আগস্ট

১৯৬৪ : এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্যা প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণের আহবান জানিয়ে দুর্গতদের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, ঔষধ ও বেকার দিন-মজুরদের কর্মসংস্থানের দাবি জানান।

১৯৬৬ : পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিতে শেখ মুজিবুর রহমানসহ চার জনের আটকাদেশ বৈধ বলে ঘোষণা করেন ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ।

১৯৭২ : লন্ডনে পিত্তথলির সফল অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ক্লিনিক ছেড়ে ওঠেন হোটেলে।

১৯৭৩ : যুগোস্লাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফর এবং কানাডার অটোয়ায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে অংশ নেয়ার পর দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য শুধু এই উপমহাদেশেই নয় সারাবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।'

১৯৭৪ : বন্যায় ডুবে যাওয়া ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৪ আগস্ট

১৯৫৬ : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট অভিযোগ এনে ২৭ আগস্ট প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে জানান শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হি'র বিশেষ দূত।

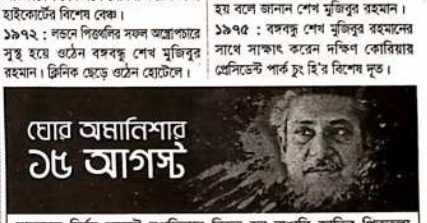

ঘাতকের নির্মম বুলেটে সপরিবারে নিহত হন বাঙালি জাতির পিতৃতুল্য মহামানব, বাংলার অবিসংবাদিত মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ফিরে দেখা ১৫ আগস্ট

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ির রক্ষীরা বিউগল বাজিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শুরু করা মাত্রই বাড়িটি লক্ষ্য করে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু বিষয়টি আঁচ করতে পেরে দোতলায় তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেন। গোলাগুলি থামলে বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসলেই সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী অফিসার তাকে ঘিরে ধরে। মেজর মহিউদ্দিন ও তার সাথের সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে নিচে নিয়ে যেতে থাকে। ঘাতকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?' বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের কাছে মহিউদ্দিন ঘাবড়ে যায়। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি, কী করবি— বেয়াদবি করছিস কেন?' এ সময় নিচতলা ও দোতলার সিঁড়ির মাঝামাঝিতে অবস্থান নেয় বজলুল হুদা ও নূর চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুকে নিচে নিয়ে আসার সময় নূর কিছু একটা বললে মহিউদ্দিন সরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বজলুল হুদা ও নূর চৌধুরী তাদের স্টেনগান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। বঙ্গবন্ধুর বুকে ও পেটে ১৮টি গুলি লাগে। নিথর দেহটা সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকে। সারা সিঁড়ি ভেসে যায় রক্তে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও নিহত হন তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু ও আত্মীয়-স্বজনসহ আরো ১৬ জন।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

১৬ আগস্ট ১৯৭৫
টুঙ্গিপাড়ায় মৃত্যুহীন প্রাণ

গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত টুঙ্গিপাড়ায় ১৭ মার্চ ১৯২০ জন্মেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ঘাতকের বুলেটে মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে জন্মমাটি টুঙ্গিপাড়ায় ফিরে আসেন তিনি। ১৬ আগস্ট ১৯৭৫ পারিবারিক কবরস্থানে মা-বাবার পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। এখানেই নির্মাণ করা হয় বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স। গোপালগঞ্জ জেলা সদর থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে টুঙ্গিপাড়ার বাইগার নদীর পাড়ে গড়ে উঠে এ বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স। লাল সিরামিক ইট আর সাদা-কালো টাইলস দিয়ে গ্রিক স্থাপত্য শিল্পের আদলে নির্মিত সৌধের কারুকার্যে ফুটে উঠেছে বেদনার চিহ্ন। ১০ জানুয়ারি ২০০১ বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সমাধিসৌধের উদ্বোধন করেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ৩৮.২০ একর জমির ওপর ১৭,১১,৮৮,০০০ টাকা ব্যয়ে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সহযোগিতায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ সমাধিসৌধ নির্মাণ করে।

১৭ আগস্ট

১৯৪৯ : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে ১৫০ মোগলটুলিতে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের গোপন বৈঠক।

১৯৭১ : পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি করে ইয়াহিয়া খানের কাছে তারবার্তা পাঠায় জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক আইন সমিতি।

১৯৭৩ : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছোট ভাই ড. অশোক ভট্টাচার্য।

১৯৭৪ : বন্যায় ক্ষতিপূরণের জন্য ২৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকার কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

১৮ আগস্ট

১৯৪৯ : ঢাকার আরমানিটোলার জনসভায় ছাত্র সমাজের প্রতি পুলিশের অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৪ : সংশোধন নয়, নতুন ও ছাপান ভোটার লিস্টের দাবি জানিয়ে প্রাদেশিক নির্বাচনী কতৃপক্ষের কাছে জরুরি তারবার্তা পাঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং দ্বীপসমূহে ২৬০টি ঘূর্ণিঝড়কালীন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ শুরু।

১৯ আগস্ট

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সরকার পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের কল্যাণে ফাউন্ডেশন গঠন করে, যা পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ স্বজনদের নগদ অর্থ সাহায্য বা জিনিসপত্র, রিলিফ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

১৯৭৪ : বন্যায় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিদেশি রাষ্ট্রের সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২০ আগস্ট

১৯৫২ : পাবনার টাউন হল মাঠের জনসভায় প্রত্যাশিত দেশ গড়তে জনগণকে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হবার আহ্বান জানান শেখ মুজিবুর রহমান।

www.bdniyog.com

১৯৬২ : বরিশালের জনসভার ভাষণে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, খা আবদুল কাইয়ুম এবং আবদুল গফফা খানের মতো জননেতাদের গ্রেপ্তার এব বিনা বিচারে আটক রাখার সমালোচ করেন জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ : পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি থেকে বিবৃতি দেয় বিশ্ব শান্তি পরিষদ।

১৯৭৩ : বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা ঘোষণা।

১৯৭৪ : বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দেশের কৃষি সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে ঋণ বন্টনের সিদ্ধান্ত নেয় বঙ্গবন্ধু সরকার।

২১ আগস্ট

১৯৪৯ : সরকারের নির্যাতন-নিপীড়ন, ১৪৪ ধারা জারি এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের কথা জানিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে চিঠি লিখেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৬ : ২৭ আগস্ট প্রতিবাদ দিবস পালনের প্রশ্নে কোনো রকম বিভ্রান্তির সুযোগ নেই জানিয়ে বিবৃতি দেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ ও নির্দেশে খাদ্য সমস্যা মোকাবিলা করতে জরুরি কক্ষ খোলার কাজ শুরু।

১৯৭৩ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পাকিস্তান আমলের সকল আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করে সরকার। একই সাথে বাতিল করা হয় রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেডমার্ক।

২২ আগস্ট

১৯৫১ : অসুস্থ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে ফরিদপুর কারাগার থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেল সুপারকে নির্দেশ দেয় সরকারের এক সহকারী সচিব।

১৯৫৮ : মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের পর আতাউর রহমান খান মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুরোধ করেন। সংগঠনের স্বার্থে মন্ত্রিত্বের লোভনীয় প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেন তিনি।

১৯৬০ : প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও কাজী আবু নসরের

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

 www.bdniyog.com

বিরুদ্ধে যথাক্রমে আনীত অসদাচরণ ও উহাতে সহায়তা করার অভিযোগে মামলার শুনানি শুরু হয়।

১৯৭৩ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ঢাকা-মস্কো বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৯৭৪ : বঙ্গবন্ধুর সফল কূটনৈতিক উদ্যোগে ইরাক, কুয়েতসহ আরব বিশ্বের কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেল দেবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

২৩ আগস্ট

১৯৫২ : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে চিঠি লিখে উত্তরবঙ্গ সফর এবং পাট চাষিদের দুর্ভোগের কথা জানান শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সফল কূটনৈতিক উদ্যোগে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য যুক্তরাজ্য, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ার সমর্থিত একটি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা হয়।

২৪ আগস্ট

১৯৭৩ : সরকারের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'সরকার বেতন কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশের প্রাপ্ত সম্পদ এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ২২০৮টি বেতনের গ্রেড কমিয়ে ১০টি করা হয়েছে।'

২৫ আগস্ট

১৯৫৫ : করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে বক্তৃতা দেন শেখ মুজিবুর রহমান।

২৬ আগস্ট

১৯৪৯ : চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের জনসভায় অন্ন-বস্ত্র ইস্যুতে সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য দেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয় সরকার।

১৯৭৩ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সফল কূটনৈতিক উদ্যোগে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-এ বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত হয়।

২৭ আগস্ট

১৯৫৮ : করাচি যান শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২ : স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সুইজারল্যান্ডে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর সাথে টেলিফোনে কথা বলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো। কুশল জিজ্ঞাসা করে সুইজারল্যান্ডে বঙ্গবন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাইলেন ভুট্টো। উত্তরে দ্ব্যর্থহীনভাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দানের আগে কোনো মতেই আলোচনা-বৈঠক হতে পারে না।'

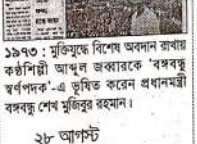

বৈঠকের জন্য ভুট্টোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

১৯৭৩ : মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখায় কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বারকে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক'-এ ভূষিত করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২৮ আগস্ট

১৯৫৩ : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু বর্জন করা হবে।' সরকারকে প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উর্দুকে বাধ্যতামূলক করার যে চেষ্টা চালাচ্ছে সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।

১৯৬০ : ঢাকা জেলা ও সেশন জজের আদালতে চলমান মামলার শুনানিতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন প্রাক্তন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২ : মার্কিন মাসিক পত্রিকা *'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'*-এর সিনিয়র সম্পাদক উইলিয়াম এলসি বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ : পাকিস্তান সরকারের জারি করা 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' বাতিল করে বঙ্গবন্ধু সরকার। জারি করা হয় ছাপাখানা ও প্রকাশনা অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৩।

২৯ আগস্ট

১৯৬৩ : ২০ দিন বিদেশ সফরের পর দেশে ফিরেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার নিন্দা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে সংশোধন করা হয় দালাল আইন। এতে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড ও সর্বনিম্ন সাজা তিন বছর কারাদণ্ড করা হয়।

১৯৭৩ : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে উপমহাদেশের শান্তিকামী মানুষের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৪ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় ইইসি'র প্রতিনিধি দল।

৩০ আগস্ট

১৯৫১ : ফরিদপুর কারাগার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসা হয়।

১৯৫৬ : খাদ্যের দাবিতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করেন আবু হোসেন সরকার।

১৯৫৭ : এপ্রিল থেকে মার্চের বদলে জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত অর্থবছর করার বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

৩১ আগস্ট

১৯৫৩ : ১০ সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে চিঠি দেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২ : জেনেভা থেকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য যারা দায়ী তথা জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে যারা ফায়দা লুটছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

১৯৭২ : যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বন্ধ হওয়া তেলকল চালুর উদ্যোগ নেয় বঙ্গবন্ধু সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে টিসিবি'র মাধ্যমে কানাডা থেকে ১৬ হাজার টন সরিষা আনা হয়।

১৯৭৪ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ঢাকায় বহুল প্রত্যাশিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রাথমিক কাজ শুরু।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

DIGITISED BANKING DEMAND FOR FUTURE

As the demands for banking facilities are arising, Bank Asia has taken an initiative to run 'Neobanking' to fulfill the financial demand of new generation and make the banking sector one step ahead. All banks intend to make all their banking activities simpler, easier and more customer friendly. The banks are working to make their banking activities digitised. With the help of the initiatives, polices and guidelines of Bangladesh Bank, the banks of the country have already automated several operations. But they are not sufficient.

Digital Banking : Digital banking means the digitalisation of banking services in order to improve efficiency and serve the customers electrically. Digitised banking allows customers to withdraw money, to apply for loans, to make payments online or on the smartphones and more. Digital banking involves high levels of process automation and web-based services to deliver banking products, to provide transactions and to access financial data through desktop, mobile and ATM services.

Differences between Traditional Banking and Digitised Banking : On the basis of presence, time, accessibility, security, finance control, expansiveness, cost, customer service and contact etc., the traditional banking and digitised banking vary. Firstly, customers must have presence in banks or stand in line to perform their banking transaction in traditional banking whereas in digitised banking they need not be physically present. Secondly, the cost of banking activities of the traditional banking is much more than that of digital banking. Thirdly, in digital banking customers have to operate their accounts anytime, anywhere using the devices whereas the customers of traditional banking have complete their work only in working hours. Finally, traditional banking drains a lot of time from the customers while digital banking is not time consuming.

The Facilities a Digitised Banking Offers : Digitised banking is the new best thing that has happened to mankind. The facilities that a digitised bank offers are as follows :

- A digitised bank offers 24 × 7 days transactions.
- It saves the travel and conveyance money.
- It offers paperless banking.
- Digital banking, especially through mobile banking helps the rural areas.
- A digitised bank provides its customers alerts for payments due through apps and emails.

Present Situation of Bank Digitisation in Bangladesh : According to Bangladesh Bank data, 87% of bank branches in Bangladesh are online and 8% are partially online, meaning 95% of bank branches can do online banking.

According to the financial inclusion insights, only 35.3% of the Bangladeshi population access to banks, then 95% availability of online banking is certainly not enough coverage for digital financial services and financial inclusion.

In this growing economy of 166 million people we have already 94% mobile internet penetration and mobile financial services account for the majority of digital payments. However, a large part of the digitisation is still limited to peer to peer (P2P) fund transfer and that too is mainly by over-the-counter (OTC) users not by registered users.

According to 2018 data, 44.4% of the Bangladeshi population has access to mobile money, but only 16.9% has a registered account. And 64% of mobile money users are over the counter users who don't have registered accounts (Financial Inclusion Insights, 2018). This signifies that there is a clear lack of adequate adoption of MFS.

While MFS operators like bKash, Rocket, Nagad, etc. provide a range of services, most users (OTC users) still use MFS for P2P fund transfer service only. Moreover, fund transfer charges are also high on the customer end. While it has covered a lot of the unbanked population and eased the banking process with a biometrics system, current agent banking activities are primarily limited to deposit and transfer.

According to BB 87% of our card transactions are ATM transactions, and it has not been

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

widely accepted as an alternative to cash. So there is a demand for a proper digital financial system but a truly digitised financial system requires a secured contactless and converged financial platform. This platform should be flexible enough to include new technologies like blockchain and artificial intelligence based customer intelligence. It means fluid transfer of funds and greater flexibility in payment methods.

The Recent Move of Bank Asia : Bank Asia is going to set up a neobank, a thoroughly novel concept for Bangladesh, within December 2020. This is a move that can change the face of banking. A neobank is a kind of digital banking operation where no branch is required as the service would totally be delivered online.

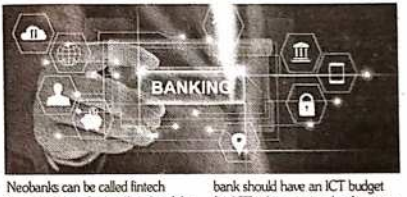

Neobanks can be called fintech firms that provide digital and mobile first financial solutions, payments and money transfer, lending and different other banking services. The customers of the platform will settle all transactions by using apps and online modules. Although customers now do banking by way of using the network and apps, their accounts with the branches but under the neobank platform accounts will not have any attachment to the branch. Developed nations have already embraced the method in order to build a cashless society. Through this platform Bank Asia will attract the tech-savvy youths to popularise the service to every part of the country like developed nations. Through this bank, small lending like retail and microcredit ones will be given without any bureaucratic complexity when the platform will get a tempo. The lender will set up strong call centre to resolve all types of clients, problems and their curiosity.

Through this platform, clients can take advantages of all digitised banks. If one bank provides better opportunity but a client has no account with the bank, through the neobank the client can take the opportunity.

Challenges and Recommendations for Digitised Banking :

ICT Infrastructure : The lack of long term vision, project planning and initiatives, shortage of manpower, poor IT budget, and lack of advanced training are the main problems for the development of the state of art ICT infrastructure of the banks. Every bank should have an ICT budget for ICT infrastructure development and manpower training.

Security : Very recently online banking frauds have been on the rise due to the lack of proper knowledge regarding banking information security. In this regard, multi factor/adaptive authentication method can be introduced by banks quickly.

Skills Development : ICT is changing platform and more diversified and sophisticated cyber attacks/frauds are also increasing. So there is no alternative to develop ICT skill (especially on IT governance, IT Project Management, IT Audit, IT Risk Management and IT/Cyber Security) with a view to maintaining digital banking system with reliability and security.

Role of Bangladesh Bank for Digitisation : Bangladesh Bank (BB) has contributed significantly towards the digitisation of the bank facilities and is working to develop the overall IT infrastructure of banking sector. Proper guideline and monitoring of central bank are also the IT departments of different banks to expand it in right way. BB works for the development. The development includes introduction of Bangladesh Automated Cheque Processing Systems (BACPS), Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN), National Payment Switch Bangladesh (NPSB) and Real Time Gross Settlement (RTGS). The main objective of the initiative is to bring the whole country under a single clearing umbrella for ensuring secured and cost-effective inter-bank transactions. Bangladesh Bank has brought notable improvements in digitising banks' Integrated Supervision System (ISS). It is a web-based monitoring tool which integrates the existing multifold supervision mechanism of Bangladesh Bank. The introduction of ISS helped both central bank and the scheduled banks to ensure paperless, effective supervision and more effective credit risk management.

Digitisation has not left any banking sector untouched. The business operations in the banking and financial sector have been increasingly dependent on the digitised banking over the years. Now it has become impossible to separate computer or technology based activities from the business of the banks and financial institutions. In the field of digitisation of the banking sector, the neobank of Bank Asia will undoubtedly take the digitisation one step ahead and make more benefits for the digital generation.

■

MD ALAL UDDIN

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ৭ মার্চের ভাষণ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। 'স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ইতিহাস' শিরোনামে একটি কোর্সের অংশ হিসেবে এ ভাষণ শিক্ষার্থীদের পড়ানো হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ১৬৩তম সভায় ভাষণটিকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নতুন তিন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশে নতুন আরো তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে সম্প্রতি জাতীয় সংসদে এ সংক্রান্ত বিল পাস হয়। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি হলো— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় (সদর, কিশোরগঞ্জ), চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি কার্যক্রম শুরু করলে দেশে মোট সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হবে ৪৯টি। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হবে ১১টি, আর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে ৬টি।

নতুন আরেকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশে নতুন আরেকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয় সরকার। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ পরিপত্র জারি করা হয়। নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'আরটিএম আল-কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি'। সিলেট সদর উপজেলার টুলটিকর ইউনিয়নের টিবি গেটে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা হবে। জানুয়ারি ২০২১ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হবে। নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ১০৭টি।

খুবি'র নান্দনিক মসজিদের উদ্বোধন

২৮ আগস্ট ২০২০ উদ্বোধন করা হয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) দৃষ্টিনন্দন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। ১৪,৫০০ বর্গফুট আয়তনের একতলাবিশিষ্ট এ মসজিদে একসাথে প্রায় ২,০০০ মুসল্লি নামায আদায় করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কটকা স্মৃতিসৌধে প্রায় এক একর জায়গা জুড়ে এ মসজিদটির অবস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের সাবেক শিক্ষক মুহাম্মদ আলী নকী মসজিদটির প্রাথমিক নকশা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে একই ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক শেখ মো. মারুফ হোসেনের নেতৃত্বে একটি টিম মসজিদের পূর্ণাঙ্গ নকশার কাজ চূড়ান্ত করে।

শিক্ষার্থীদের নামমূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা

দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে 'নামমাত্র' মূল্যে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ দেবে সরকারি মোবাইল অপারেটর টেলিটক। UGC পরিচালিত বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতি মাসে ১০০ টাকা বিচার্জের বিনিময়ে এ সুবিধা পাবেন। বর্তমানে ৪২টি সরকারি ও ৬৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে। ছাত্রছাত্রীরা ভুয়া অ্যাপলিকেশনের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ জন্য তাদের টেলিটকের শেটওয়ার্কের আওতায় থাকতে হবে।

PEC-EEC ও JSC-JDC বাতিল

করোনাভাইরাসের কারণে বাতিল করা হয় ২০২০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (PEC) ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী (EEC) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষা। করোনা পরিস্থিতিতে সাড়ে ছয় মাস বিদ্যালয় বন্ধ থাকায়, পাঠদান ব্যাহত হওয়ার কারণে এবং কবে নাগাদ বিদ্যালয় খোলা সম্ভব হবে তা নিয়ে অনিশ্চিয়তা থাকায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ অবস্থায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রত্যয়নেই অটো প্রমোশন পাবে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। তারা এ প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমেই ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। অন্যদিকে ছ-ই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্কুলগুলোকে নির্দেশনা দিয়ে চিঠি পাঠায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর।

তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

শিশুদের ওপর থেকে পরীক্ষার চাপ কমাতে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা থাকবে না। শিক্ষাক্রম থেকে এসব শ্রেণির পরীক্ষা উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। পরীক্ষার পরিবর্তে এসব শ্রেণিতে চালু হচ্ছে 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন'। ২০২২ সাল থেকে এ প্রক্রিয়া পুরোদমে কার্যকর হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিয়ে ক্লাস মূল্যায়ন করে উত্তীর্ণ করার সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছিল। এজন্য বিভিন্ন জেলার ১০টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এ পদ্ধতি চালুও করা হয়। তবে ২০২১ সাল থেকে সারাদেশে ৬৫,৫০০ বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত থাকলেও মূলত করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণেই সেটি কার্যকর সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা উঠিয়ে দেয়ায় প্রাথমিক স্তরের পুরো শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে লেখা হচ্ছে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির সব বই। ২০২২ সালে এ বই ছাপিয়ে সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এরপরই পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' কার্যকর করা হবে।

বাংলাদেশ উপকূলে জলোচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ১৩.৭২ মিটার পর্যন্ত; ১ নভেম্বর ১৯৭৬ ঘূর্ণিঝড়ের সাথে

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

৪০তম বিসিএস REAL VIVA

পর্ব ৭

প্রার্থী : আস্সালামু আলাইকুম। আসতে পারি, স্যার।
চেয়ারম্যান : ওয়ালাইকুমুস সালাম। আসুন, বসুন।
প্রার্থী : ধন্যবাদ, স্যার।
চেয়ারম্যান : আপনার সার্টিফিকেটগুলো দেখলাম। বর্তমানে আপনি বাংলাদেশ পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত আছেন।
প্রার্থী : জি, স্যার।
চেয়ারম্যান : পুলিশে চাকরি করার পরেও প্রশাসন ক্যাডার কেনো আপনার প্রথম পছন্দ?
প্রার্থী : জনকল্যাণে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরাসরি ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে প্রশাসনে। তাছাড়া এখানে দক্ষতা, গতিশীলতা ও যুগোপযোগী করার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন করা সম্ভব এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
চেয়ারম্যান : ম্যাজিস্ট্রেট কত প্রকার?
প্রার্থী : ম্যাজিস্ট্রেট দুই প্রকার। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ দিয়ে থাকে। আর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।
চেয়ারম্যান : জুডিশিয়াল ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ সম্পর্কে বলুন।
প্রার্থী : জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিচার সম্পর্কিত কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। অন্যদিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ আদালতে বিচারের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন— উচ্ছেদ অভিযান, পাবলিক পরীক্ষা সম্পর্কিত কিছু দায়িত্বসহ এরূপ কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।
চেয়ারম্যান : মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পর্কে কী জানেন?
প্রার্থী : অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগ স্বীকারের ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী, কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড প্রদান করবেন। অভিযোগ অস্বীকারের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক আসামিসহ অভিযোগটি বিচারার্থে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করবেন। অপরাধ গুরুতর হলে উক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড আরোপ না করে তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের ব্যবস্থা করবেন।
চেয়ারম্যান : বিচার বিভাগ পৃথক হবার কি দরকার ছিল?
প্রার্থী : ১ নভেম্বর ২০০৭ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়। ক্ষমতাসীনদের প্রভাবমুক্ত রেখে বিচারকার্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ করা হয়।
পরীক্ষক-১ : আপনি তো দর্শনের ছাত্র। বলুন, দর্শনের জনক কে এবং তাকে কেন দর্শনের জনক বলা হয়?
প্রার্থী : দর্শনের জনক হলেন থেলিস। তিনিই প্রথম স্বাধীনভাবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত চিন্তার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। এজন্য তাকে দর্শনের জনক বলা হয়।
পরীক্ষক-১ : সক্রেটিসের দুটি বিখ্যাত উক্তি বলুন।
প্রার্থী : Know thyself এবং I cannot teach anybody anything, I can only make them think.
পরীক্ষক-১ : বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে কী জানেন?
প্রার্থী : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়।
পরীক্ষক-২ : FIR এবং তদন্ত বলতে কী বোঝেন?
প্রার্থী : FIR'র অর্থ হচ্ছে First Information Report। ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। ফৌজদারি অপরাধসমূহ ভুলে যাওয়া বা সাজিয়ে উপস্থাপনের আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়। FIR'র ওপর ভিত্তি করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সত্য উদঘাটনের জন্য কোনো অপরাধ, দুর্ঘটনা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পরীক্ষা করা হলো তদন্ত।
পরীক্ষক-২ : ন্যায়পাল (Ombudsman) কী?
প্রার্থী : ন্যায়পাল হলো এমন একটা পদ, যা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও দুর্নীতির বিষয়সমূহ তদন্ত করবে।
পরীক্ষক-২ : অধ্যাদেশ সম্পর্কে বলুন।
প্রার্থী : অধ্যাদেশ হলো সংসদ মুলতুবি থাকাকালীন জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রণীত আইন।
চেয়ারম্যান : গ্রাম্য আদালত সর্বোচ্চ কত টাকার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে?
প্রার্থী : গ্রাম্য আদালত সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা মূল্যমানের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।
চেয়ারম্যান : সুশাসন বলতে কী বোঝায়?
প্রার্থী : সুশাসন বলতে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলা ও রাজনীতিবিদদের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও জনগণের সম্পৃক্ততা বোঝায়।
চেয়ারম্যান : ধন্যবাদ, আপনি এবার আসতে পারেন।
প্রার্থী : ধন্যবাদ স্যার। আস্সালামু আলাইকুম।

দেশে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ জেলা ১৬টি
www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

41st BCS

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

পর্ব ১৩

প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি ও বিষয়ভিত্তিক Self Test

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পূর্ণমান ৩৫

বাংলা ভাষা #১৫

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

- 'জনুজয়ন্তী' শব্দের সঠিক প্রয়োগ— জয়ন্তী।
- 'গীতাঞ্জলী' যে কারণে অশুদ্ধ— বানানগত।
- 'কতিপয় সিদ্ধান্তগুলো' যে কারণে অশুদ্ধ— বহুবচনজনিত।
- 'বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে' বাক্যটির শুদ্ধরূপ— বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

বানান ও বাক্য শুদ্ধি

বানান শুদ্ধি

- বাগ্মাসিক, শিরঃপীড়া, বাল্মীকি, প্রত্যূষ, শাশ্বত, ব্যথা, ত্বরান্বিত, মৃণালিনী, শ্মশান, ব্যত্যয়, ঊর্ণনাভ, কর্ণিকা।

বাক্য শুদ্ধি

অশুদ্ধ : আমার টাকার আবশ্যক নেই।
শুদ্ধ : আমার টাকার আবশ্যকতা নেই।
অশুদ্ধ : ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
শুদ্ধ : ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
অশুদ্ধ : তার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না।
শুদ্ধ : তার সৌজন্য ভুলতে পারব না।

পারিভাষিক শব্দ

- Injunction— নিষেধাজ্ঞা। Divulge— প্রকাশ করা। Successor— উত্তরাধিকারী। Genocide— গণহত্যা। Subconscious— অবচেতন। Custom— প্রথা। Quarterly— ত্রৈমাসিক। Judgment— রায়।

সমার্থক শব্দ

- স্বর্ণ— সোনা, কনক, কাঞ্চন, হেম, সুবর্ণ। হাতি— গজ, দন্তী, দ্বিপ, বারণ, হস্তী। মেঘ— জলদ, বারিদ, জলধর, অম্বুদ, ঘন। পৃথিবী— ধরা, ধরণি, বসুন্ধরা, দুনিয়া, ভূমণ্ডল।

বিপরীতার্থক শব্দ

- অনুরাগ— বিরাগ। মুখ্য— গৌণ। ঈদৃশ— তাদৃশ। সুশীল— দুঃশীল। সৌম্য— উগ্র। আগমন— প্রস্থান। ঐশ্বর্য— নিঃস্ব। বিরক্ত— অনুরক্ত। শোক— হর্ষ।

ধ্বনি ও বর্ণ

- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়— কার।
- 'ল' যে ধরনের ধ্বনি— পার্শ্বিক ধ্বনি।
- বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলো বিভক্ত— দুইভাগে।
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ— ৮টি।
- ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে— ফলা।

শব্দ ও পদ

- 'ছি! ছি! লজ্জায় মরে যাই' বাক্যটিতে যে পদের দ্বিরুক্তি হয়েছে— অব্যয়ের।
- সেঁওতি, ঢোপর, ঢেঁকি, ডাব প্রভৃতি— দেশি শব্দ।
- গঠনগত দিক দিয়ে বাংলা শব্দাবলি বিভক্ত— দুইভাগে।
- 'বেটাইম' শব্দটি যে দুটি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত— ফারসি ও ইংরেজি।
- 'পেয়ারা' শব্দটি যে ভাষা থেকে আগত— পর্তুগিজ।
- 'এ যে আমাদের চেনা লোক' বাক্যটিতে 'চেনা' যে পদ— বিশেষণ।

বাক্য

- বাক্যে এক পদের পর অন্যপদ শোনার ইচ্ছাকে বলে— আকাঙ্ক্ষা।
- 'বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই' বাক্যটির যৌগিক রূপ— তিনি বিদ্বান বটে, কিন্তু তার অহংকার নেই।
- গঠন অনুসারে বাক্য বিভক্ত— তিন ভাগে।

৪১তম বিসিএস
প্রিলিমিনারি টেস্ট

পদসংখ্যা
২,১৬৬টি

পরীক্ষার্থী
প্রায় সাড়ে চার লাখ

প্রত্যয়

- পঙ্কিল = পঙ্ক + ইল। জয় = √জি + অল্। জ্বালানি = √জ্বল্ + আনি। মুক্তি = √মুচ্ + ক্তি। শৈশব = শিশু + ষ্ণ। লেখক = √লিখ্ + ণক।

সন্ধি

- জনৈক = জন + এক। পবিত্র = পো + ইত্র। পরিষ্কার = পরি + কার। প্রত্যেক = প্রতি + এক। সতীশ = সতী + ঈশ। সজ্জন = সৎ + জন।

সমাস

- সহোদর— বহুব্রীহি। তেমাথা— দ্বিগু। উপশহর— অব্যয়ীভাব। চন্দ্রমুখ— কর্মধারয়। রাজহংস— তৎপুরুষ। সাহিত্যসভা— কর্মধারয়। শতাব্দী— দ্বিগু। কাপড়-চোপড়— দ্বন্দ্ব।

সাহিত্য #২০

ক. প্রাচীন ও মধ্যযুগ ০৫

- চর্যাপদের যে কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন— ভুসুকুপা।
- মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য— দেব-দেবীর গুণগান।
- চর্যাপদের পদগুলো রচিত— মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।
- 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেন— রামাই পণ্ডিত।
- ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি— মহামহোপাধ্যায়।
- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়— ১৯০৭ সালে।
- বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ রচিত— ব্রজবুলি ভাষায়।
- শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে যে রস বলে— মধুর রস।
- দৌলত উজির বাহরাম খান যে অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন— চট্টগ্রাম।
- আলাওলের 'তোহফা' যে ধরনের কাব্য— নীতিকাব্য।
- বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম ধারা— মনসামঙ্গল।
- মধ্যযুগের শেষ কবি— ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

খ. আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান) ১৫

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যগ্রন্থ— কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।
- 'শিখা' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন— আবুল হুসেন।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়— ১৮০১ সালে।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের রচয়িতা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতা যে ছন্দে রচিত— মাত্রাবৃত্ত।
- বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখী' বলা হয়— বিহারীলাল চক্রবর্তীকে।
- 'বাঁধন-হারা, মৃত্যু-ক্ষুধা ও কুহেলিকা' উপন্যাসত্রয়ীর রচয়িতা— কাজী নজরুল ইসলাম।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প— মন্দির।
- 'ইঁদুর' ছোটগল্পটির রচয়িতা— সোমেন চন্দ।
- 'অগ্নিপাত' উপন্যাসের রচয়িতা— শামসুর রাহমান।
- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' গানটির প্রথম সুরকার— আবদুল লতিফ।
- বিভূতিভূষণ রচিত প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়— ১৯২৯ সালে।
- 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের পটভূমি— পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
- 'নিরালোকে দিব্যরথ' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা— শামসুর রাহমান।
- 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' উক্তির রচয়িতা— সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন— ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪।
- 'সংশপ্তক' উপন্যাস রচনা করেন— শহীদুল্লা কায়সার।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে— ছাড়পত্র।

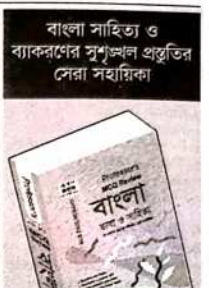

বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণের সুশৃঙ্খল প্রস্তুতির সেরা সহায়িকা

Self Test

১. কোন বাক্যটি সঠিক?
ⓚ জ্ঞানি মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ⓚ জ্ঞানি মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
ⓖ জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ⓖ জ্ঞানি মূর্খতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

২. কোন বর্ণটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির প্রতীক?
ⓚ ব ⓚ ক ⓖ এ ⓖ ঐ

৩. 'মহর্ষি' শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
ⓚ মহ + ঋষি ⓚ মহা + ঋষি
ⓖ মহো + ঋষি ⓖ মহে + ঋষি

৪. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাস?
ⓚ বহুব্রীহি ⓚ কর্মধারয়
ⓖ তৎপুরুষ ⓖ দ্বন্দ্ব

৫. 'যদি বৃষ্টি হয়, তবে বের হবো না'—এটি কোন ধরনের বাক্য?
ⓚ সরল ⓚ জটিল ⓖ হ্যাঁ-বাচক ⓖ যৌগিক

৬. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ⓚ সন্দেশ ⓚ জলধি ⓖ তৈল ⓖ প্রবীণ

৭. 'যোজক'-এর বিপরীত শব্দ কী?
ⓚ প্রণালি ⓚ বিয়োজক
ⓖ হ্রাস ⓖ কোনোটিই নয়

৮. 'শিক্ষক ছাত্রগণকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।'— এখানে 'ছাত্রগণ' কোন ধরনের কর্তা?
ⓚ প্রযোজক কর্তা ⓚ গৌণ কর্তা
ⓖ প্রযোজ্য কর্তা ⓖ মুখ্য কর্তা

৯. আরাকান রাজসভার সাহিত্যিক ছিলেন—
ⓚ শাহ মুহম্মদ সগীর ⓚ সৈয়দ হামজা
ⓖ কবি জয়দেব ⓖ আলাওল

১০. মধুসূদন তার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে অনুসরণ করেছেন—
ⓚ মহাভারতের উপাখ্যান ⓚ বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শন
ⓖ গ্রিক পুরাণের কাহিনী ⓖ রুমীর মসনবী

১১. আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' কোন কবি কোন ভাষায় অনুবাদ করেন?
ⓚ দুসান জাভাবিতেল, চেক ভাষায়
ⓚ ইমরে কারতেজ, হাঙ্গেরীয় ভাষায়
ⓖ এলেন গিন্সবার্গ, ইংরেজি ভাষায়
ⓖ ইমানুয়েল জাসারিন, ফরাসি ভাষায়

১২. কবি জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থটির মূল নায়িকার নাম কী?
ⓚ রূপা ⓚ নলিনী ⓖ রাজু ⓖ সাজু

১৩. নিচের কোন গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়?
ⓚ সভ্যতার সংকট ⓚ লোকসাহিত্য
ⓖ বাংলাভাষা পরিচয় ⓖ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা

১৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?
ⓚ দেবদাস ⓚ শ্রীকান্ত ⓖ চরিত্রহীন ⓖ গৃহদাহ

১৫. 'একেই কি বলে সভ্যতা?'— এটি মধুসূদন দত্তের কী জাতীয় রচনা?
ⓚ কাব্য ⓚ প্রহসন
ⓖ মহাকাব্য ⓖ উপন্যাস

১৬. 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা'-এর রচয়িতা কে?
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓚ অতুলপ্রসাদ সেন
ⓖ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ⓖ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৭. চৈতন্যদেব ছিলেন—
ⓚ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ⓚ পদাবলীর রচয়িতা
ⓖ ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্তক ⓖ সঙ্গীতজ্ঞ

১৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' একটি—
ⓚ উপন্যাস ⓚ কাব্যগ্রন্থ
ⓖ নাটক ⓖ গল্পগ্রন্থ

ANS.

১	গ
২	ঘ
৩	খ
৪	ঘ
৫	খ
৬	খ
৭	ক
৮	গ
৯	ঘ
১০	ক
১১	ক
১২	ঘ
১৩	ঘ
১৪	খ
১৫	খ
১৬	খ
১৭	ক
১৮	খ

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

English Language and Literature — Marks 35

Part-I : Language #20

A. Parts of Speech
- This is the go of the world. Here 'go' is a/an— Noun.
- The word 'Girl' is a/an— Common noun.
- Who, which, what are— Relative Pronoun.
- The word 'Homely' is a/an— Adjective.
- The boy writes well. Here 'well' is a/an— Adverb.
- The plural form of 'Oasis' is— Oases.

B. Idioms & Phrases
- To keep one's head— To keep calm I Take into account— To consider I Out and out— Thoroughly I To do away with— To get rid of I By all means— Certainly I Put up with— To tolerate I Over head and ears— Deeply.

C. Clauses (Underlined Words)
- I know the boy <u>who went there</u>. — Adjective clause.
- It is clear <u>that he will not come</u>. — Noun clause.
- <u>If you make a promise</u>, you must keep it. — Adverbial clause.
- It is incredible <u>how fast he can run</u>. — Noun clause.
- The girl <u>whom you met in the hospital</u> is my cousin. — Adjective clause.

D. Corrections
- Inc. He gave me goodbye.
  Cor. He bade me goodbye.
- Inc. Did you see her lately?
  Cor. Have you seen her lately?
- Inc. I am looking forward to pass the test.
  Cor. I am looking forward to passing the test.
- Inc. If I was rich, I will help the poor.
  Cor. If I were rich, I would help the poor.

E. Transformation of Sentences
- **Simple :** I am sure of his success.
  Complex : I am sure that he will succeed.
  Compound : He will succeed and I am sure about it.
- **Affirmative :** Only Rina can do this sum.
  Negative : None but Rina can do this sum.
- **Active :** Who is helping her?
  Passive : By whom is she being helped?
- **Superlative :** Dhaka is the biggest city in Bangladesh.
  Positive : No other city in Bangladesh is as big as Dhaka.

F. Words
(i) Meanings (One word Substitution)
- A person who knows many languages— Polyglot.
- One who walks on foot— Pedestrian.
- A person who sells fruits and vegetables— Greengrocer.
- A specialist in eye disease— Ophthalmologist.
- A person who performs tricks with hands— Conjurer.
- The killing of a whole race— Genocide.

(ii) Synonyms
- Magnanimous— Generous I Genesis— Beginning I Repress— Control I Precious— Valuable I Conjugal— Bridal I Fantasy— Fancy.

(iii) Antonyms
- Bona-fide— Spurious I Demise— Birth I Indifference— Ardour I Diligent— Indolent I Myriad— Limited I Theoretical— Experimental.

(iv) Spellings
- Negotiate, Questionnaire, Psychiatry, Supersede, Leisure, Cellular, Commemorate, Heterogeneous, Collaterate.

(v) Usage of words as various Parts of speech
- The verb form of 'Politics' is— Politicise.
- The noun form of 'Practise' is— Practice.
- The verb form of 'Just' is— Justify.
- The adjective form of 'Tax' is— Taxable.
- The noun form of 'poor' is— Poverty.

(vi) Formation of new words by adding Prefixes and Suffixes
- **Prefixes ➢ Be :** Belittle, Becalm, Behold, Become I **Miss :** Miscall, Misspell, Misjudge, Mislead I **En :** Enjoy, Enact, Enlist, Ensure.
- **Suffixes ➢ or :** Mitigator, Separator, Conductor, Dictator I **er :** Boxer, Rioter, Propeller, Conveyer I **ment :** Fulfillment, Statement, Agreement, Retirement.

G. Composition
- The main idea of a paragraph lies in its— Topic sentence.
- The main part of a letter is— Body.
- The last sentence of a paragraph is called— Terminator.
- Linkers are used in— Paragraph.

Part-II : Literature #15

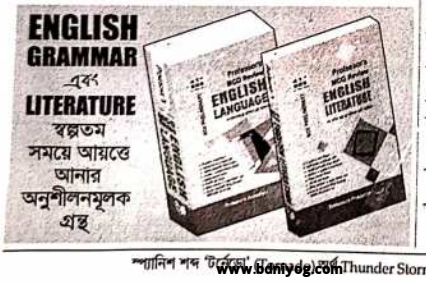

Literary Periods, Terms and Writers
- 'Restoration period' in English literature refers to— 1500-1660.
- David Copperfield is a/an— Victorian novel.
- An elegy is a— Poem of lamentation.
- William Shakespeare was an English dramatist and poet of the— Sixteenth century.
- Robert Browning and Matthew Arnold belong to— Victorian age.
- The romantic age in English literature began with the publication of— Preface to Lyrical Ballads.

ENGLISH
GRAMMAR
এবং
LITERATURE
স্বল্পতম
সময়ে আয়ত্তে
আনার
অনুশীলনমূলক
গ্রন্থ

www.bdniyog.com

- 'Ten thousand saw I at a glance' is a figure of speech known as— Hyperbole.
- The Victorian age is named after— Queen Victoria.
- The meaning of 'Renaissance' is— The revival of learning.

Authors, Works and Types

- 'The Rainbow' is a novel by— D. H. Lawrence.
- 'Rider to the Sea' is a/an— One-act play.
- The play 'The Spanish Tragedy' is written by— Thomas kyd.
- 'The Diary of a Young Girl' is written by— Anne Frank.
- Emily Dickinson was a/an— American poet.
- 'The God of Small Things' is written By— Arundhati Roy.
- 'King Lear' written by William Shakespeare is a/an— Tragedy
- Ben Jonson introduced— Comedy of humours.
- Robert Herrick was an English— Poet.
- 'A Doll House' is written by— Henrik Ibsen.
- A Machiavellian character is a/an— Cunning person.
- John Keats is a/an— Imaginative poet.
- The play 'Arms and the Man' is written by— George Bernard Shaw.
- 'A Tale of Two Cities' is a/an— Novel.
- The author of 'The Origin of Species' is— Charles Darwin.

Quotations

- A thing of beauty is a joy for ever. — John Keats.
- Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. — Percy Bysshe Shelley.
- To err is human, to forgive is divine. — Alexander Pope.
- Man is born free, and everywhere he is in chains. — Jean-Jacques Rousseau.
- The road of excess leads to the palace of wisdom. — William Blake.
- Brevity is the soul of wit. — William Shakespeare.
- The true art of memory is the art of attention. — Samuel Johnson.
- The music in my heart I born long after it was heard no more.— William Wordsworth.

Self Test 41

1. Who translated the Bible into English for the first time?
(ক) Nicholus Udall (খ) Thomas Norton
(গ) John Wycliff (ঘ) Edmund Spenser

2. Who of the following was both a poet and a painter?
(ক) John Keats (খ) John Donne
(গ) William Blake (ঘ) E. Spenser

3. 'What you don't know would make a great book'—who said it?
(ক) Lord Byron (খ) Shakespeare
(গ) P.B. Shelley (ঘ) Sydney Smith

4. A formal composition or speech expressing high praise of somebody?
(ক) elegy (খ) eulogy
(গ) caricature (ঘ) exaggeration

5. The 'Poet Laureate' is—
(ক) the best poet of the country
(খ) the court poet of England
(গ) a classical poet
(ঘ) a winner of the Nobel Prize in poetry

6. Epilogue is a part of a—
(ক) Poem (খ) Play
(গ) Novel (ঘ) Short story

7. Which of the following sentences has correct form of passive voice?
(ক) Where he lives is known by me.
(খ) Where he does live is known by me.
(গ) Where does he live is known to me.
(ঘ) Where he lives is known to me.

8. Which of the following is demonstrative pronoun?
(ক) he (খ) yourself
(গ) those (ঘ) who

9. The salary of a bus driver is much higher—
(ক) in comparison with the salary of a school teacher
(খ) than a school teacher
(গ) than that of a school teacher
(ঘ) to compare as a school teacher

10. Which of the following sentences is not correct?
(ক) Where did he went? (খ) What are they doing?
(ঘ) What do they do? (গ) What does he want?

11. Who is called the epic-poet in English?
(ক) John Milton (খ) P.B. Shelley
(গ) William Wordsworth (ঘ) Edmund Spenser

12. In the poem 'To Daffodils' the poet weeps over—
(ক) loss of beautiful flower
(খ) loss caused to environment
(গ) loss of sweet scent
(ঘ) short-lived human life

13. Correct one is—
(ক) Ten miles are a long distance.
(খ) Ten miles are more long distance.
(গ) Ten miles make a long distance.
(ঘ) Ten miles is a long distance.

14. The verb 'assess' can be changed into noun by adding—
(ক) a prefix (খ) an article
(গ) a suffix (ঘ) an auxiliary

15. What is the antonym of 'sympathy'?
(ক) Antipathetic (খ) Antipathy
(গ) Adversity (ঘ) Oppose

16. Gregarious person means—
(ক) outwardly calm (খ) very sociable
(গ) completely untrustworthy
(ঘ) vicious.

ANS.

1	গ
2	গ
3	ঘ
4	খ
5	খ
6	খ
7	ঘ
8	গ
9	গ
10	ক
11	ক
12	ঘ
13	ঘ
14	গ
15	খ
16	খ

বাংলাদেশে সাধারণত টর্নেডো হয় বৈশাখ মাসে(এপ্রিল-মে)

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

www.bdniyog.com

৩০

- মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা— চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- ঢাকা প্রথম বাংলার রাজধানী হয়— ১৬১০ সালে।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা— ১৫০ ফুট।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান— স্পিকার।
- 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন— তারেক মাসুদ।
- দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর— রাষ্ট্রপতি।
- ভোমরা স্থলবন্দর অবস্থিত— সাতক্ষীরা।
- বেনাপোল স্থলবন্দর সংলগ্ন ভারতীয় স্থলবন্দরের নাম— পেট্রাপোল।
- কুমিল্লা বার্ড (BARD)-এর প্রতিষ্ঠাতা— আখতার হামিদ খান।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প— তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- UNESCO সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়— ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
- 'আলোকিত মানুষ চাই' স্লোগানটি যে প্রতিষ্ঠানের— বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র।
- 'জেল হত্যা দিবস' পালিত হয়— ৩ নভেম্বর।
- বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি— ৪টি।
- বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হয় যে প্রতিষ্ঠান থেকে— বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
- 'বাংলাদেশ স্কয়ার' অবস্থিত— লাইবেরিয়ায়।
- পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা— ধর্মপাল।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক— নাইমুর রহমান দুর্জয়।
- উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা— ২০০ নটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের যে জেলার সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত রয়েছে— রাঙ্গামাটি।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন— ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।
- ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ওপর ছবি এঁকে খ্যাতি লাভ করেন— জয়নুল আবেদিন।
- বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত— ঈশ্বরদী, পাবনা।
- নাসিরাবাদের বর্তমান নাম— ময়মনসিংহ।
- পদ্মা ও যমুনা নদী মিলিত হয়েছে— গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।
- 'গাবখান চ্যানেল' বাংলাদেশের যে জেলায় অবস্থিত— ঝালকাঠী।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জেলা— রাঙ্গামাটি।
- ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন— প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য— রাজিয়া বানু।
- বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সর্বোচ্চ বয়সসীমা— ৬৭ বছর।
- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক— রাষ্ট্রপতি।
- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন— মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স— ১৮ বছর।
- বাংলাদেশের আইনসভার নাম— জাতীয় সংসদ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯২১ সালে।
- বাংলাদেশে অনলাইনে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতির উদ্বোধন করা হয়— ১৫ জুলাই ২০২০।
- বাংলাদেশে মোট সরকারি EPZ'র সংখ্যা— ৮টি।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের GDP প্রবৃদ্ধির সাময়িক হিসাব— ৫.২৪%।
- বাংলা একাডেমির ২১তম সভাপতি— অধ্যাপক ড. শামসুজ্জামান খান।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ৪% ব্যাংক রেট ঘোষণা করে— ২৯ জুলাই ২০২০।
- কক্সবাজারের শিবিরের ওপর চাপ কমাতে রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল হবে— ভাসানচর, নোয়াখালী।

41 Self Test

১. প্রথম অনারব মুসলিম দেশ হিসেবে সেনেগাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়—
ⓚ ১৯৭১ সালে ⓚ ১৯৭৩ সালে ⓖ ১৯৭২ সালে ⓖ ১৯৭৪ সালে

২. বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রধান খাত—
ⓚ কৃষি ⓚ সেবা ⓖ শিল্প ⓖ পরিবহন

৩. পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা লাভ করে কত সালে?
ⓚ ২০১০ ⓚ ২০১৬ ⓖ ২০১২ ⓖ ২০১৪

৪. Making of a Nation Bangladesh : An Economist's Tale গ্রন্থের রচয়িতা—
ⓚ কামাল হোসেন ⓚ এস. এ. করিম ⓖ নুরুল ইসলাম ⓖ আনিসুর রহমান

৫. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত কোনটি?
ⓚ ৮ : ৫ ⓚ ১০ : ৬ ⓖ ১১ : ৮ ⓖ ১১ : ৭

৬. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে?
ⓚ নুরুল আমীন ⓚ মোহাম্মদ আলী ⓖ লিয়াকত আলী খান ⓖ খাজা নাজিমুদ্দীন

৭. আয়কর কোন ধরনের কর?
ⓚ প্রত্যক্ষ কর ⓚ সম্পূরক কর ⓖ পরোক্ষ কর ⓖ পরিপূরক কর

৮. ADP-এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Annual Development Program
ⓚ Annual Development Plan
ⓖ Annual Data Planning
ⓖ Advance Data Programing

৯. সংসদকে কার্যকর রাখার দায়িত্ব—
ⓚ ক্ষমতাসীন দলের ⓚ বিরোধী দলের ⓖ রাষ্ট্রপতির ⓖ ক ও খ উভয়ের

১০. বাংলাদেশ OIC-এর সদস্য হয় কোন সালে?
ⓚ ১৯৭৩ ⓚ ১৯৭৪ ⓖ ১৯৭৫ ⓖ ১৯৭৬

১১. বঙ্গবন্ধু সেতুতে কোন ধরনের রেল লাইনের ব্যবস্থা আছে?
ⓚ ব্রড গেজ ⓚ মিটার গেজ ⓖ ন্যারো গেজ ⓖ ডুয়েল গেজ

১২. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'চলাফেরার স্বাধীনতা'র উল্লেখ রয়েছে?
ⓚ ৩৬ নং অনুচ্ছেদ ⓚ ৩০ নং অনুচ্ছেদ ⓖ ৩৭ নং অনুচ্ছেদ ⓖ ৩১ নং অনুচ্ছেদ

ANS.

১	গ
২	খ
৩	খ
৪	গ
৫	খ
৬	ঘ
৭	ক
৮	ক
৯	ঘ
১০	খ
১১	ঘ
১২	ক

বাংলাদেশে স্মরণকালের ভয়াবহ টর্নেডো আঘাত হানে ১৪ এপ্রিল ১৯৬৯ ঢাকার ডেমরায়

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

পূর্ণমান ২০

- সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল— মেসোপটেমিয়ায়।
- যে দেশটি প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল— ইরান।
- সলোমন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত— প্রশান্ত মহাসাগরে।
- জার্মানির প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন পদের নাম— চ্যান্সেলর।
- মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্তকারী সীমারেখার নাম— সনোরা লাইন।
- 'বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস' পালিত হয়— ৮ সেপ্টেম্বর।
- জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU) অবস্থিত— জাপান।
- নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীদের বলা হয়— মাউরি।
- আফ্রিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি— সাহারা মরুভূমি।
- জাপানের পার্লামেন্টের নাম— ডায়েট
- 'নিউ সিল্ক রোড'-এর প্রবক্তা— চীন।
- ইতিহাসে বিখ্যাত ট্রয় নগরী অবস্থিত— তুরস্কে।
- ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন— থিওডোর হার্জেল।
- এশিয়া মহাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে গিয়েছে— ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।
- থাইল্যান্ডের রাজধানীর নাম— ব্যাংকক।
- NATOভুক্ত মুসলিম সদস্য দেশ— তুরস্ক ও আলবেনিয়া।
- এডেন সমুদ্রবন্দর অবস্থিত— ইয়েমেন।
- 'বোফোর্স কেলেঙ্কারি' যে দেশের সাথে জড়িত— ভারত।
- কনস্ট্যান্টিনোপল শহরটি বর্তমানে যে নামে পরিচিত— ইস্তানবুল।
- ইস্তানবুল শহরটি যে দুই মহাদেশ জুড়ে অবস্থিত— এশিয়া ও ইউরোপ।
- জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ দ্বীপটির নাম— কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ।
- ইউরোপের দ্বার বলা হয়— ভিয়েনাকে।
- ইংল্যান্ডে ম্যাগনাকার্টা সনদ স্বাক্ষরিত হয়— ১২১৫ সালে।
- মিয়ানমারের মুদ্রার নাম— কিয়াট।
- ইউরোপের যে দেশের অধিবাসীদের 'ডাচ' বলা হয়— নেদারল্যান্ডস।
- ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি যে জন্য বিখ্যাত— বইমেলা।
- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করে— ১৯৮৯ সালে।
- 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' বর্তমানে যে নামে পরিচিত— গ্রাউন্ড জিরো।
- মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব হারায়— ১৯৮২ সালে।
- G-7ভুক্ত একমাত্র এশীয় দেশ— জাপান।
- অক্টোবর বিপ্লব যে দেশে সংঘটিত হয়— রাশিয়া।
- যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন— মার্গারেট থ্যাচার।
- ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়— ১৯৭৮ সালে।
- প্রথম বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়।
- UNHCR-এর সদর দপ্তর অবস্থিত— জেনেভা; সুইজারল্যান্ড।
- SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা— ২০৩০ সাল পর্যন্ত।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— বেলগ্রেড; ১৯৬১ সালে।
- পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি হলো— মধ্য ইউরোপীয় সমভূমি।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের নাম— সিনেট।
- কানাডার প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী— ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড।
- 'রাফাল' যে দেশের তৈরি যুদ্ধবিমান— ফ্রান্স।
- ইসরাইলের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রদূত— ইসমাইল খালেদি।
- ২০২২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে— আল বাইত স্টেডিয়াম; কাতার।
- ২০২২ সালে দ্বাদশ আইসিসি নারী বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে— নিউজিল্যান্ডে।

Self Test 41

১. দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?
ⓚ ১৯২৮ ⓛ ১৯৪৫
ⓖ ১৯১৯ ⓜ ১৯৬২

২. পাকিস্তানের কোন সাবেক ক্রিকেটার দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী?
ⓚ জাভেদ মিয়াঁদাদ ⓛ ইনজামাম উল হক
ⓖ জহির আব্বাস ⓜ ইমরান খান

৩. ১৩তম ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ⓚ ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ⓛ দক্ষিণ আফ্রিকা
ⓖ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ⓜ ভারত

৪. বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোনটি?
ⓚ ৫ মে ⓛ ১৫ মে ⓖ ৫ জুন ⓜ ১৫ জুন

৫. আফ্রিকার কোন দেশে চীনের সামরিক ঘাঁটি আছে?
ⓚ জাম্বিয়া ⓛ উগান্ডা
ⓖ জিবুতি ⓜ দক্ষিণ আফ্রিকা

৬. জাতিসংঘের পূর্বসূরি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ⓚ ইউনাইটেড নেশনস ⓛ লীগ অব নেশনস
ⓖ কম্যুনিটি অব নেশনস ⓜ অ্যাসোসিয়েশন অব নেশনস

৭. কোনটি নাফটার স্থলাভিষিক্ত USMCA ভুক্ত দেশ নয়?
ⓚ মেক্সিকো ⓛ ভেনিজুয়েলা
ⓖ যুক্তরাষ্ট্র ⓜ কানাডা

৮. BIMSTEC-এর সদর দপ্তর কোথায়?
ⓚ কলম্বো ⓛ ম্যানিলা
ⓖ ঢাকা ⓜ নিউইয়র্ক

৯. প্রথম আরব দেশ হিসেবে মঙ্গলাভিযান শুরু করে কোন দেশ?
ⓚ সংযুক্ত আরব আমিরাত ⓛ সৌদি আরব
ⓖ কাতার ⓜ বাহরাইন

১০. সর্বাধিক ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে কোন দেশে?
ⓚ ব্রাজিল ⓛ ইন্দোনেশিয়া
ⓖ নাইজেরিয়া ⓜ মেক্সিকো

১১. রাশিয়ার তৈরি প্রথম করোনার টিকার নাম কী?
ⓚ Ad5-nCoV ⓛ RNA-1273
ⓖ Sputnik-V ⓜ BNT16261

১২. ২২তম ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে কবে?
ⓚ ২১ আগস্ট-১৮ সেপ্টেম্বর ⓛ ২১ সেপ্টেম্বর-১৮ অক্টোবর
ⓖ ২১ অক্টোবর-১৮ নভেম্বর ⓜ ২১ নভেম্বর-১৮ ডিসেম্বর

ANS.

১	গ
২	ঘ
৩	ঘ
৪	গ
৫	গ
৬	খ
৭	খ
৮	গ
৯	ক
১০	খ
১১	গ
১২	ঘ

১৪ এপ্রিল ১৯৬৯ ঢাকার ডেমরায় আঘাত হানা টর্নেডোতে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৬৪৩ কিলোমিটার /সূত্র : বাংলাপিডিয়া/

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান ১৫

- শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র— অডিওমিটার।
- ক্যালকুলাসের জনক বলা হয়— স্যার আইজ্যাক নিউটনকে।
- অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সবচেয়ে বেশি— ভূ-পৃষ্ঠে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কার্বনের রোধ— হ্রাস পায়।
- ৫০° ফারেনহাইট উষ্ণতার সমান— ১০° সেন্টিগ্রেড।
- কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেন— ম্যাক্স প্লাঙ্ক।
- দুধের ঘনত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র— ল্যাক্টোমিটার।
- শব্দ বিস্তারের জন্য প্রয়োজন হয়— স্থিতিস্থাপক মাধ্যম।
- রংধনু সৃষ্টির বেলায় পানির কণাগুলো— প্রিজমের কাজ করে।
- ডুবোজাহাজ হতে পানির উপরে কোনো বস্তু দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়— পেরিস্কোপ।
- কৈশিক পথ ধরে তুলে ক্রিং খত— এরই হয়।
- মস্তিষ্ক যে তন্ত্রের অঙ্গ— স্নায়ুতন্ত্রের।
- ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস হলো— আইসোটোপ।
- পৃথিবীতে সকল শক্তির প্রধান উৎস— সূর্য।
- পটাশিয়াম মৌলটির প্রতীক হলো— K।
- স্বর্ণের খাদ বের করতে যে এসিড ব্যবহৃত হয়— নাইট্রিক এসিড।
- পারমাণবিক চুল্লীতে তাপ পরিবাহক হিসেবে যে ধাতু ব্যবহৃত হয়— সোডিয়াম।
- প্রাণিজগতের উৎপত্তি ও বংশসম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলে— জেনেটিক্স।
- মাশরুম এক ধরনের— ফাঙ্গাস।
- কোষের প্রাণশক্তি বলা হয়— মাইটোকন্ড্রিয়াকে।
- ক্লোনিং পদ্ধতিতে প্রথম জন্মগ্রহণকারী ভেড়ার নাম— ডলি।
- জীবের রাসায়নিক গঠন উপাদান হলো— DNA।
- জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করে— পানি সেচ।
- উদ্ভিদের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়— মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে।
- দুধকে টক করে— ব্যাকটেরিয়া।
- ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য দায়ী— এস্টার।
- রক্তের লোহিত কণিকার কাজ— অক্সিজেন বহন করা।
- মুক্তা হলো ঝিনুকের— প্রদাহের ফল।
- সুষম খাদ্যের উপাদান— ৬টি।
- যে ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়— ভিটামিন সি।
- মানবদেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ— ত্বক।
- মানুষের শরীরে মোট হাড়ের সংখ্যা— ২০৬টি।
- জিহ্বার পৃষ্ঠদেশ গ্রহণ করে— তিক্তস্বাদ।
- মানুষের রক্তে শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকার অনুপাত— ১ : ৭০০।
- যে হরমোন প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে— থাইরক্সিন।
- জন্ডিসে আক্রান্ত হয় মানবদেহের— যকৃত।
- ইনসুলিনের অভাবে যে রোগ হয়— ডায়াবেটিস
- এন্টিবায়োটিকের কাজ— জীবাণু ধ্বংস করা
- যে ডালের সাথে ল্যাথারাইজম রোগের সম্পর্ক রয়েছে— খেসারি।
- বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় যে যন্ত্রের মাধ্যমে— লাউড স্পিকার
- ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ যে খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে— নাইট্রোজেন।
- একমুখী যোগাযোগকে ইংরেজিতে বলা হয়— ব্রডকাস্ট।
- গাড়ির ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়— সালফিউরিক এসিড।
- MKS পদ্ধতিতে ভরের একক— কিলোগ্রাম।
- মস্তিষ্কের ডোপামিন তৈরির কোষগুলো নষ্ট হলে যে রোগ হয়— পারকিনসন্স।
- জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে— ক্রোমোজোম।
- আধুনিক পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি— ইলেকট্রন বিন্যাস।
- ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং রোধ পরিমাপের যন্ত্র— মাল্টিমিটার (Multimeter)।
- অন্ধকারে জ্বল জ্বল করার জন্য ঘড়ির কাটার প্রলেপ দেয়া হয়— থোরিয়াম ও জিংক সালফাইডের মিশ্রণ।

41st Self Test

১. সাধারণত ট্রানজিস্টরের কাজ—
ⓚ একমুখীকারক হিসেবে ⓚ ফিল্টারিং-এ
ⓖ বিবর্ধক হিসেবে ⓖ স্পন্দক হিসেবে

২. নিউমোনিয়া রোগে দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হয়?
ⓚ ফুসফুস ⓚ গলা ⓖ লিভার ⓖ নাক

৩. ব্যাকটেরিয়া একটি—
ⓚ এককোষী ব বহুকোষী জীব ⓚ সুকেন্দ্রিক
ⓖ প্রাক-কেন্দ্রিক ⓖ অকোষীয় জীব

৪. কোনটি স্তন্যপায়ী প্রাণী নয়?
ⓚ হাতি ⓚ কুমির ⓖ তিমি ⓖ বাদুর

৫. সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রের নাম কী?
ⓚ ম্যানোমিটার ⓚ সনোমিটার
ⓖ ফ্যাদোমিটার ⓖ হাইড্রোমিটার

৬. ম্যালিক এসিড পাওয়া যায়—
ⓚ আমলকিতে ⓚ টমেটোতে
ⓖ কমলালেবুতে ⓖ আঙ্গুরে

৭. গ্যাসের চাপ নির্ধারণ যন্ত্র—
ⓚ ব্যারোমিটার ⓚ সিসমোগ্রাফ
ⓖ ম্যানোমিটার ⓖ গ্যাসকোমিটার

৮. সোডিয়াম-এর (Na^{23}) একটি পরমাণুতে রয়েছে—
ⓚ ১০টি প্রোটন ও ১৩টি নিউট্রন
ⓚ ১১টি প্রোটন ও ১২টি নিউট্রন
ⓖ ১২টি প্রোটন ও ১১টি নিউট্রন
ⓖ ১৩টি প্রোটন ও ১০টি নিউট্রন

৯. জোয়ার-ভাটার তেজকটাল কখন হয়?
ⓚ অমাবস্যায় ⓚ একাদশীতে
ⓖ অষ্টমীতে ⓖ পঞ্চমীতে

১০. ভিনেগারে নিচের কোন এসিডটি উপস্থিত থাকে?
ⓚ সাইট্রিক এসিড ⓚ এসিটিক এসিড
ⓖ টারটারিক এসিড ⓖ এসকরবিক এসিড

১১. একজন সাধারণ মানুষের দেহে মোট কত টুকরা হাড় থাকে?
ⓚ ২০৬ ⓚ ৩০৬
ⓖ ৪০৬ ⓖ ৫০৬

১২. ঘন মাধ্যমের ভেতরে রাখা কোনো বস্তুকে হালকা মাধ্যম থেকে দেখলে এর প্রতিবিম্ব কোথায় হবে?
ⓚ উপরের দিকে উঠে আসবে ⓚ নিচের দিকে সরে যাবে
ⓖ একই জায়গায় থাকবে ⓖ পাশে সরে যাবে

ANS.

১	গ
২	ক
৩	গ
৪	খ
৫	গ
৬	খ
৭	গ
৮	খ
৯	ক
১০	খ
১১	ক
১২	ক

বাংলাদেশে আরেকটি ভয়াবহ টর্নেডো আঘাত হানে ২৬ এপ্রিল ১৯৮৯ মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায়

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পূর্ণমান ১০

- হিমবাহের ক্ষয়কার্য দ্বারা গঠিত হয়— ইউ আকৃতির উপত্যকা।
- জাফনা দ্বীপ অবস্থিত— শ্রীলংকায়।
- বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর 'গ্রেট বেরিয়ার রিফ' অবস্থিত— প্রশান্ত মহাসাগরে।
- ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছে— ৩ ভাগে।
- বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত— ফরিদপুর।
- পানিতে সহনীয় মাত্রার আর্সেনিকের পরিমাণ— ০.০১ মিগ্রা/লি।
- পাহাড়ি এলাকায় যে ধরনের বন্যা হয়— আকস্মিক বন্যা।
- CDMP'র পূর্ণরূপ— Comprehensive Disaster Management Program।
- বাংলাদেশে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা হয়— ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কাল্পনিক রেখা অতিক্রম করেছে— কর্কটক্রান্তি রেখা।
- ব্ল্যাক ফরেস্ট অবস্থিত— জার্মানিতে।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা— ১২ নটিক্যাল মাইল।
- পামীর মালভূমি অবস্থিত— মধ্য এশিয়ায়।
- টেমস নদীর তীরে অবস্থিত শহর— লন্ডন।
- বাংলাদেশ এশিয়ার যে অঞ্চলে অবস্থিত— দক্ষিণ দিকে।
- বাল্টিক দেশসমূহ হলো— এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া।
- যে শহরটি 'বিগ অ্যাপেল' নামে পরিচিত— নিউইয়র্ক।
- বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয়— ১৯৯২ সালে।
- পার্বত্য অঞ্চলের নদীর যে ধরনের ক্ষয় বেশি হয়— নিম্নক্ষয়।
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে— চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে— ২ আগস্ট ১৯৯০।
- বিশ্বের সর্বাধিক বনভূমি রয়েছে— রাশিয়ায়।
- বন্যা প্রতিরোধে শহরে নির্মিত বাঁধ— বেষ্টনীমূলক বাঁধ।
- ভূমিকম্পের কম্পনের বেগ সর্বাপেক্ষা বেশি— উপকেন্দ্রে।
- বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয়— ১ জানুয়ারি ২০০২।

Self Test

১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন পরিষদ কোনটি?
ⓐ হাজীপুর ⓑ মুজিবনগর
ⓒ সাতগ্রাম ⓓ চৌদ্দগ্রাম

২. কোনটি জলবায়ুর উপাদান নয়?
ⓐ উষ্ণতা ⓑ আর্দ্রতা
ⓒ সমুদ্রস্রোত ⓓ বায়ুপ্রবাহ

৩. রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শহর কোনটি?
ⓐ ভারখ্যানস্ক ⓑ ভ্লাদিভস্টক
ⓒ খাবারোভস্ক ⓓ ওখোটস্ক

৪. বিলোনিয়া সীমান্ত নিচের কোন জেলায় অবস্থিত?
ⓐ কুমিল্লা ⓑ ফেনী
ⓒ যশোর ⓓ রাজশাহী

৫. ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অবস্থান কীরূপ?
ⓐ প্রবল ঝুঁকিপূর্ণ ⓑ কম ঝুঁকিপূর্ণ
ⓒ ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে ⓓ ভূমিকম্প প্রবণ

৬. যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রেইরি অঞ্চলকে অন্য যে নামে অভিহিত করা হয়?
ⓐ গমবলয় ⓑ রেইন ফরেস্ট
ⓒ তৃণঘাসভূমি ⓓ মরু অঞ্চল

৭. পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে কী বলে?
ⓐ এভিকালচার ⓑ ইভোলেশন
ⓒ পিসিকালচার ⓓ ইকোলজি

ANS.

১	ক
২	গ
৩	খ
৪	খ
৫	গ
৬	ক
৭	ঘ

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

পূর্ণমান ১০

- ভোটদান ও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার— রাজনৈতিক অধিকার।
- বড়দের সম্মান করা, দানশীলতা, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি যে ধরনের মূল্যবোধ— সামাজিক।
- যোগ্য নেতার আবির্ভাবের জন্য পূর্বশর্ত— সুশাসন।
- একজন প্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো— জনকল্যাণ।
- সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা যার অন্যতম একটি লক্ষ্য— মূল্যবোধের।
- শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছায়া সরকারের ভূমিকা পালন করে— সংবাদ মাধ্যম।
- সামাজিক ন্যায় বিচার লঙ্ঘিত হয়— সুশাসনের অভাবে।
- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে— স্বাধীনতার মূল্যবোধকে।
- 'কোনো সত্তা বা বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মূল্যই মূল্যবোধ' উক্তিটি করেন— অ্যান্থনি জি ক্যাটাল্স।
- আইনের শাসনের সফলতা নির্ভর করে— নীতিবোধের ওপর।
- নৈতিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা শুরু হয়— পরিবার থেকে।
- আইন ও নৈতিকতার উৎস— অভিন্ন।
- নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়— সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন।

Self Test

১. কে মূল্যবোধকে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড বলেছেন?
ⓐ D. Stain ⓑ M. R. William
ⓒ N. Rescher ⓓ F. E. Meril

২. মূল্যবোধ মানুষের জীবনে সার্বিকভাবে কোন ধরনের বিষয় হিসেবে ভূমিকা পালন করে?
ⓐ গাইডলাইন ⓑ অভিভাবক
ⓒ বন্ধু ⓓ আত্মীয়

৩. স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার—
ⓐ সুশাসন ⓑ জন-অংশগ্রহণ
ⓒ বিকেন্দ্রীকরণ ⓓ আইনের শাসন

৪. 'আইনের চোখে সব নাগরিক সমান।' বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে?
ⓐ ৭ ⓑ ২৭ ⓒ ৩৭ ⓓ ৪৭

ANS.

১	খ
২	ক
৩	ক
৪	খ

সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী প্রচণ্ড ঝড় স্থানীয়ভাবে পরিচিত 'কালবৈশাখী' নামে

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

- কম্পিউটারকে হ্যাকিং থেকে রক্ষা করে— ফায়ারওয়াল।
- কম্পিউটার ভাইরাস হলো— এক ধরনের বিশেষ প্রোগ্রাম।
- Memory ও ALU-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে— কন্ট্রোল ইউনিট।
- INF হলো— মাইক্রোসফট উইন্ডোজে ব্যবহৃত এক ধরনের সিস্টেম ফাইল।
- বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটার— IBM 1620।
- ডিস্ককে তথ্য ধারণের উপযোগী করাকে বলে— ফরমেট।
- এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সমন্বয়ে তৈরি— হাইব্রিড কম্পিউটার।
- অনলাইনে সার্ভিস ও পণ্য কেনা-বেচার প্রক্রিয়াকে বলা হয়— ই-কমার্স।
- IPV6 ভার্সনে প্রতিটি অ্যাড্রেস এর ভার্সন— ১২৮ বিটের।
- URL-এর পূর্ণরূপ— Universal Resource Locator।
- Backup প্রোগ্রাম বলতে বোঝায়— নির্ধারিত ফাইল কপি করা।
- কম্পিউটারের আই.কিউ.— শূন্য।
- 'সফটওয়্যার বাগ' বা 'কম্পিউটার বাগ' হলো— সফটওয়্যারের অন্তর্নিহিত কোড বিষয়ক ভুল।
- কোনো প্রোগ্রাম চালু হওয়ার পর CPU যে address generate করে— Logical address।
- কম্পিউটার মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডাটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে বলা হয়— Read।
- কীবোর্ড ব্যবহার করে এম এস ওয়ার্ডে কোনো ফাইল সেভ করতে যে কমান্ড ব্যবহার হয়— Ctrl + S।
- ফটোশপ যে ধরনের সফটওয়্যার— ছবি সম্পাদনার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।
- MICR যে ধরনের সেবার সাথে সম্পর্কিত— ব্যাংকিং।
- Spread Sheet প্রোগ্রাম দিয়ে যে ধরনের কাজ করা হয়— হিসাব-নিকাশ।
- পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান বিশেষত্ব— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।
- তথ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতম অংশসমূহ হলো— ডেটা বা উপাত্ত।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয়— টেলিমেডিসিন।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ডকুমেন্টের File, Edit, View ইত্যাদি শব্দবিশিষ্ট লাইনটিকে বলা হয়— মেনু বার।
- মুক্ত অপারেটিং সফটওয়্যার অ্যান্ড্রয়েড-এর প্রধান উদ্ভাবক— অ্যান্ডি রুবিন ও রিচ মিনার।
- গুগলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন— ল্যারি পেজ ও সের্গেই ব্রিন।
- IBM প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯১১ সালে।
- যে ধরনের প্রিন্টার দ্রুতগতিতে উন্নতমানের প্রিন্ট প্রদানে সক্ষম— লেজার প্রিন্টার।
- বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানসহ নানা কাজে যুক্ত হওয়ার প্রযুক্তিকে বলা হয়— ইন্টারনেট।
- জাতীয় ই-তথ্যকোষ উদ্বোধন করা হয়— ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।
- ওয়েবসাইটের মূল পাতাকে বলা হয়— হোম পেইজ।
- কোনো ই-মেইলে CC-এর অর্থ— Carbon Copy।
- পেশাজীবীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম LinkedIn আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়— ২০০৩ সালে।

41 Self Test

১. কম্পিউটারের গতিকে তুলনা করা হয় কিসের সাথে?
ⓚ বিদ্যুতের গতির সাথে ⓛ ঝড়ের গতির সাথে
ⓜ স্রোতের গতির সাথে ⓝ কোনোটিই নয়

২. প্রত্যেকটি কম্পিউটার Hub বা Switch এর মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে কোথায়?
ⓚ ট্রি টপোলজিতে ⓛ মেশ টপোলজিতে
ⓜ স্টার টপোলজিতে ⓝ হাইব্রিড টপোলজিতে

৩. মাইক্রোকম্পিউটারের জনক বলা হয় কাকে?
ⓚ জন ভন নিউম্যান ⓛ এইচ. এডওয়ার্ড রবার্টস
ⓜ চার্লস ব্যাবেজ ⓝ আইকেন

৪. দ্রুতগতির কম্পিউটার বলতে বোঝায়—
ⓚ Supercomputer ⓛ Mainframe
ⓜ Notebook Computer ⓝ Minicomputer

৫. নিচের কোনটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ডেটাকে নির্দেশ করে?
ⓚ Gigabyte ⓛ Terabyte
ⓜ Byte ⓝ Megabyte

৬. স্বল্প দূরত্বে নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ⓚ ইন্টারনেট ⓛ ইন্ট্রানেট
ⓜ LAN ⓝ WAN

৭. কম্পিউটারের BUS পরিমাপে ব্যবহৃত হয়—
ⓚ Bits ⓛ Characters
ⓜ Bytes ⓝ Megabytes

৮. নিচের কোন কাজের জন্য কম্পিউটার বেশি সুবিধাজনক?
ⓚ পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ ⓛ হিসাবরক্ষণ কাজ
ⓜ প্রতিবেদন প্রণয়ন ⓝ গাণিতিক কাজ

৯. কম্পিউটারে কোনটি নেই?
ⓚ স্মৃতি ⓛ বুদ্ধি বিবেচনা
ⓜ দীর্ঘ সময় কাজ করার ক্ষমতা ⓝ নির্ভুল কাজ করার ক্ষমতা

১০. অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর কোন ঘটনাটি ঘটে?
ⓚ প্রতিসরণ ⓛ অপবর্তন
ⓜ বিচ্ছুরণ ⓝ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

১১. Oracle Corporation-এর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা কে?
ⓚ Bill Gates ⓛ Andrew S Grove
ⓜ Tim Cook ⓝ Lawrence J. Ellison

১২. ATM বলতে বোঝায়—
ⓚ Automatic Telephone Machine
ⓛ Automated Teller Machine
ⓜ Approved Tariff Manual
ⓝ Approved Training Manual

১৩. ABC কম্পিউটারের পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Altimat Berry Computer
ⓛ Atanasoff Branded Computer
ⓜ Atanasoff-Berry Computer
ⓝ Atanasoff Band Computer

ANS.

১	ক
২	গ
৩	খ
৪	ক
৫	খ
৬	গ
৭	ক
৮	ক
৯	খ
১০	ঘ
১১	ঘ
১২	খ
১৩	গ

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

গাণিতিক যুক্তি

পৃষ্ঠামান ১৫

সিলেবাস ও মানবণ্টন

১. বাস্তব সংখ্যা, ল. সা. গু., গ. সা. গু., শতকরা, সরল ও যৌগিক মুনাফা, অনুপাত ও সমানুপাত, লাভ ও ক্ষতি : ০৩
২. বীজগাণিতিক সূত্রাবলি, বহুপদী উৎপাদক, সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণ, সরল ও দ্বিঘাত অসমতা, সরল সহসমীকরণ : ০৩
৩. সূচক ও লগারিদম, সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা : ০৩
৪. রেখা, কোণ, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য, পরিমিতি– সমতলীয় ক্ষেত্র ও ঘনবস্তু : ০৩
৫. সেট, বিন্যাস ও সমাবেশ, পরিসংখ্যান ও সম্ভাব্যতা : ০৩

Self Test

১. শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হার সুদে কত টাকা ১৫ বছরে সুদ-আসলে ১০৪০ টাকা হবে?
ⓐ ৫০০ ⓑ ৫৭৫
ⓒ ৬৫০ ⓓ ৭২৫

২. বার্ষিক শতকরা কত হার সুদে ২০০০ টাকা ৩ বছরে সুদে আসলে ২৩০০ টাকা হবে?
ⓐ ১৫% ⓑ ১০% ⓒ ৭.৫% ⓓ ৫%

৩. যদি $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$ হয় এবং A ও B এর উপাদানগুলোর মধ্যে $x > y$ সম্পর্কটি বিবেচনা করলে অন্তরটি হবে—
ⓐ $\{(2, 1), (2, 2), (3, 1)\}$ ⓑ $\{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$
ⓒ $\{(1, 2), (2, 2), (1, 3)\}$ ⓓ $\{(1), (2), (1, 3), (2, 3)\}$

৪. কোনো ধারার nতম পদ $n.2^{n-1}$ হলে ধারাটির প্রথম পাঁচটি পদের যোগফল কত?
ⓐ 129 ⓑ 152 ⓒ 74 ⓓ 106

৫. 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যা থেকে যেকোনো একটি সংখ্যাকে ইচ্ছেমতো নিলে সে সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কত?
ⓐ $\frac{2}{5}$ ⓑ $\frac{3}{7}$ ⓒ $\frac{1}{2}$ ⓓ $\frac{2}{3}$

৬. $x + y = 6$ এবং $xy = 8$ হলে $(x - y)^2$ -এর মান কত?
ⓐ 4 ⓑ 6 ⓒ 8 ⓓ 12

৭. $\frac{2x + 3y}{3x + 2y} = \frac{5}{6}$ হলে, $x : y =$ কত?
ⓐ 8 : 3 ⓑ 5 : 6
ⓒ 3 : 8 ⓓ 6 : 4

৮. CALCUTTA শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা AMERICA শব্দটির বর্ণগুলো একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যার কত গুণ?
ⓐ 2 ⓑ 3 ⓒ 4 ⓓ 5

ANS.
১ গ
২ ঘ
৩ খ
৪ ক
৫ ক
৬ ক
৭ ক
৮ ক

মানসিক দক্ষতা

পৃষ্ঠামান ১৫

Self Test

১. 0.০০০০০০৪৯ এর বর্গমূল কত?
ⓐ 0.০০৪৯ ⓑ 0.০০০৭
ⓒ 0.০০৯৪ ⓓ 0.০০০০৭

২. $2^{৩০} + 2^{৩০} + 2^{৩০} + 2^{৩০} = ?$
ⓐ $8^{২০}$ ⓑ $8^{৩০}$
ⓒ $2^{২০}$ ⓓ $2^{৩০}$

৩. যদি $A > B$, $B > C$ এবং $C < D$ হয়, তাহলে নিচের কোনটি অবশ্যই মিথ্যা?
ⓐ A>C ⓑ C<B
ⓒ A<D ⓓ D<C

৪. $\sqrt{\frac{১}{০.২৫}} = ?$
ⓐ ১ ⓑ ২ ⓒ ৩ ⓓ 0.২০

৫. নিচের চিত্রে মোট কতটি ত্রিভুজ আছে?

ⓐ ৮টি ⓑ ১০টি ⓒ ১৩টি ⓓ ১৬টি

৬. ক, খ-এর পিতা। গ, ক-এর চাচা। গ-এর অন্য কোনো ভাইবোন নেই। খ, গ-এর কি হয়?
ⓐ নাতি ⓑ দাদী ⓒ বোন ⓓ চাচী

৭. আপনি দেখতে পেলেন যে, একটি পশু ছেলে একটি সমবয়সী ছেলের হাতে ভীষণভাবে মার খাচ্ছে। আপনি কি করবেন?
ⓐ কিছু করবেন না কিন্তু উপস্থিত থাকবেন
ⓑ ছেলেটিকে (যে পশু নয়) মারামারি থামাতে বলবেন এবং অন্য বাচ্চাকে খেলার সঙ্গী বানাতে বলবেন
ⓒ পুলিশ ডেকে মারামারি সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন
ⓓ আপনি নিজেই ছেলেটাকে (যে পশু নয়) মারবেন

৮. নিচের সংখ্যা সারিতে একটি ভুল সংখ্যা রয়েছে সে সংখ্যাটির জায়গায় বসবে—
১, ৩, ৯, ২৭, ৮১, ৭২৯
ⓐ ১৮ ⓑ ২৭ ⓒ ১৪৪ ⓓ ২৪৩

৯. $\frac{১}{২} - \frac{৩}{৪} + \frac{৫}{১৬}$ এর $\frac{৪}{২৫}$?
ⓐ ৫ ⓑ $\frac{১}{৫}$ ⓒ $-\frac{১}{৫}$ ⓓ $১\frac{১}{৫}$

১০. Choose the correct spelling :
ⓐ Mantainance ⓑ Maintenance
ⓒ Maintinance ⓓ Maintenence

ANS.
১ খ
২ গ
৩ ঘ
৪ খ
৫ ঘ
৬ ক
৭ খ
৮ ঘ
৯ গ
১০ খ

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

PSC নন-ক্যাডার জব

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (BPSC) কর্তৃক নন-ক্যাডার নিয়োগের অংশ হিসেবে টেকনিক্যাল পদে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ১৩৯৪টি ও সিনিয়র স্টাফ নার্স ২৫৫০টি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী ও ইন্সট্রাক্টর পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। তাছাড়া নন-টেকনিক্যাল পদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী পরিদর্শক, ব্যক্তিগত সহকারী, অফিস সহায়ক এবং সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে PSC'র নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। এসব পদের লিখিত পরীক্ষার জন্য ২০০ নম্বরের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য আমাদের এ আয়োজন।

নন-ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস

ক্রমিক	বিষয় ও সিলেবাস	নম্বর
১.	**বাংলা : পূর্ণমান-৪০/৫০**	
সাধারণ	ক. রচনা	১৫
	খ. সারাংশ/সারমর্ম	০৫
	গ. পত্রলিখন : ব্যক্তিগতপত্র, আবেদনপত্র, পত্রিকায় প্রকাশার্থে পত্র, ব্যবসা সংক্রান্ত পত্র, স্মারকলিপি।	০৫/১০
	ঘ. বঙ্গানুবাদ	০৫
	ঙ. ব্যাকরণ : ভাষার সংজ্ঞা, ভাষার রূপ, সাধুভাষা ও চলিত রীতির রূপান্তর, দেশি ও বিদেশি শব্দ, ণত্ববিধান ও ষত্ববিধানের সংজ্ঞা ও নিয়মাবলি, দ্বিরুক্ত শব্দ, পদ, ধাতু, উপসর্গ, অনুসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, যতি বা বিরাম চিহ্ন, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, প্রতিশব্দ ও সমার্থক শব্দ, প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ, একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ।	১০/১৫
২.	**ইংরেজি : পূর্ণমান-৪০/৫০**	
সাধারণ	a. Essay (With hints)	১৫
	b. Letter : Official/Demi-official/Memorandum/ Business Type	০৫/১০
	c. Comprehension	১০
	d. Grammar : Use of verb, Preposition, Voice, Narration, Correction of errors in composition, Use of words having similar pronunciation but conveying different meaning, Use of idioms and phrases. *[বাংলা ও ইংরেজির সিলেবাস এক হলেও নন-টেকনিক্যাল পদে মানবণ্টন দুটোতেই ৫০ করে থাকে।]*	১০/১৫
৩.	**সাধারণ জ্ঞান : পূর্ণমান-৪০**	
সাধারণ	**ক. বাংলাদেশ বিষয়াবলি :** বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, পরিবেশ, বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের অবদান, উন্নয়ন পরিকল্পনা।	১৫
	খ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, গ্লোবালাইজেশন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্থানসমূহ।	১৫
	গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বায়ু, মাটি, তাপ, বিদ্যুৎ আলো, চুম্বক, খাদ্যের উপাদান, জনস্বাস্থ্য, দূষণ, কম্পিউটার।	১০
৪.	**গণিত ও মানসিক দক্ষতা : পূর্ণমান-৬০**	
নন-টেকনিক্যাল	**ক. পাটিগণিত :** সেট ও সংখ্যা, সরল, গড়, লাভ-ক্ষতি, শতকরা, সুদকষা, ক্ষেত্রফল, অনুপাত, সমানুপাত।	১৫
	খ. বীজগণিত : বর্গ ও ঘন এর সূত্র এবং এর ব্যবহার, ল. সা. গু., উৎপাদকে বিশ্লেষণ, সমাধান, মান নির্ণয় ইত্যাদি।	১৫
	গ. জ্যামিতি : প্রাথমিক ধারণা ও সংজ্ঞা, রেখা, বিন্দু, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সম্পর্কীয় বিষয়াদি, ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত সম্পর্কীয় বিষয়াদি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি।	১০
	ঘ. মানসিক দক্ষতা : Ability to understand language, Decision making ability, Ability to measure spatial relationship and direction, Problem solving ability, Perceptual ability etc.	২০
৫.	**প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় : পূর্ণমান-৮০**	
	ক. তাত্ত্বিক বিষয় (Theoretical)	৩০
	খ. ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক বিষয় (Application)	৫০

আগামী সংখ্যায় দেখুন নন-ক্যাডার জবের লিখিত পরীক্ষার ২০০ নম্বরের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি মডেল।

নদীভাঙনে বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা— সিরাজগঞ্জ ও চাঁদপুর

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

পরীক্ষার প্রস্তুতি

১৭তম শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০২০

বাংলা-২৫

ভাষারীতি

- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলে— ধাতু।
- বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ— ১০টি।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা— ৫টি (প, ফ, ব, ভ, ম)।
- বাংলা ভাষার জন্ম— বঙ্গ-কামরূপী ভাষা থেকে।
- বাংলা ভাষা বিশেষভাবে প্রভাবিত— দ্রাবিড় ও কোল অনার্যভাষা দ্বারা।

বাগধারা

- উত্তম-মধ্যম— প্রহার। পাথরে পাঁচ কিল— অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। ইলশেগুঁড়ি— গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। রুইকাতলা— প্রতিপত্তিশালী লোকজন। শিরে সংক্রান্তি— আসন্ন বিপদ।

শুদ্ধ বানান

- গৃহিণী, তাত্ত্বিক, মর্তা, মুমূর্ষু, শ্রদ্ধাঞ্জলি, উপযোগিতা, গণিকা, সভক্তি, সরস্বতী, মূর্ধন্য, দুরবস্থা, আকৃষ্ট, দুর্বল, শাশ্বত, বৃহৎ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

অনুবাদ

- To err is human— ভুল করা মানুষের স্বভাব।
- Money begets money— টাকায় টাকা আনে।
- He died of cholera— সে কলেরায় মারা গেছে।
- Charity begins at home— "আগে ঘর তবে তো পর।
- His monumental failure haunts him even today— তার গুরু সমান ব্যর্থতা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

সন্ধি-বিচ্ছেদ

- আবিষ্কার = আবিঃ + কার। বৃষ্টি = বৃষ্ + তি। সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত। উত্থান = উৎ + স্থান। ভাস্কর = ভাঃ + কর। সংস্কৃতি = সম্ + কৃতি। সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি। অহরহ = অহঃ + অহ।

কারক-বিভক্তি

- গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল— কর্তায় ৭মী। গৃহহীনে গৃহ দাও— সম্প্রদানে ৭মী। পাপে বিরত হও— অপাদানে ৭মী। গাছ হতে ফলটি পড়ল— অপাদানে শূন্য। ছেলেরা বল খেলে— করণে শূন্য।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

- গ্রামীণ = গ্রাম + ঈন— তদ্ধিত প্রত্যয়। খ্যাতি = √খ্যা + তি— কৃৎ প্রত্যয়। মেধাবী = মেধা + বিন— তদ্ধিত প্রত্যয়। বৈজ্ঞানিক = বিজ্ঞান + ষ্ণিক— তদ্ধিত প্রত্যয়। লেখক = √লিখ্ + ণক— কৃৎ প্রত্যয়। বক্তা = √বচ্ + তৃচ— কৃৎ প্রত্যয়।

সমাস

- সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম— সমস্তপদ। সমাস শব্দের অর্থ— সংক্ষেপণ। দুধেভাতে— অলুক দ্বন্দ্ব। আজীবন— অব্যয়ীভাব। প্রিয়বেদনা— তৎপুরুষ। হাতেখড়ি— বহুব্রীহি। প্রতিজ্ঞান— অব্যয়ীভাব। পৌরসভা— তৎপুরুষ। জমা-খরচ— বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব।

সমার্থক শব্দ

- শরীর : তনু, কলেবর, দেহ, গাত্র। গরু : গো, ধেনু, গাভি। জল : পানি, বারি, সলিল, উদক, তোয়। ঘোড়া : অশ্ব, ঘোটক, তুরঙ্গ, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গম। চক্ষু : আঁখি, চোখ, অক্ষি, দর্শন, ঈক্ষণ।

বিপরীতার্থক শব্দ

- অর্বাচীন— প্রাচীন। উৎকর্ষ— অপকর্ষ। উন্মীলন— নিমীলন। ঔদার্য = কার্পণ্য। কুলীন— অন্ত্যজ। পুরস্কার— তিরস্কার। বৈরী— অবৈরী। তাপ— শৈত্য। জঙ্গম— স্থাবর। ঋজু— বক্র।

বাক্য সংকোচন

[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]

- নতুন বিষয়ে পথ নির্দেশ করে যে— পথিকৃৎ। গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে যে— গুপ্তচর। নূপুরের ধ্বনি— নিক্বণ। পঁচিশ বছর পূর্তির জন্য যে উৎসব— রজত জয়ন্তী। উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে— কৃতজ্ঞ। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সমাহার— চতুরঙ্গ।

লিঙ্গ পরিবর্তন

[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]

- বাদশা— বেগম। দেবর— জা। বিনোদ— বিনোদিনী। শূদ্র— শূদ্রা। নর্তক— নর্তকী। কুলি— কামিন। গীত— গীতিকা। যোগী— যোগিনী।

ENGLISH-২৫

Completing Sentences

- We waited until the plane— — took off
- I opened the door as soon as I— the bell. — heard
- We shall return before the sun— — sets
- We worked hard so that we— succeed. — could
- Rana's father wants him to be an engineer— a doctor. — instead of
- The flight will take off— that the weather is good. — provided
- No animal is so big— the blue whole. — as

Uses of Verbs

- I saw the beggar— on the floor. — lying
- It took quite a while to— all her luggage. — sort out.
- It is high time we— our eating habits. — changed.
- She could not but— there. — go.
- I look forward— you. — to hearing from.
- Would you mind— simply a cup of coffee? — taking.
- He advised me— smoking. — to give up.

Transformation of Sentences

- Akhi missed the train. (Negative)
  Ans. Akhi could not catch the train.
- Ten years have passed since his father died. (Simple)
  Ans. His father died ten years ago.
- I know her name. (Complex)
  Ans. I know what her name is.
- He is writing a letter. (Passive)
  Ans. A letter is being written by him.
- What a beautiful scenery it is! (Assertive)
  Ans. It is a very beautiful scenery.

Synonyms

- Bargain— Negotiation I Altercation— Quarrel I Compliant— Tractable I Congregation— Flock I Daunt— Frighten I Fastidious— Choosy I Emeritus— Retired I Abandon— Leave.

বাংলাদেশে খরার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জেলা— রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর ও বরিশাল

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

শূন্য পদ ২২,৫০০ নিয়োগে গণবিজ্ঞপ্তি

সারাদেশে এমপিভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২২,৫০০ সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য। এই শূন্যপদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে শিক্ষক নিয়োগে শীঘ্রই গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিবন্ধিত প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হবে। এরপর মেধা তালিকার ভিত্তিতে স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)। নভেম্বর ২০২০-এর মধ্যে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

Antonyms

- Manifest— Obscure I Concord— Conflict I Benign—Harmful I Extrinsic—Intrinsic I Squander— Save I Insolent—Affable I Proximate— Distant I Obsolete—Modern I Sagacious— Fatuous.

Idioms and Phrases

- In the nick of time— In the appropriate time I Cut to the quick— Hurt intensely I Maiden Speech— First speech I Hold water— Bear examination I Abode of God— Heaven I Loaves and fishes— Personal gains.

Translation from Bengali to English

- প্রধান শিক্ষককে সন্তুষ্ট করতে আমরা পরীক্ষা দিয়েছিলাম— We sat for the examination to please the headmaster.
- ইতিহাস পাঠ জ্ঞানের উত্তম উৎস— Reading history is a good source of knowledge.
- তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত— He is used to working hard.
- বই মানুষের সর্বোত্তম সঙ্গী— Books are a man's best companion.
- অতীতকে মুছে ফেল— Let bygones be bygones.

Use of Articles *[শুধু প্রভাষক-এর জন্য]*

- The Meghna falls into— Bay of Bengal. (the)
- Rahim is— honest man. (an)
- He wants to be— Shakespeare. (a)
- Last summer we went on— cruise in the Sundarbans. (a)
- He is— MBBS. (an)
- They will do it in— hour and— half. (an, a)
- Gold is— precious metal. (a)
- Check— beast in you. (the)

Fill in the blanks with appropriate Preposition *[শুধু প্রভাষক-এর জন্য]*

- The ministers arrived— a decision last night. (at)
- He has assured me— safety. (of)
- He prefers milk— coffee. (to)
- He went there at 7 o'clock— the evening. (in)
- She prides herself— her beauty. (on)
- He divided the money— the two children. — (between)

Identify appropriate title from story *[শুধু প্রভাষক-এর জন্য]*

এ Topicটিতে একটি গল্প থাকবে এবং এর Title বা নামকরণ করতে হবে। Writing এর Title বা নামকরণ করেকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে হতে পারে— মূল বিষয়বস্তু অনুযায়ী; মূল চরিত্রের নামানুসারে; গল্পের বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোনো বিষয়ের সমালোচনার জন্য।

Fill in the blanks with appropriate word (s) *[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]*

- The fat man is trying hard to— weight. — (lose)
- A lot of people have been— by the flood. — (affected)
- The — board has deleted a number of scenes. — (sensor)
- It is high time you— hard to pass the examination. — (studied)
- Azhar is not— for this post. — (competent)

Change the Parts of Speech *[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]*

Noun	Verb	Adjective	Adverb
Imitation	Imitate	Imitative	Imitatively
Wisdom	Wisen	Wise	Wisely
Admission	Admit	Admissible	Admissibly
Separation	Separate	Separable	Separably
Luck	Luck	Lucky	Luckily

সাধারণ গণিত-২৫

৬ষ্ঠ-১৬তম শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলো থেকে বেশি প্রশ্ন আসতে দেখা যায়—

- **পাটিগণিত :** পাটিগণিতীয় সূত্র ও নিয়মাবলি, গড়, গ.সা.গু ও ল.সা.গু, ঐকিক নিয়ম, লাভ-ক্ষতি, সুদকষা, অনুপাত-সমানুপাত।
- **বীজগণিত :** বর্গ ও ঘনসম্বলিত সূত্রাবলি ও প্রয়োগ, উৎপাদক, সূচক ও লগারিদম, গ. সা. গু ও বাস্তব সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সূত্র গঠন ও প্রয়োগ।
- **জ্যামিতি :** রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত-সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা, নিয়ম ও প্রয়োগ, পরিমিতি ও ট্রিকোণমিতি।

সুতরাং এ অধ্যায়গুলোর অঙ্ক বেশি গুরুত্ব সহকারে অনুশীলন করতে হবে।

সাধারণ জ্ঞান-২৫

ক. বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- 'ঢাকা গেট' নির্মাণ করেন— মীর জুমলা।
- ৭ মার্চ ভাষণের মূল বিষয় ছিল— ৪টি।
- সুন্দরবন অন্য যে নামে পরিচিত— বাদাবন।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে সভাপতিত্ব করে—বিশ্বব্যাংক।
- জুটন আবিষ্কার করেন— ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের দীর্ঘতম প্লাটফর্ম অবস্থিত— কমলাপুর, ঢাকা।
- নির্মিতব্য মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য— ২০.১০ কিমি।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে অনুচ্ছেদ রয়েছে— ১৫৩টি।
- বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ গঠিত— বেলে পাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা।
- আয়তনে বাংলাদেশ বিশ্বে— ৯২তম। [সূত্র : *Worldatmeter*]
- বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা— ৩২টি।
- প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলতে বোঝায়— আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদকে।
- বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে— অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।
- বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়— ষষ্ঠ শতকে।
- ইবনে বতুতার আগমন ঘটে— ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজত্বকালে (১৩৪৬ খ্রি.)।
- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন— ১৯৫৬ সালে।
- সাংবিধানিকভাবে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান চূড়ান্ত করা হয়— ২৩ মার্চ ১৯৫৬।

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

- সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়— ৩০ জানুয়ারি ১৯৫২।
- একুশ দফার প্রথম দফা ছিল— বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদান।
- প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন— ৭ অক্টোবর ১৯৫৮।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়— ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়— ১৭ এপ্রিল ১৯৭১; পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

খ. চলতি ঘটনাবলি বাংলাদেশ

- বাংলাদেশের ৬০তম তফসিলি ব্যাংক— বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের দীর্ঘতম রুট— ঢাকা-পঞ্চগড়।
- দেশের প্রথম পোষা প্রাণীর হাসপাতাল অবস্থিত— পূর্বাচল, ঢাকা।
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন দেশি মুরগির জাত— মাল্টিকালার টেবিল চিকেন।
- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে বর্তমানে জাহাজের সংখ্যা— ৮টি।
- '৭ মার্চ ভবন' অবস্থিত— রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮' অনুযায়ী, সর্বোচ্চ শাস্তি— ৫ বছর বা পাঁচ লাখ টাকা অথবা উভয়দণ্ড।
- একুশে পদক ২০২০ লাভ করেন— ২০ জন ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠান।
- সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী বিল সংসদে পাশ হয়— ৮ জুলাই ২০১৮।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে GDP'তে কৃষি খাতের অবদান— ১৩.৩৫%।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত সর্বশেষ শুল্ক স্টেশন— রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকা।
- বাংলাদেশ প্রথম ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে যে প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে শিরোপা জিতে— উইন্ডিজ।

গ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- টিপাইমুখ বাঁধ অবস্থিত— মনিপুর, ভারত।
- থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম— বাথ।
- ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা— মোসাদ।
- আরব লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৪৫ সালে।
- সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র অবস্থিত— নয়াদিল্লি, ভারত।
- এশিয়া মহাদেশের সর্বশেষ স্বাধীন দেশ— পূর্ব তিমুর।
- চীনের প্রথম বিমানবাহী রণতরীর নাম— লিয়াওনিং।
- সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতার দিক থেকে সবচেয়ে নিচু দেশ— মালদ্বীপ; মাত্র ১.৫ মিটার উঁচু।
- ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল— স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব।
- ইতালির রাজধানী রোমের অভ্যন্তরে অবস্থিত আরেকটি স্বাধীন দেশ— ভ্যাটিক্যান সিটি।
- ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ— মিসর।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম উপদ্বীপের নাম— ল্যাব্রাডর।
- ওশেনিয়া মহাদেশ পৃথিবীর মোট আয়তনের— ৫.৮ শতাংশ।
- মাইক্রোনেশিয়া নামে পরিচিত— ওশেনিয়া মহাদেশের নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ।
- প্রতিবছর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়— ২৪ অক্টোবর।
- যে দেশটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে নেই— তাইওয়ান।

ঘ. চলতি ঘটনাবলি আন্তর্জাতিক

- Statue of Unity অবস্থিত— গুজরাট, ভারত।
- ICC World T20-এর বর্তমান অফিসিয়াল নাম— ICC T20 World Cup।
- ২৬তম APEC শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— পোর্ট মোর্সবি, পাপুয়া নিউগিনি।
- ২০২০ সালের বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে শীর্ষ দেশ— নাইজার।
- বিশ্বের সর্বনিম্ন কর্পোরেট করবিশিষ্ট স্থান— হংকং।
- ব্রাজিলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট— জাইর বোলসোনারো।
- Interpol'র সর্বশেষ ও ১৯৪তম সদস্য দেশ— ভানুয়াতু।
- জাপানের ১২৬তম সম্রাট নারুহিতো সিংহাসনে আরোহণ করেন— ১ মে ২০১৯।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া যে চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়— Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) চুক্তি।
- মাহাথির মোহাম্মদের নতুন দলের নাম— পার্টি পেজুয়াং তানাহ।
- সম্প্রতি ভারত ফ্রান্স থেকে যে যুদ্ধবিমান নিয়ে আসে— রাফাল (Rafale)।
- Forbes-এর তথ্যানুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ধনী— জেফ বেজোস।
- বিশ্বে বায়ু দূষণে শীর্ষ দেশ— বাংলাদেশ।

ঙ. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং রোগব্যাধি সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান

- সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ— বুধ।
- মানবদেহে ক্রোমোজম রয়েছে— ২৩ জোড়া।
- যে মশার কামড়ে চিকুনগুনিয়া হয়— এডিস মশা।
- গর্ভাবস্থায় মায়েদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় টিকা— টিটি।
- পানির গভীরতা মাপার একক— ফ্যাদম (১ ফ্যাদম = ৬ ফুট)।
- ISO'র পূর্ণরূপ— International Organization for Standardization।
- নিউটনের তৃতীয় সূত্রের তত্ত্ব তথা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে চলে— রকেট।
- কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হয় পৃথিবীর— বিষুবীয় অঞ্চলে।
- জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়— পানির বিভব শক্তি।
- 'শব্দ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন'-এটি প্রথম প্রমাণ করেন— অটো ভন গেরিক।
- ইঞ্জিনের কার্বুরেটরের কাজ— পেট্রোলকে বাষ্পে পরিণত করা।
- কাচের উপর ধাতুর প্রলেপ দেয়াকে বলে— পারা লাগানো বা সিলভারিং।

সপ্তদশ শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য
NTRCA-এর নতুন সিলেবাসের আলোকে বের হয়েছে

১ম-১৬তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান ব্যাখ্যাসহ বিষয়ভিত্তিক MCQ ৫০ সেট মডেল টেস্ট ও প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য এবং লিখিত পরীক্ষার ৫ বছরের প্রশ্নসহ

প্রফেসর'স প্রকাশন

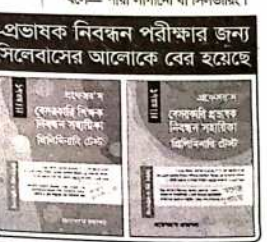

www.bdniyog.com

 www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

নিয়োগ টিপস

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি (BSC)সহ সকল

ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা

BSC'র চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পদ ও পদ সংখ্যা

সিনিয়র অফিসার ৭৭১টি ■ অফিসার ২০৬৪টি ■ অফিসার (ক্যাশ) ১৫১১টি

বাংলা ৬

ভাষা ও সাহিত্য

- 'কাব্যকাহিনী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা— গোলাম মোস্তফা।
- 'গল্পের মজলিশ' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা— এস. ওয়াজেদ আলি।
- 'মসনদের মোহ' নাটকটির রচয়িতা— শাহাদাৎ হোসেন।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'যে অরণ্যে আলো নেই'-এর রচয়িতা— নীলিমা ইব্রাহীম।
- 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়— ১৮৬১ সালে।
- শামসুদ্দীন আবুল কালামের সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য— নিম্নবর্গের মানুষ ও তাদের জীবন।
- 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক— কাজী নজরুল ইসলাম।
- পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক— ফকির গরীবুল্লাহ্।
- 'নসীহৎনামা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা— আবদুল হাকিম।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর মতে বাংলা ভাষা যে রূপ থেকে এসেছে— গৌড়ী প্রাকৃত।

ব্যাকরণ ও বিরচন

- বাদশাহ, নালিশ, হাঙ্গামা, নমুনা প্রভৃতি যে ভাষার শব্দ— ফারসি।
- 'হেড-পণ্ডিত' শব্দটি যে দুটি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত— ইংরেজি + তৎসম।
- ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান ব্যাকরণের যে অংশের আলোচ্য বিষয়— ধ্বনিতত্ত্বের।
- বাংলা ভাষায় উপসর্গ— তিন প্রকার।
- বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে ভাগ করা হয়— ২ ভাগে (স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি)।
- তালব্য বর্ণগুলো— চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।
- সুকেশ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ— সুকেশা, সুকেশিনী।
- আসত্তি হলো— বাক্যের পদগুলোকে অর্থসঙ্গতিক্রমে পূর্বাপর সন্নিবিষ্ট করা।
- সন্ধি ⇀ সম + শয় = সংশয়। লো + অন = লবণ। সু + আগত = স্বাগত। পদ্ + হতি = পদ্ধতি। কুল + অটা = কুলটা। দুঃ + উহ = দুরূহ।
- কারক ও বিভক্তি ⇀ আমাদের একটি গল্প বলুন— কর্মে ৬ষ্ঠী। আমা হতে এ কার্য হবে না সাধন— কর্তায় ৫মী। অর্থ অনর্থ ঘটায়— কর্তায় শূন্য।
- সমাস ⇀ আয়ব্যয় = আয় ও ব্যয়— দ্বন্দ্ব। আম-কুড়ানো = আমকে কুড়ানো— ২য়া তৎপুরুষ। সহোদর = সমান উদর যাদের— বহুব্রীহি। আরক্তিম = ঈষৎ রক্তিম— অব্যয়ীভাব।
- শুদ্ধ বানান ⇀ স্বতঃস্ফূর্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দ্যূতক্রীড়া, শ্রেয়, সমীচীন, প্রাতঃকৃত্য, নির্নিমেষ, সংশপ্তক, গোধূলি।
- বিপরীত শব্দ ⇀ অতিকায়— ক্ষুদ্রকায়। উগ্র— সৌম্য। গুপ্ত— ব্যক্ত। গ্রাম্য— নাগরিক। জনাকীর্ণ— জনবিরল। ছাত্র— শিক্ষক।
- পারিভাষিক শব্দ ⇀ Polycentric— বহুকেন্দ্রিক। Parasite— পরগাছা। Glossary— শব্দকোষ। Sacrament— ধর্মসংস্কার। Aesthetics— নন্দনতত্ত্ব। Charter— সনদ।
- সমার্থক শব্দ ⇀ চঞ্চল— অস্থির, চপল, ব্যাকুল, বিচলিত। যুদ্ধ— সংগ্রাম, সমর, আহব, বিগ্রহ, রণ। মাতা— জননী, মা, গর্ভধারিণী, আম্মা, প্রসূতি, জন্মদাত্রী। দেহ— কায়া, কলেবর, কায়, তনু, গাত্র, গা।
- বাগধারা ⇀ বিড়ালের আড়াই পা— বেহায়াপনা। মণিকাঞ্চন যোগ— উপযুক্ত মিলন। নয়ছয়— অপচয়। পোঁ ধরা— চাটুকারবৃত্তি।
- এককথায় প্রকাশ ⇀ যে ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী— নৈয়ায়িক। অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণকারী— আততায়ী। হনন করার ইচ্ছা— জিঘাংসা। দুই হাত সমান চলে যার— সব্যসাচী।

ENGLISH ৬

Grammar

- He has recently parted— his wife. — from
- The bag is too heavy— to carry. — for him
- The adjective of the word 'Tax' is— Taxable
- If you can win his attention, — for you. — so much the better
- If cigarettes were banned, life— healthier. — would become
- Foyot's is a restaurant— where the French Senators eat. — at
- Could you— me that file on your desk, please? — hand
- Neither the salesman nor the marketing manager— of the system. — is in favour
- Please vote for the member— has done the most for our village. — who you believe
- The chief competitor, as well as ourselves— prices this summer. — is obliged to raise

One-word Substitutions

- The murder of the king is called a— Regicide.
- A sneering person who always finds faults— Cynic.
- Something that becomes outdated— Obsolete.
- One who converts rawhide into leather is a— Tanner.
- A formal composition or speech expressing high praise of somebody— Eulogy.
- A song embodying religious and sacred emotion— Hymn.

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Synonyms
- Ecstatic— Very happy I Assembly— Convention I Agility— Quickness I Tremor— Shake I Vertical— Erect I Atrocity— Horror I Impair— Weaken I Nostalgic— Homesick.

Antonyms
- Meticulous— Careless I Robust— Unhealthy I Attached— Discrete I Alien— Native I Insincere— Honest I Insubordinate— Subservient.

Analogy
- Envelop : Surround :: Loiter : Linger I Expand : Volume :: Proliferate : Number I Depth : Sea :: Height : Mountain I Manumit : Enslave :: Repel : Attract.

Spellings
- Magnanimous, Punctual, Licence, Colleague, Guarantee, Blasphemy, Commemorative, Miscellaneous, Lieutenant, Bureaucracy, Dolorous.

Phrases and Idioms
- Cut and dry— Already decided I To sit on the fence— To remain neutral I To be in abeyance— In suspense I A bone to pick— Angry I Dead letter— Law not in force.

Sentence Completion
- I hope he doesn't— his job. — (lose)
- You should— swimming. — (start up)
- The patient will— soon. — (come round)
- To succeed in any— task, — is needed. (difficult, perseverance)
- Sweet— the uses of adversity. — are

Error Recognition
- Drying (a) food by means (b) of solar energy is ancient process (c) applied wherever food and climatic conditions make it possible. (d) — is ancient (is an ancient).
- He was appointed (a) and dismissed (b) from the post on (c) the same day (d). — appointed (appointed to)
- Marine biology (a), the study of oceanic plant (b) and animals and their ecological relationship, has furthered (c) the efficient development of fisheries. (d) — plant (plants).

BANGLADESH

- 'Operation Search Light' was the incident of the year— 1971.
- Bangladesh Rice Research Institute is located in— Gazipur.
- The first post-liberation war sculpture in Bangladesh is— Jagroto Chowrongi, Joydebpur, Gazipur.
- As per World Bank criteria, Bangladesh graduated to the lower middle-income status in the year—2015.
- The war strategy of Muktibahini is known as— Teliapara strategy.
- The Founder of Mughal emperor was— Akbar.
- Sheikh Muzibur Rahman declared 6 points in— Lahore.
- The National flag of Bangladesh first upheld by— A.S.M. Abdur Rob.
- During the Liberation War Bangladesh was divided into— 11 sectors and 64 sub-sectors.
- International Mother Language Day was observed first in— 2000.
- Rabindranath Tagore relinquished 'Knighthood' as a measure of protest against— Jallianwala Bagh massacre.
- UNESCO declared the Sundarbans as world heritage site in— 1997.
- The first Eco-park in Bangladesh is in— Chattogram.
- In the National Parliament of Bangladesh the number of total seats reserved for women is— 50.
- The highest mountain in Bangladesh is— Mowdok Taung.
- The river Naf runs in Bangladesh along the border of— Myanmar.
- The architect of Jatiya Smriti Shoudho is— Syed Mainul Hossain.
- The largest division in Bangladesh is— Chattogram.
- The first museum in Bangladesh is— Barendra Museum.
- Rupantarita Prakritik Gas Company Ltd. (RPGCL) is a company of— Petrobangla.
- Fulbari coal mine is situated in— Dinajpur District.
- NDI stands for— National Democratic Institute.
- 'Bishad Shindhu' was written by— Mir Musharraf Hossain.
- The poem 'Runner' was written by— Sukanta Bhattacharya.

INTERNATIONAL

- The international body of UN which gives the recognition of the transformation from LDC to developing countries— Committee for Development Policy.
- The new member of OPEC is— Congo Republic.
- 'Gul Makai' is the biopic of— Malala Yousafzai.
- 'Missionaries of Charity' was established by Mother Teresa in— 1950.
- The queen of England lives in— Buckingham Palace.
- American president is elected by— Electoral college.
- The first NAM Summit was held in— Balgrade.
- The largest country of the world is— Russia.
- Grand Prix is associated with— Lawn Tennis.
- 'Green Peace' is an organization dealing with— Environment.
- Total number of countries that officially use Euro as currency is— 19.
- BRICS refers to— Brazil, Russia, India, China and South Africa.
- The World Intellectual Property Right Day is observed on— 26 April.
- Mohammed bin Salman is the Crown Prince of— KSA.
- The Cactus Curtain separates Guantanamo Naval Base from— Cuba.
- The national flower of USA is— Rose.
- The only country is Asia that was never colonized by a European power is— Thailand.
- The country known as the land of the midnight sun is— Norway.
- Port Blayer island is in— Indian Ocean.
- The place known as the roof of the world is— Tibet.
- New York is popularly known as a city of— Skyscrapers.
- Name of the currency of Germany is— Euro.
- The last member state of the United Nations— South Sudan.
- The Indian Ocean Rim Association (IORA) is headquartered in— Ebene, Mauritius.

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

BANKING & ECONOMICS

- The market value of goods and services produced within a country in a fiscal year is— GDP.
- Letter of Credit (LC) is a banking instrument used for— Export-import.
- Name of a place where you can buy and sell share is— Stock Exchange.
- When the percentage of income taken in tax falls as income rises is called— Regressive Tax.
- Acceptance of deposit is not a function of— Central Bank.
- E-commerce is an— Internet based marketing.
- The interest rate is— The cost of using borrowed funds.
- Devaluation of Taka is likely to increase— Export.
- The major export products of Bangladesh is— Garments and Knitwear.
- Tax on domestic product is called— Excise Duty.
- The economy of Bangladesh is categorized as— Mixed economy.
- A loan that is capable on 24 hours notice is called— Call loan.
- Agrani Bank started functioning as a NCB in 1972 taking over assets-and liabilities of— Habib Bank and Commerce Bank.
- BASIC Bank Ltd. started its operation in the year— 1989.
- Grameen Bank is— An NGO.
- Bangladesh Bank was established in— 16 December 1971.
- The headquarter of Islamic Development Bank is in— Jeddah, Soudia Arabia.
- Banking business was originated in— Italy.
- Company Act of Bangladesh was passed on— 11 September 1994.
- Credit control tools— Variation of bank rate; open market operation, variation of cash reserve ratio etc.
- The largest state owned institution of Bangladesh in poverty alleviation— Bangladesh Krishi Bank.

Elaboration

- ATM— Automated Teller Machine
- POS— Point of Sales
- CDM— Cash Deposit Mechine.
- SME— Small and Medium Enterprise.
- EPB— Export Promotion Bureau.

SCIENCE & TECHNOLOGY

- Hygrometer is used to measure— Humidity of the air.
- Insects that can transmit disease to human are referred to as— Vectors.
- The densest of all atmospheric layers is— Troposphere.
- Meteorology is the science of— Weather.
- Vitamin got from sun ray— Vitamin D.
- The process of fragmentation of DNA in Genetic Engineering is known as— Electrophoresis.
- The radiant energy of the sun results from— Nuclear fusion.
- The largest planet in the solar system is— Jupiter.
- Longest day in northern hemisphere is— 21 June.
- The metal used in storage battery is— Lead.
- The main cause of night blindness is deficiency of vitamin— A.
- Name of the first Bangladeshi nanosatellite is— BRAC Onnesha.
- Electromagnet was invented by— William Sturgeon.
- Fruits that are formed without fertilization are called— Parthenocarpic.
- An Electroscope is used to— Detect charges on a body.
- A tangent galvanometer is used to study the— Strength of direct current.
- The system for writing by blind people was invested by— Louis Braille.
- A cardiologist treats patients with— problems. — heart.
- 'To every action there is an equal and oposite reaction'. This theory has been given by— Issac Newton.
- The shortest day is in the month of— December.
- Main cause of night blindness is deficiency of vitamin— A.
- Hygrometer is used to measure— Relative humidity.
- The first Indian woman in space was— Kalpana Chawla.
- The liquid used to preserve specimens of plant and animals is— Formalin.

BASIC COMPUTER

- Properly arranged data is called— Information.
- Bijoy is a software for— Bangla typing and composing.
- In general 'My Document' is located at— C Drive.
- MSI stands for— Medium-Scale Integration.
- Laser printers are known as— Page printers.
- A computer connected with server is called— Work station.
- Maximum number of rows in an MS Excel sheet are— 1,048,576 (Office 2007 or higher).
- Pen drive has taken the place of— Floppy Disk.
- In the address bar, first page of a website is termed as— Homepage.
- The blinking point that shows the position in a text is called— Cursor.
- The image file extensions are— GIF, JPEG, PNG, BMP etc.
- Identifying and correcting mistakes in a computer program is called— Debugging.
- Base of a hexadecimal number system is— 16.
- Chips are made up of millions of tiny parts/switches known as— Transistors.
- Punched cards were first introduced by— Herman Hollerith.
- PCMCLA represents a standard for— Notebook.
- Physical components of a computer are called— Hardware.
- The term 'Pentium' is related to— Microprocessor.
- The main circuit board in a personal computer is called the— Motherboard.
- A computer port is used to— Communicate with other computer peripherals.
- Keyboard is a computer device known as— Input device.
- To select the text by shading as you drug the mouse arrow over the text is known as— Highlight.
- Bar codes are most common in— Supermarkets.

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

INTELLIGENCE TEST

AZ, CX, EV, —?
ⓐ UB ⓑ GT
ⓒ DW ⓓ GW

1. Find the odd one out from the following list—
ⓐ Volleyball ⓑ Basketball
ⓒ Football ⓓ Handball

3. How many degress are between the hands of a clock at 3 : 30?
ⓐ 75° ⓑ 90° ⓒ 105° ⓓ 70°

4. Alleviate : Aggravate ::
ⓐ Elastic : Rigid ⓑ Elevate : Agree
ⓒ Joke : Worry ⓓ Level : Grade

5. If A + B = 2C and C + D = 2A then A + C = ?
ⓐ 2B ⓑ 2D ⓒ B+D ⓓ B+C

6. The average of five consecutive odd number is 61, the difference between the highest and lowest number is—
ⓐ 8 ⓑ 5 ⓒ 9 ⓓ 6

7. Time taken by a train 100 metre long at a speed of 144 km/h to cross an electrical pole—
ⓐ 1.5 seconds ⓑ 6 seconds
ⓒ 3 seconds ⓓ 2.5 seconds

8. The smallest number of followings—
ⓐ $\frac{2}{11}$ ⓑ $\frac{3}{11}$ ⓒ $\frac{2}{13}$ ⓓ $\frac{4}{15}$

9. 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 = ?
ⓐ 4650 ⓑ 4750
ⓒ 4850 ⓓ 4950

10. x = 15, y = 5 then $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ equals
ⓐ 1400 ⓑ 1200
ⓒ 1000 ⓓ 900

Ans.					
	1 ⓒ	2 ⓒ	3 ⓐ	4 ⓐ	5 ⓒ
	6 ⓐ	7 ⓓ	8 ⓒ	9 ⓓ	10 ⓒ

BANK WRITTEN MODEL

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক (জেনারেল) পদে ১৮৮টি, ব্যাংকার সিলেকশন কমিটির (BSC) অধীনে বিভিন্ন পদে প্রায় ৪৩৪৬টি এবং বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকের চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ার গতিকে আরো বেগবান করার জন্য ব্যাংকের প্রিলিমিনারি প্রস্তুতির সাথে নতুন করে ২০০ নম্বরের লিখিত মডেল যুক্ত করা হলো।
[বিভিন্ন অনুষদের নেয়া লিখিত পরীক্ষার ধরন আলাদা হলেও লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো অধিকাংশই এক থাকে।]

সময় : ২ ঘণ্টা ■ নম্বর : ২০০

1. Write an essay on the Role of Commercial Banks in the growth of the small and medium enterprises in Bangladesh. 30
2. মুক্তিসংগ্রাম ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করুন। 30
3. **Translate into Bangla :** 20
এ অংশে একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদ থাকে, এটিকে বাংলায় অনুবাদ করতে হয়।
4. **Translate into English :** 20
এই অংশে বাংলায় একটি অনুচ্ছেদ থাকে, এটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হয়।
5. **Mathematics :** 50
এই অংশে ৩/৫/৭টি অঙ্ক থাকে, যা সাধারণত ইংরেজি ভার্সনে থাকে। গণিতের যেসব অধ্যায় থেকে বেশি প্রশ্ন আসে তার একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস নিচে দেয়া হলো।
■ পাটিগণিত : অনুপাত-সমানুপাত, ঐকিক নিয়ম, শতকরা, লাভ-ক্ষতি, মুনাফা, ক্ষেত্রফল ও পরিমাপ।
■ বীজগণিত : বিশ্লেষণ, সমীকরণ ও প্রয়োগ।
■ জ্যামিতি : বৃত্ত, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান।
6. **Letter writing :** 15
এই অংশে ইংরেজিতে একটি Formal/Informal letter লিখতে হয়।
7. **পত্র লিখন :** 15
এই অংশে বাংলায় একটি ব্যক্তিগত পত্র/আবেদন পত্র/প্রতিবেদন/সংবাদপত্রে প্রকাশের আবেদন পত্র লিখতে হয়।
8. **Read the following passage and answer the question below :** 20
এই অংশে ইংরেজিতে একটি Passage থাকে এবং এ Passage থেকে কিছু প্রশ্ন থাকে, সেগুলোর উত্তর করতে হয়।

২০০ নম্বরের পূর্ণাঙ্গ মডেলটি অনুশীলন করতে দেখুন আমাদের নভেম্বর ২০২০ সংখ্যাটি।

বিস্তারিত প্রস্তুতির জন্য দেখুন
প্রফেসর'স Bank Written Text, প্রফেসর'স Bank Math এবং প্রফেসর'স Recent Faculty Based Bank Solution বইগুলো

কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বিভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ বিন্দুকে বলে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র

Scanned by www.bdniyog.com
www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

নিয়োগ টিপস

- প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক
- পেট্রোবাংলার অধীন কোম্পানির বিভিন্ন পদ
- পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন পদ
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ
- অডিটর ও জুনিয়র অডিটর
- খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ

বাংলা

- চর্যাপদ রচনার উদ্দেশ্য— ধর্মচর্চা।
- বিদ্যাপতি যে ভাষায় পদ রচনা করেন—ব্রজবুলি।
- 'বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর' বাক্যটির শুদ্ধরূপ— বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
- 'ঐ' এবং 'ঔ' যে ধরনের স্বরধ্বনি— যৌগিক।
- 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের যে কাব্যের অন্তর্গত— অগ্নিবীণা।
- 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের লেখক— সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
- ভাগ্য > ভাইগ্য- যে ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন— অপিনিহিতি।
- শহিদ মিনার সম্পর্কে লেখা 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটির রচয়িতা— আলাউদ্দিন আল আজাদ।
- ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের যে অংশে আলোচিত হয়—- ধ্বনিতত্ত্ব।
- I can't help doing it-এর বাংলা অনুবাদ— আমি এটা না করে পারি না।
- নাটকের অপর নাম— দৃশ্যকাব্য।
- 'সাঁঝের মায়া' কাব্যটির রচয়িতা— সুফিয়া কামাল।
- 'মার্জার' এর সমার্থক শব্দ— বিড়াল।
- 'বৃহস্পতি' এর সন্ধি বিচ্ছেদ— বৃহৎ + পতি।
- Annexe শব্দের বাংলা পরিভাষা— ক্রোড়পত্র।
- 'মুক্তি' শব্দের বিপরীত শব্দ— বন্ধন।
- He is out of luck-এর অর্থ— তার পোড়া কপাল।
- মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য— দেবদেবীর গুণগান।
- অন্তঃস্থ ধ্বনি— য, র, ল, ব।
- 'হরিশ্চন্দ্র' এর সন্ধি বিচ্ছেদ— হরি + চন্দ্র।
- 'দিব তোমা শ্রদ্ধা ভক্তি' এর কারক ও বিভক্তি— সম্প্রদানে শূন্য।
- 'চন্দ্রচূড় = চন্দ্র চূড়ায় যার' যে সমাস— বহুব্রীহি।
- Obituary শব্দের বাংলা পরিভাষা— শোকলিপি।
- 'স্বৈর'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ হলো— স্ব + ঈর।
- 'কর্তব্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো— √কৃ + তব্য।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে কোটা বাতিল

কোটা থাকছে না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষকদের পদ ১৩তম গ্রেড ঘোষণা হওয়ায় কোটা তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোটাগুলো হলো— মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, আনসার-ভিডিপি, প্রতিবন্ধী ও জেলা কোটা। তবে নির্ধারিত ৬০% নারী, ২০% পুরুষ এবং ২০% পোষ্য কোটা বহাল থাকছে।

[সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর]

- 'বাচাল' শব্দের বিপরীত শব্দ— স্বল্পভাষী।
- রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হলো সারা। নিম্নরেখ শব্দগুলো— বিশেষণরূপে বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি।
- বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র— ইন্দ্রনাথ।
- মুনীর চৌধুরী রচিত 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি— অনুবাদ নাটক।
- একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে বলে— যৌগিক স্বর।
- বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তক— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- 'শত্রুকে পীড়া দেয় যে'-এর বাক্য সংকোচন— পরন্তপ।
- জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতাটি প্রকাশিত হয়— কল্লোল পত্রিকায়।
- 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' উক্তিটির তাৎপর্য— জীবমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থানে সুন্দর।
- 'শবনম' উপন্যাসটি রচনা করেন— সৈয়দ মুজতবা আলী।
- 'আবে হায়াত' ও 'জীবনক্ষুধা' উপন্যাসদ্বয়ের রচয়িতা— আবুল মনসুর আহমদ।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার প্রধান বিষয়— অনাচার ও বৈষম্যের প্রতিবাদ।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস— জননী।
- বাংলা প্রবন্ধ ধারার প্রবর্তক— রাজা রামমোহন রায়।
- অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে— উপসর্গের।
- 'জিবরাইলের ডানা' ছোট গল্পটির রচয়িতা— শাহেদ আলী।

ENGLISH

- Mother prohibited me— going out. — from.
- Nobody— Alam knew the way. — but.
- If a ruby is heated, it— temporarily lose its colour. — will.
- The load is light enough—. — to carry.
- Birds fly— in the sky. — at large.

প্রফেসর'স
খাদ্য অধিদপ্তর
নিয়োগ সহায়িকা
সাফল্য লাভে
দ্রুত সংগ্রহ করুন

www.bdniyog.com

- Neither Rupa nor her sister— present last week. — was.
- Climate is a — of the environment. — state.
- Alas! I am undone. Here 'Alas' is— Interjection.
- At that time, houses— consisted of two or three rooms. — usually.
- I should appreciate it if you could complete this work— Thursday. —by.
- It is high time he— his bad habits. — changed.
- Slow and steady— the race. — wins.
- Let me do the work, —? — will you.
- This coat is— taka five thousand. — worth.
- He has been ill— Friday last. — since.
- The flower smells—. — sweet.
- The fan is not working, —? — is it.
- I wish I— the wings of a bird. — had.

Literature

- William Wordsworth is pre-eminently— A poet of nature.
- 'Joseph Andrews' is a famous novel by— Henry Fielding.
- 'Songs of Innocence' is written by— William Blake.
- 'The Clash of Civilizations' is written by— Samuel P. Huntington.
- A fantasy is — an imaginary story.
- John Keats belonged to— Romantic age.
- The poet who is called the poet of poets is— Edmund Spenser.
- 'Paradise Lost' and 'Paradise Regained' are the epics written by— John Milton.
- 'A Passage to India' is written by— E.M. Forster.
- Shakespeare's 'Measure for Measure' is a successful— Comedy.
- The most famous satirist in English literature is— Jonathan Swift.
- 'Give me an educated mother and I will give you an educated nation' was said by— Napoleon Bonaparte.
- The greatest modern English dramatist is— George Bernard Shaw.

Synonyms

- Waive— Forgo I Impediment— Barrier I Prohibit— Ban I Amateur— Novice I Animosity— Hostility I Applaud— Praise I Asylum— Shelter I Baffle— Confuse I Stagflation— Economic slow down.

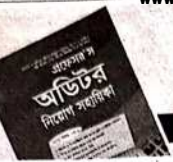

প্রফেসর'স
অডিটর
নিয়োগ সহায়িকা
এখন বাজারে

Antonyms

- Posterior— Anterior I Malicious— Pleasing I Obsolete— Modern I Anarchy— Peace I Approach— Retract I Arrogant— Meek I Generosity— Malevolence I Bottomless— Definite.

Idioms and Phrases

- A cock and bull story— A false story I Hush money— Money given as bribe I Six of one and half dozen of another— Negligible difference I Through thick and thin— Under all conditions I Fall into line— Agree I Pass the buck— To pass the blame to someone else.

Spellings

- Announce, Ascertain, Collaboration, Pulitzer, Embarrass, Secretariat, Entrepreneur, Suggestion, Committee, Renaissance, Licence.

Translation

- আমরা না হেসে পারলাম না— We could not but laugh.
- লোকটি ঘাস কাটিতেছে ও গরুটিকে খাওয়াইতেছে— The man is cutting grass and feeding the cow.
- কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ— Nero fiddles while Rome burns.
- যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা— Faults are thick where love is thin.

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- বর্তমানে চা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা— মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য ভোটের প্রয়োজন হয়— দুই-তৃতীয়াংশ।
- লালবাগ কেল্লার আদি নাম— আওরঙ্গবাদ দুর্গ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী— চাকমা।
- ২০০ টাকার নোট বাজারে আসে— ১৮ মার্চ ২০২০।
- বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ লাভ করে— ১৯৭৬ সালে।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি করেন— লিটন দাস।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়— ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়— ৪ এপ্রিল ১৯৭২।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের নকশা তৈরি করেন— কামরুল হাসান।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্ব নাম— প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ।
- মীরসরাই-রাসমনি নদীবন্দর অবস্থিত— চট্টগ্রাম।
- লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন— শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদীবন্দর— নারায়ণগঞ্জ।
- শিক্ষাক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০' লাভ করে যে প্রতিষ্ঠান— ভারতেশ্বরী হোমস।
- বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়— ১ জুলাই ১৯৯১।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি— ৪টি।
- দেশের প্রথম ৬ লেনবিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে হলো— ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক।
- পারকী সমুদ্র সৈকত অবস্থিত— চট্টগ্রামে।
- দোয়েল চত্বরের স্থপতি— আজিজুল জলিল পাশা।
- বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা— ৮১টি।
- ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় ছিলেন— লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন— লর্ড কার্জন।
- 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' যে দুটি জেলাকে সংযুক্ত করেছে— কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট।
- বাংলাদেশে রেশম উৎপাদিত হয় যে জেলায়— রাজশাহী।
- 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়— ১৯৪৭ সালে।
- বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ— যুক্তরাষ্ট্র।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

- পদ্মা সেতুর ১ম স্প্যান বসানো হয়— ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।
- পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য— ৬,১৫০ মিটার।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী ১ম আফ্রিকান দেশ— সেনেগাল।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন ফোর্স ছিল— তিনটি (কে ফোর্স, এস ফোর্স ও জেড ফোর্স)।
- কর্ণফুলী নদীর উৎস ভারতের যে রাজ্যে— মিজোরাম।
- বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ দিবস পালিত হয়— ১ ডিসেম্বর।
- 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা' গানটি লিখেছেন— গোবিন্দ হালদার।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন— মোহাম্মদ পনির হোসেন।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতি সভাপতিত্ব করেন— ১ মাসের জন্য।
- 'অক্সফাম' যে দেশের দাতব্য প্রতিষ্ঠান— ইংল্যান্ড।
- আয়তনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর— আটলান্টিক মহাসাগর।
- ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (IFRCS)-এর বর্তমান মহাসচিব— জগন চাপাগাইন, নেপাল।
- কমনওয়েলথ-এর বর্তমান সদস্য দেশ— ৫৪টি।
- 'গারুদা' যে দেশের বিমান সংস্থা— ইন্দোনেশিয়া।
- আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়— ৪ বছর পরপর।
- 'ব্ল্যাক ফরেস্ট' অবস্থিত— জার্মানিতে।
- লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যে দেশের চিত্রকর— ইতালি।
- মালদ্বীপের মুদ্রার নাম— রুপাইয়া।
- আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়— ১৯৮৯ সালে।
- টিপাইমুখ বাঁধ ভারতের যে রাজ্যে অবস্থিত— মণিপুর।
- 'ডমিনো' তত্ত্বটি যে অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ছিল— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।
- ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনাবসান হয়— সেন্ট হেলেনা দ্বীপে।
- জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের সম্মেলন (UNLDC) যত বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয়— ১০ বছর।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রেসিডেন্ট ১২ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন— ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট।
- 'অস্ট্রেলিয়া' শব্দের অর্থ— এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল।
- সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয়— জাপানকে।
- 'জাতিসংঘ দিবস' পালিত হয়— ২৪ অক্টোবর।
- 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' নামটি যে যুদ্ধের সাথে জড়িত— ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।
- মালয়েশিয়া যে দেশের উপনিবেশ ছিল— ইংল্যান্ড।
- যুদ্ধক্ষেত্র 'ওয়াটার লু' যে দেশে অবস্থিত— বেলজিয়াম।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায়— ১৬ জুলাই ১৯৪৫।
- কিয়োটো চুক্তির মূল বিষয়— উষ্ণতা হ্রাস।
- ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮-তে অংশ নিয়েছিল— ৩২টি দেশ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়— ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
- বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থা— এএফপি।
- মালয়েশিয়া যে দেশের উপনিবেশ ছিল— ব্রিটেন।
- নাসা (NASA) যে ধরনের প্রতিষ্ঠান— মহাকাশ গবেষণা।
- ডেমোক্রেসি মনুমেন্ট অবস্থিত— ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।
- সৌদি আরবের প্রথম নারী মন্ত্রী— তামাদুর বিনতে ইউসেফ আল রামাহ।
- ১ এপ্রিল ২০১৬ কমনওয়েলথ-এর প্রথম নারী মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন— প্যাট্রিসিয়া জ্যানেট স্কটল্যান্ড (ডোমিনিকা ও যুক্তরাজ্য)।
- আরব লীগের অষ্টম মহাসচিব— আহমেদ আবুল ঘেইত।
- অ্যাবেল পুরস্কার ২০২০ লাভ করেন— ফার্স্টেনবার্গ ও মার্গুলিস।
- বিশ্বের যে দেশে সর্বাধিক সংখ্যক বাঘ রয়েছে— ভারত (২,৯৬৭টি)।
- চেক প্রজাতন্ত্রের নতুন ডাকনাম— চেকিয়া (Czechia)।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

- সিনট্যাক্স ভুল হলো— প্রোগ্রামের ব্যাকরণগত ভুল।
- ওরাকল যে ধরনের প্রোগ্রাম— ডাটাবেস।
- কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করার জন্য যে যন্ত্রাংশটি প্রয়োজন— মডেম।
- কোনো Email ঠিকানায় অবশ্যই থাকে— @ চিহ্ন।
- মোবাইল ফোনের অবিষ্কারক— মার্টিন কুপার।
- ট্রানজিস্টরে সেমি-কনডাক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়— জার্মেনিয়াম।
- বাংলাদেশের সফটওয়্যার প্রস্তুতকারীদের সমিতির নাম— বেসিস।
- কম্পিউটারের যন্ত্র ক্রমপরিবর্তন ও বিকাশ লাভের পর্যায়কে ভাগ করা যায়— ৪টি প্রজন্মে।
- অপারেটিং সিস্টেম Safe mood-এ চালু করতে ব্যবহৃত হয়— F8।
- গোলক ভরাট করা খাতা পড়তে পারে— OMR।
- কম্পিউটারের যে অংশকে এর মস্তিষ্ক বলা হয়— প্রসেসর।
- কম্পিউটারের জন্য লিখিত সর্বপ্রথম উচ্চ স্তরের ভাষা— FORTRAN।
- কম্পিউটার কী-বোর্ডের সেভ বাটন হচ্ছে— F12।
- সফট আউটপুট (Soft Output) বলা হয়— মনিটরে প্রদর্শিত ফলাফলকে।
- কম্পিউটারে হিসাব-নিকাশ করার জন্য মাইক্রোসফটের সর্বাধিক উপযোগী সফটওয়্যার— Microsoft Excel।
- হার্ডডিস্ক ড্রাইভ নির্দেশ করতে ইংরেজি যে অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়— D।

গণিত ও মানসিক দক্ষতা

বিস্তারিত প্রস্তুতির জন্য দেখুন প্রফেসর'স প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ গাইড, প্রফেসর'স গণিত স্পেশাল, Professor's MCQ Review : গাণিতিক যুক্তি ও Professor's MCQ Review : মানসিক দক্ষতা এবং প্রফেসর'স বিসিএস প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট।

[গণিত ও মানসিক দক্ষতার জন্য অনুশীলন করুন ৭৫ নং পৃষ্ঠা।]

ব্যাখ্যাসহ প্রশ্ন সমাধান, ১০০ সেট মডেল এবং Exam Review সংবলিত
নির্ভুল ও সর্বাধিক কমনপ্রাপ্ত বই
প্রফেসর'স প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সহায়িকা
এখন বাজারে

ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ (ভূকম্পন লিখন যন্ত্র)

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

নিয়োগ টিপস

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী

টেকনিক্যাল

- বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) অবস্থিত— ঈশ্বরদী; পাবনা।
- স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম— ফাইটো হরমোন ইনডিউসার।
- শস্যভান্ডার হিসেবে পরিচিত জেলা— বরিশাল।
- রবিশস্য বলতে বোঝায়— শীতকালীন শস্য।
- বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ— ৮৫.৭৭ লক্ষ হেক্টর।
- BARI-এর পূর্ণরূপ— Bangladesh Agricultural Research Institute।
- পাখি ছাড়া 'মড়ন' হলে— উন্নত জাতের ধান।
- লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে— ফসল জন্মাতে পারে না।
- ব্রি ধান-৪৭ জাতের ধানের জীবনকাল— ১৫২ দিন।
- উদ্র খরায় ফলনের ঘাটতি হয়— ৭০-৯০ ভাগ।
- ধানের বীজ তলায় সালফারের অভাব হলে যে সার প্রয়োগ করতে হয়— জিপসাম।
- বাংলাদেশে সর্বশেষ কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়— ২০১৯ সালে।
- বাংলাদেশে 'কৃষি দিবস' পালিত হয়— পহেলা অগ্রহায়ণ।
- মাটি জলমগ্ন হলে অভাব দেখা দেয়— অক্সিজেনের।
- বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত— ২০৩ সে.মি.।
- উদ্ভিদের দেহে বিষাক্ততা দূরীকরণে সাহায্য করে— প্রোলিন।
- উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার— কমে।
- বাংলাদেশের নিচু এলাকায় যে জাতের পাটের চাষ করা হয়— দেশি জাতের।
- যে পোকার আক্রমণে মসুর ক্ষেত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়— জাব পোকা।
- খাকি ক্যাম্পবেল জাতের প্রতিটি হাঁস বছরে ডিম দেয়— ২৫০-৩০০টি।
- আনারস যে জাতীয় ফল— যৌগিক ফল।
- ডিম সংরক্ষণের আদর্শ তাপমাত্রা— ১০°-১৫° সে.।
- মাষকলাইয়ের গড় ফলন হেক্টর প্রতি— ১.৫-২ টন।
- সূর্যমুখী হলো একটি— নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ।
- যে পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়— হে তৈরির মাধ্যমে।
- বীজের ব্যাসের যতগুণ গভীরে বীজ বপন করা উচিত— দ্বিগুণ।
- রুই জাতীয় মাছের সম্পূরক খাদ্যে ফিসমিলের পরিমাণ থাকা উচিত— ১০-২১ ভাগ।
- পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমপক্ষে হওয়া প্রয়োজন— ৫ মিগ্রাম/লিটার।
- পোনা শোধনের ১০ লিটার পানিতে পটাসিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট মেশানো হয়— ১ চা চামচ।
- ছয় সপ্তাহ বয়সে একটি ব্রয়লার মুরগির দৈনিক খাদ্য প্রয়োজন— ১৬৫ গ্রাম।
- আলু চাষের জন্য সেচ প্রয়োজন— ২-৪টি।
- বাংলাদেশের যে বনাঞ্চল চিরহরিৎ— পার্বত্য বনাঞ্চল।
- বীজ নিষ্কাশনের প্রধান পদ্ধতি— ৩টি।
- পরিবেশ রক্ষার্থে যে গাছটি ক্ষতিকারক— ইউক্যালিপটাস।
- কাঁঠাল ও নিম ভালো জন্মে— অম্লীয় মাটিতে।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে— চট্টগ্রাম বিভাগে।
- ভ্রূণাক্ষের যে অংশে বীজপত্র যুক্ত থাকে তাকে বলে— ভ্রূণমূল।
- পেঁয়াজ, রসুন ও আখের মূল যে প্রকার— গুচ্ছ মূল।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বন আইন সংশোধন করা হয়— ১৯৯০ সালে।
- কৃষি সমবায় যে ধরনের— সমন্বিত কার্যক্রম।
- কৃষি সমবায়ের মূল শর্ত— স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।
- বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে ন্যূনতম গাভি প্রয়োজন— ৫টি।
- সংকর জাতের গাভি দৈনিক দুধ দেয়— ১৫-২০ লিটার।
- মাছের দেহে লাল দাগ ক্রমে গভীর ক্ষতে পরিণত হয়— ক্ষত রোগে আক্রান্ত হলে।
- মুরগির মাংস বা ওজন বৃদ্ধির জন্য যে পদ্ধতি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য— লিটার পদ্ধতি।
- বাংলাদেশে গবাদিপশুর প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয়— ১৯৯৫ সালে।
- বাংলাদেশের গো-চারণের জন্য বাথান রয়েছে— সিরাজগঞ্জ ও পাবনায়।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার অবস্থিত— সাভার।
- ছাগলের পিপিআর যে ধরনের রোগ— ভাইরাসজনিত।
- ঘাসজাতীয় পশুখাদ্য হলো— নেপিয়ার।
- দুধ সংরক্ষণে উন্নত পদ্ধতি— পাস্তুরাইজেশন।
- চিংড়ির খোলস বদলানোর প্রক্রিয়াকে বলে— একডাইসিস।
- মৎস্য চাষের ইংরেজি প্রতিশব্দ— Aquaculture।
- নাইলোটিকা মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়— ওজনের ৫-৬% হারে।
- মাছের ফুলকা পচা রোগের কারণ— ছত্রাক।
- বাগদা চিংড়ির মাথার খোসার অংশকে বলে— কৃত্তিকাবর্ম।
- যে রোগে আক্রান্ত হলে মাছের পেট ফুলে যায়— ড্রপসি।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)-এর অধীন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপসহকারী উদ্যান কর্মকর্তা বা উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা বা উপসহকারী প্রশিক্ষক বা উপসহকারী সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা [১০ম গ্রেড]-এর স্থায়ী পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।

পদসংখ্যা ১,৩৯৪টি

ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণায়ক যন্ত্র রিখটার স্কেল

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

- 'ব্রোকলি' যে মৌসুমের সবজি— শীতকালীন।
- মাছ সংরক্ষণে লবণায়নের কার্যকর পদ্ধতি— আর্দ্র লবণায়ন।
- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ— সূর্যালোক।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা— পলল গঠিত সমভূমি।
- আগাছা মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান চুষে নেয়— ৩০-৫০%।
- উপকূলীয় অঞ্চলের মাটির অম্লমানের মাত্রা— ৭.০-৮.৫।
- মাটির ক্ষারত্ব কমাতে ব্যবহার করা হয়— জিপসাম।
- শিম গাছ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে— নাইট্রোজেন ধরে রেখে।
- মধুপুর অঞ্চলের মৃত্তিকার বর্ণ— লালচে।
- পুঁইশাকে যে উপাদান বিদ্যমান— অক্সালিক এসিড।
- বিশ্বে ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশ— চীন।
- বাংলাদেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয়— রামু, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ— ০.১৫ একর।
- ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ— বোয়াল, শিং, মাগুর ইত্যাদি।
- ইনকিউবেটর হলো— কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানোর যন্ত্র।
- রেশম চাষকে বলা হয়— সেরিকালচার।
- ছত্রাকের জীবন রহস্য উন্মোচনকারী বিজ্ঞানী— ড. মাকসুদুল আলম।
- 'রূপালি' ও 'ডেলফোজ' হলো— উন্নত জাতের তুলা।
- ধান গাছের শিকড়ের গভীরতা— ৪০ মি.মি.।
- প্রতিবছর গোলাপের অঙ্গ ছাঁটাই করতে হয়— আশ্বিন-কার্তিক মাসে।
- কলার চারা লাগানোর সময় পাতা কেটে ফেলা হয়— প্রস্বেদন রোধ করার জন্য।
- বিরূপ পরিবেশে ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত— উপযোগী ফসল নির্বাচন।
- উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের প্রধান মাধ্যম— বীজ।
- গাজর চাষে যে সার বেশি প্রয়োজন— পটাশ।
- গোবর সারে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে— ০.৫-১.৫ ভাগ।
- দেশি লাঙলের চাষের গভীরতা— ৭-৮ সে.মি.।
- প্ল্যাঙ্কটনের উপস্থিতির জন্য পানির রং— বাদামি সবুজ হয়।
- হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম সপ্তাহে দৈনিক খাদ্য দিতে হয়— ১৫ গ্রাম।
- পানির PH ৭-এর নিচে হলে তাকে বলে— অম্লীয়।

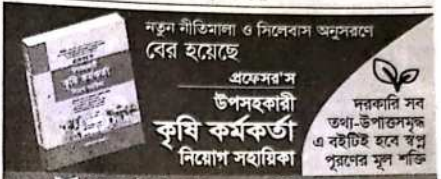

- লিগিউম জাতীয় ঘাসে সাধারণ ঘাসের তুলনায় যে খাদ্য উপাদান বেশি পরিমাণ থাকে— প্রোটিন।
- জলজ আগাছা দমনে ব্যবহার করা হয়— কপার সালফেট।
- পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য থাকলে পানির রং হবে— সবুজ।
- আদর্শ বীজতলার মাপ— ৩ × ১ মি.।
- ঝাউ গাছের বীজ সংগ্রহ করতে হয়— মে-জুন মাসে।
- জলাশয়ের সকল স্তরে বিচরণ করে— গ্রাসকার্প।
- ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল বছরে বাচ্চা দেয়— ২ বার।
- লৌহের অভাবে পশুর যে লক্ষণ প্রকাশ পায়— রক্তশূন্যতা।
- মাছের উপযুক্ত প্রজননকাল হলো— বর্ষাকাল।
- মৃত্তিকা সংমিশ্রণে সহায়তা করে— কেঁচো।
- চুন প্রয়োগের যত দিন পর জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হয়— ৭ দিন।
- রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছ ডিম পাড়ে— মে-জুলাই মাসে।
- মাটির লবণাক্ততা দূরীকরণে— সেচ দিতে হয়।
- বেলে দো-আঁশ মাটিতে বালিকণার পরিমাণ— ৭০%।
- মাটির পুষ্টি উপাদানে কৃত্রিম উৎস— রাসায়নিক সার।
- গম চাষের জন্য উপযুক্ত মাটি— দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ।
- মালচিং নিয়ন্ত্রণ করে— মাটির আর্দ্রতা।
- দো-আঁশ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা— ৩৫%।
- মাটির অম্লত্ব সৃষ্টি হয় যে উপাদানের কারণে— হাইড্রোজেন।
- ক্যাটল ফিশের হৃৎপিণ্ড রয়েছে— ৩টি।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধানের নাম— আই আর-৮।
- কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত উদ্ভিদ— নিম, বাসক, তুলসী প্রভৃতি।
- বাংলাদেশে প্রথম বীজ বিধি প্রণয়ন করা হয়— ১৯৮০ সালে।
- উন্নত জাতের আঁশ পাওয়া যায় যে জাতীয় পাট গাছ থেকে— তোষা।
- পাহাড়ি মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য— অম্লতা।
- দেশের মোট জলাশয়ের মধ্যে বদ্ধ জলাশয়— ১৬.৯%।
- বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত— ময়মনসিংহে।
- রেণু পোনা ছাড়া হয়— বর্ষাকালে।
- মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফুটায় যে মাছ— তেলাপিয়া।
- মাছ শ্বাসকার্য চালায়— ফুলকার সাহায্যে।
- যমুনাপাড়ী ছাগলের অপর নাম— রামছাগল।
- মুরগির সবচেয়ে মারাত্মক রোগ— রানীক্ষেত।
- পশুর ক্ষুরা রোগের প্রধান লক্ষণ— মুখে ও ক্ষুরে ঘা হওয়া।
- ব্রয়লার মুরগি পূর্ণ ওজন প্রাপ্ত হয়— ৭-৮ সপ্তাহে।
- মুরগির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়— ২১ দিনে।
- পূর্ণবয়স্ক মুরগি দৈনিক খাদ্য গ্রহণ করে— ১১০-১২০ গ্রাম।
- যে গাছকে সূর্যের কন্যা বলা হয়— তুলা।
- সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ— সুন্দরী ও গরান।
- বাছুরের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা— ১০১.৩° - ১০৫° ফারেনহাইট।
- গরু ও মহিষের গর্ভকাল— ২৮০ দিন।
- বন্যা-পরবর্তী এলাকার জন্য উপযোগী ধানের জাত— ব্রি ধান ৪৬।
- একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন— ৩.৫ মণ।
- খরা অবস্থায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ— কম থাকে।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধিতে ফসলে কমে যায়— প্রোটিন।
- হাঁস-মুরগির ঘর যে দিকে হলে ভালো— দক্ষিণমুখী।
- 'সিমাজিন' ব্যবহার করা হয়— জলজ আগাছা দমনে।
- সদ্য ফোটা হাঁস-মুরগির বাচ্চা যে ধরনের ঘরে রাখা হয়— ব্রুডার ঘর।
- বর্তমানে বাংলাদেশে গরু পালনে জনপ্রিয় ও লাভজনক পদ্ধতি— আবদ্ধ বা অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি।

পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য দেখুন বিসিএস প্রিলিমিনারি টিপস এবং অন্যান্য নিয়োগ টিপস

রিখটার স্কেল ফর্মুলায় ব্যবহৃত হয় ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

২৪ আগস্ট ২০২০ প্রকাশিত হয় ৬০০টি পদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং চলমান রয়েছে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (BPSC) ২৫৫০টি পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ কার্যক্রম। সেই সাথে রয়েছে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, টেকনেশিয়ান ও কার্ডিওগ্রাফার ২৬৮৯টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম। উপরিউক্ত পদসমূহের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য টেকনিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের এ বিশেষ আয়োজন।

টেকনিক্যাল

- BSMMU প্রতিষ্ঠিত হয়— ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮।
- BSMMU-এর পূর্ব নাম— Institute of Postgraduate Medicine and Research (IPGMR)।
- BSMMU-এর অবস্থান— শাহবাগ, ঢাকা।
- icddr,b-এর পূর্ব প্রতিষ্ঠান Cholera Research Laboratory স্থাপিত হয়— ১৯৬৪ সালে।
- 'বেবি জিঙ্ক' ট্যাবলেটের বাজারজাতকরণ করা হয়— ২৬ নভেম্বর ২০০৬।
- মেরুদণ্ডীদের পৌষ্টিকনালির অন্তঃআবরণীতে পাওয়া যায়— স্তম্ভাকার আবরণী টিস্যু।
- এপিথেলিয়াল টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে— রক্ষণ, ক্ষরণ, শোষণ, ব্যাপন, পরিবহন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয়।
- যে বিশেষ টিস্যু দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত তাকে বলা হয়— স্নায়ুটিস্যু।
- বহিঃঅঙ্গসংস্থান বিদ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হাত, পা, মাথা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গসমূহ।
- স্বাভাবিক অবস্থায় অস্থিতে পানি থাকে— শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ।
- এনজাইম হলো— এক ধরনের প্রোটিন যা জীবদেহে অল্প পরিমাণ বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পর নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে।
- খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ নিষ্কাশনের সাথে জড়িত— পরিপাকতন্ত্র।
- পিত্তের বর্ণের জন্য দায়ী বিলিরুবিন তৈরি হয়— প্লীহায়।
- আমাদের দেহে খাদ্য হজম করতে সময়ের প্রয়োজন হয়— প্রায় ৫$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা।
- রক্তরসের জৈব পদার্থের মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের— রক্তপ্রোটিন ও বর্জ্য পদার্থ।
- রক্তকণিকা— তিন প্রকার। যথা : লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা।
- শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ বেড়ে গেলে হয়— লিউকেমিয়া বা Blood cancer।
- রক্তকণিকাগুলো সৃষ্টি হয়— হাড়ের ভিতরে অবস্থিত লোহিত অস্থিমজ্জায়।
- রক্তের গ্রুপ (Blood group) আবিষ্কার করেন— কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার।
- সাধারণত সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৪০ মিমি পারদ বা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মিমি পারদের চেয়ে বেশি হলে তাকে বলে— উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)।
- ক্ষতস্থানে শ্বেতকণিকার মৃত্যুর ফলে সাদা যে দুর্গন্ধময় বস্তু সৃষ্টি হয় তাকে বলে— পুঁজ।
- হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম বা ভেন্ট্রিকল অথবা উভয়ের সংকোচন ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে বলে— হার্ট ফেইলর।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে হৃদপেশির ক্রিয়াপদ্ধতি রেকর্ড করা হয় তাকে বলে— Electrocardiograph (ECG)।
- হৃৎপিণ্ডের করোনারি রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে বলে— করোনারি থ্রম্বোসিস।
- হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা এবং রোগ সনাক্তকরণের বিশেষ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতিকে বলে— ইকোকার্ডিওগ্রাফি (Echocardiography)।
- হার্টের সংকোচন-প্রসারণ যে যন্ত্রের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে করানো যায় তার নাম— পেসমেকার।
- হৃৎস্পন্দন, শ্বাসকার্য প্রভৃতির গতির হার নির্দেশক যন্ত্রের নাম— কাইমোগ্রাফ।
- ফুসফুসের প্রদাহকে বলে— নিউমোনিয়া (Pneumonia)।
- শ্বাস-প্রশ্বাস ৩.৫ মিনিট বন্ধ থাকলে— মানুষের মৃত্যু হয়।
- বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থগুলোকে বলে— রেচন পদার্থ।
- রক্তরসের যত ভাগ মূত্রে পরিণত হয়— ১০ ভাগ।
- মস্তিষ্ক বিভক্ত হয়— ৩টি অংশে (অগ্র মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ক)।
- মানুষের চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা, বাকশক্তি ও ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে— সেরিব্রাম।
- মানবদেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে— হাইপোথ্যালামাস।
- দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা যার কাজ— লঘু মস্তিষ্কের।
- মানবদেহের অঙ্গতন্ত্রসমূহকে সমন্বয় করে— স্নায়ুতন্ত্র।
- মানুষের শরীরের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি হলো— যকৃত।
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়াকে বলে— হাইপারগ্লাইসেমিয়া (Hyperglycemia)।
- রাতের বেলা বিড়াল ও কুকুরের চোখ জ্বল জ্বল করে— টেপেটাম নামক রঞ্জক কোষ থাকায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান, কার্ডিওগ্রাফার ও স্বাস্থ্যকর্মীর বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের জন্য বিষয়-বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রণীত
প্রফেসর'স
স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ সহায়িকা
এখন বাজারে

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

- যে অঙ্গের মাধ্যমে আমরা বাইরের জগৎকে অনুভব করতে পারি— সংবেদী অঙ্গ।
- যে দর্শনেন্দ্রিয় আলোকের মাধ্যমে দৃষ্টি সঞ্চার করে তাকে বলে— চক্ষু।
- জীবন রক্ষাকারী হরমোন— অ্যালভোস্টেরন।
- পিটুইটারি গ্রন্থিটি শিশুকালে অপসারণ করলে হয়— বামনত্ব।
- দেহের ভেতরে ও বাইরে রোগ জীবাণু ধ্বংসের এক জটিল ব্যবস্থাপনা রয়েছে— ইমিউনতন্ত্রে।
- প্রধান ফ্যাগোসাইটিক কণিকা হচ্ছে— ২টি (নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ)।
- মানবদেহে প্রতিরক্ষক হিসেবে কাজ করে— ২ ধরনের প্রোটিন।
- মানুষের শরীরের ভাইরাস সংক্রমণ ও ক্যান্সার প্রতিরোধকারী প্রোটিন— ইন্টারফেরন।
- পরিণত টেমকোষ অনুপস্থিত— কোষপিণ্ডে।
- সুষম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় উপাদানের অনুপাত— ৪ ঃ ১ ঃ ১।
- দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কারণ— ছয়টি খাদ্য উপাদান পরিমিত মাত্রায় থাকে।
- মানুষের দেহে পানি থাকে— শতকরা ৬৫-৭৫%।
- শোষিত খাদ্য ক্রমশ প্রোটোপ্লাজমের অংশ বিশেষে পরিণত হওয়াকে বলা হয়— আত্তীকরণ।
- হলুদের 'কারকিউমিন' নামক উপাদানের কাজ— ক্যান্সারের ক্ষতিকর কোষগুলোকে বাধা দেয়া।
- গ্লুকোজের রাসায়নিক সংকেত— $C_6H_{12}O_6$।
- এক বা একাধিক পলিপেপটাইড সম্বলিত বৃহদাকার সক্রিয় জৈব রাসায়নিক পদার্থকে বলে— আমিষ।
- রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা— ১০০-২০০ মিলিগ্রাম/মিলিলিটার।
- কোলেস্টেরলের উৎস— ডিমের কুসুম, কলিজা, মগজ, গরুর মাংস, খাসির মাংস ইত্যাদি।
- মানবদেহে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ— সোডিয়াম।
- মানবদেহের $\frac{১}{২৫}$ ভাগ অংশ গঠিত— ধাতব লবণ দ্বারা।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল— পেয়ারা, কালোজাম, আমলকী, কামরাঙ্গা ইত্যাদি।
- সবুজ চা সাধারণত কাজ করে— ক্যান্সারের বিরুদ্ধে।
- চিকিৎসাবিজ্ঞান হলো— মানবদেহ, মানুষের স্বাস্থ্য, রোগব্যাধি ও এর চিকিৎসা সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

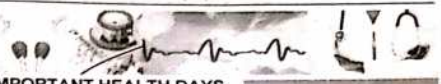

IMPORTANT HEALTH DAYS

Date	Observed as
4 February	World Cancer day
12 March	World Kidney Day
24 March	World Tuberculosis Day
2 April	World Autism Awareness Day
7 April	World Health Day
25 April	World Malaria Day
5 May	World Asthma Day
8 May	World Thalassemia Day
31 May	World No Tobacco Day
28 July	World Hepatitis Day
24 October	World Polio Day
29 October	World Stroke Day
12 November	World Pneumonia Day
10 November	World Immunisation Day
14 November	Diabetes Day
1 December	World AIDS Day

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের জন্য বিষয়-বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রণীত

প্রফেসর'স
সিনিয়র স্টাফ নার্স
মিডওয়াইফ
এখন বাজারে
নিয়োগ সহায়িকা

- ডেঙ্গু ভাইরাস হলো ফ্ল্যাভিভাইরাস গ্রুপের সদস্য, যা এক ধরনের— RNA ভাইরাস।
- বিষধর সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানে পাশাপাশি থাকে— দুটো দাঁতের দাগ।
- সিজোফ্রেনিয়া রোগের জন্য দায়ী— জিনের রাসায়নিক উপাদানের ভুল সজ্জা।
- মানবদেহে HIV প্রবেশের পর শরীরে এইডসের লক্ষণ দেখা যায়— ৬ মাস থেকে ১০ বছরের মধ্যে।
- ক্ষতস্থানে অনুচক্রিকার ধীর কার্যকারণের ফলে অতিরিক্ত রক্তপাত হওয়াকে বলে— হিমোফিলিয়া।
- মস্তিষ্ককে হালকা রাখার জন্য হাড়ের মধ্যে কতকগুলো ফাঁকা জায়গা থাকে, এগুলোকে বলে— সাইনাস।
- আয়োডিনের অভাবজনিত থাইরয়েড গ্রন্থির একটি রোগ হলো— গলগণ্ড।
- লিউকোমিয়া দেখা যায় বিশেষ করে— অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে।
- বাতজ্বর হয়— ঐপটোকক্কাস অণুজীবের সংক্রমণে।
- শরীরের কোনো অংগের মাংসপেশির কার্যকরী নষ্ট হওয়াকে বলে— প্যারালাইসিস।
- পারকিনসন রোগ হলো— মস্তিষ্কের এমন এক অবস্থা যেখানে হাত-পায়ে কাঁপুনি হয় এবং আক্রান্ত রোগী নড়াচড়া, হাঁটাহাটি করতে অপারগ হয়।
- থ্যালাসেমিয়া হলো— লোহিত রক্ত কণিকার এক অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত রোগ।
- থাইরয়েড গ্রন্থির অপরিমিত হরমোন ক্ষরণের কারণে সৃষ্ট রোগ— হাইপোথাইরয়েডিজম।
- মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়— ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফি বা ইইজি।
- পায়ুপথে ক্ষুদ্রাকৃতির ক্যামেরা প্রবেশ করিয়ে ছবি তোলার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি— কলোনোস্কোপি।
- ক্যান্সার হলে স্যালাইনের মাধ্যমে অতি শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক শরীরে প্রবেশ করানো হয় যার নাম— কেমোথেরাপি (Chemotherapy)।
- যে কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে হৃদযন্ত্রের ধীর গতিকে স্বাভাবিক গতিতে আনা হয় তাকে বলে— পেসমেকার।
- রোগীর দূষিত রক্ত দেহের বাইরে এনে পরিশোধিত করে পুনরায় রোগীর দেহে প্রয়োগ করানোকে বলে— হ্যেমোডায়ালাইসিস।
- মুখ দিয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির ক্যামেরা প্রবেশ করিয়ে খাদ্যনালি বা পাকস্থলির ছবি তোলার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি— এন্ডোস্কোপি।
- পেপটিক আলসার রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়— এন্ডোস্কোপি।
- যে সকল রোগের জীবাণু বায়ু, পানি বা অন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্যে শরীরে প্রবেশ করে তাকে বলে— সংক্রামক রোগ।

পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য দেখুন বিসিএস প্রিলিমিনারি টিপস এবং অন্যান্য নিয়োগ টিপস

বাংলাদেশের প্রথম ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামে; ১৯৫৪ সালে

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

পর্ব ৪৯

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ ব্যাপকতার মধ্যে তথ্য মনে রাখার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের

টেকনিক

সাধারণ জ্ঞানের সহজ কৌশল

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অবস্থান

- ঢাকা > কাওরান বাজার : ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (DWASA)। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (BSBK)। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) ♦ আগারগাঁও : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (BAERA)। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ (PPPA)। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (BHTPA) ♦ রমনা : টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SREDA)। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (DTCA), নগর ভবন ♦ দিলকুশা : বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA)। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (RAJUK) ♦ বনানী : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (BBA)। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) ♦ অন্যান্য : বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEPZA), ধানমন্ডি। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB), কুর্মিটোলা। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA), মতিঝিল। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA), ইস্কাটন। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA), মগবাজার। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (NHA), সেগুনবাগিচা। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA), তেজগাঁও।
- চট্টগ্রাম > চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- রাজশাহী > বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA), বহরমপুর। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সদর।
- খুলনা > খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (KDA)। খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।
- কক্সবাজার > কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- বাগেরহাট > মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

ঢাকায় অবস্থিত কমিশন

- আগারগাঁও > বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (BPSC)। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC)। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)। তথ্য কমিশন। পরিকল্পনা কমিশন।
- রমনা > বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (BJSC)। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)। আইন কমিশন।
- কাওরান বাজার > বাংলাদেশ জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BERC)। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
- সেগুনবাগিচা > বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন। দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)।
- অন্যান্য > বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, পলাশী। জাতীয় নদীরক্ষা কমিশন, নয়াপল্টন। যৌথ নদী কমিশন, গ্রীন রোড।

গানের জন্ম বা প্রচলন

গান	জন্ম বা প্রচলন
সারি গান	ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, খুলনা ও বরিশাল
বাউল গান	ঢাকা, কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও সিলেট
জাগ গান	পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ
গাজীর গান	ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট
ধুয়া গান	ফরিদপুর, পাবনা, যশোর ও ঢাকা
ঘাটু গান	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট
গম্ভীরা গান	বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল
বিচার গান	মানিকগঞ্জ ও ফরিদপুর
মাগনের গান	মানিকগঞ্জ
ফকিরালি গান	টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ
জারি গান	কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ
ভাটিয়ালী গান	ময়মনসিংহ ও সিলেট
কবিগান	চট্টগ্রাম
মাইজভাণ্ডারি গান	
আলকাপ গান	রাজশাহী, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহ (ভারত)
বোলান গান	পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ (ভারত)
গোপীচন্দ্রের গান	ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে
ভাওয়াইয়া গান	রংপুর, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম (ভারত)
চটকা গান.	রংপুর ও কোচবিহার (ভারত)
লেটো গান	পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
টপ্পা গান	
ঝুমুর গান	পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়, রাজশাহী ও ফরিদপুর

যে অঞ্চলের নৃত্য

- উচ্চাঙ্গনৃত্য > মণিপুরী : সিলেট ও মণিপুর (ভারত)। ভরতনাট্যম : ভারত। কথাকলি : দক্ষিণ ভারত। কথক : উত্তর ভারত, লক্ষ্ণৌ এবং জয়পুর। ওড়িশি : উড়িষ্যা (ভারত)।
- লোকনৃত্য > অবতার : ফরিদপুর। হুদমা : রংপুর। ঢাক : মানিকগঞ্জ। ঘাটু : কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সিলেট। লেটো : বর্ধমান-বীরভূম (ভারত)। পুতুল : পশ্চিমবঙ্গ। ছৌ : পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া-বাঁকুড়া অঞ্চলে। ছোকরা : মুর্শিদাবাদ-মালদহ (ভারত)। গম্ভীরা : রাজশাহী। ঢালি : যশোর ও খুলনা। রায়বেঁশে : বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। জারি : ঢাকা ও ময়মনসিংহ।
- অন্যান্য নৃত্য > ঝুমুর : রংপুর ও রাজশাহী। ধুপ : খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর। বল : যশোর।

ইরানের বাম নগরীতে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয় ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

সঠিক তথ্যের সন্ধানে

পর্ব ৮২

বর্তমানে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ ধরা দণ্ডনীয় অপরাধ?

× ভুল ➤ ২৩ সেমি ✓ সঠিক ➤ ২৫ সেমি

ইলিশ মাছকে ইংরেজিতে Hilsa Fish বলে। এটি *Clupeiformes* বর্গ (Order) এবং *Clupeidae* গোত্রের (Family) অন্তর্গত। বাংলাদেশে তিন প্রজাতির ইলিশ পাওয়া যায়— সাধারণভাবে পরিচিত *Tenualosa ilisha*, চন্দনা ইলিশ নামে পরিচিত *Tenualosa toli* এবং কানাগুর্তা বা গুর্তা প্রজাতির *Hilsa kelee/ kanagurta*। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ী, চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চি)-এর ছোট ইলিশ ধরা দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। কিন্তু আইনের ধারা-৩-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ২৯ মে ২০১৪ আইনটির দ্বিতীয় তফসিলে সংশোধনী আনে। যার মাধ্যমে ২৫ সে.মি. বা ১০ ইঞ্চির কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ ধরা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে যুক্ত করা হয়। মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, যত সেন্টিমিটার বা ইঞ্চির কম দৈর্ঘ্যের মাছ ধরা নিষিদ্ধ—

অপ্রাপ্তবয়স্ক ইলিশের স্থানীয় নাম 'জাটকা' (ছোট ইলিশ)। ৬-১০ সপ্তাহের মধ্যে ইলিশের পোনা দৈর্ঘ্যে ২৫ সে.মি. বা ১০ ইঞ্চি লম্বা হয়, তখন এদের 'জাটকা' বলে।

মাছ	দৈর্ঘ্য	
	সেন্টিমিটার	ইঞ্চি
কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউস ও ঘনিয়া	২৩	৯
ইলিশ	২৫	১০
পাঙাস, সিলন, ভোলা, আইড় ও বোয়াল	৩০	১২

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সরকারি অনুদান প্রথা চালু হয় কবে?

× ভুল ➤ ১৯৭৯ সালে ✓ সঠিক ➤ ১৯৭৬ সালে

চলচ্চিত্র (Film) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে পরিচিত। এটি গণযোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হওয়ায় বিনোদনের এ শিল্পকে পুনর্জীবিত বা গতি সঞ্চার করতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে অনুদান প্রথা চালু করে। চলচ্চিত্রশিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করাই এ অনুদানের মূল লক্ষ্য। ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরে প্রথম চারটি চলচ্চিত্র অনুদান পায়। এগুলো হলো— সূর্যদীঘল বাড়ী, এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী, তোলপাড় ও মেহেরজান। এর মধ্যে 'সূর্যদীঘল বাড়ী' ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৯ প্রথম অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র হিসেবে মুক্তি পায়।
বর্তমানে সরকার প্রতিটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য ২০ লাখ টাকা অনুদান দেয়। কিন্তু কোনো প্রযোজক পরপর দুই বছর অনুদান পান না।

অনুদানপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	মুক্তি
সূর্য দীঘল বাড়ী	মসিহ্উদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী	৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৯
এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী*	বাদল রহমান	২৯ আগস্ট ১৯৮০
তোলপাড়	কবীর আনোয়ার	৪ মার্চ ১৯৮৮
মেহেরজান	বেবী ইসলাম	অসমাপ্ত

*[*এটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র]*

বর্তমানে বাংলাদেশে স্থল বন্দর কতটি?

× ভুল ➤ ২২টি ✓ সঠিক ➤ ২৪টি

স্থল বন্দর হলো সীমান্তে অবস্থিত আন্তঃদেশীয় পণ্য ও যাত্রী পরিবহন এবং বিনিময় কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। প্রতিবেশী

দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ১৪ জুন ২০০১ 'বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১'-এর অধীন বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (BSBK) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১২ জানুয়ারি ২০০২ সরকার সীমান্তবর্তী ১১টি স্থানকে স্থলবন্দর ঘোষণা করে, যার মধ্যে ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বেনাপোল স্থলবন্দর হিসেবে প্রথম আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। এটি ভারতের চব্বিশ পরগনার বনগাঁওয়ের পেট্রাপোল বন্দরের সাথে যুক্ত। বর্তমানে BSBK ঘোষিত স্থল বন্দরের সংখ্যা ২৪টি। *[সূত্র : www.bsbk.gov.bd এবং বাংলাপিডিয়া।]*

একনজরে দেশের ২৪টি স্থল বন্দর ও ঘোষণাকাল

১২ জানুয়ারি ২০০২ : বেনাপোল, যশোর • বাংলাবান্ধা, পঞ্চগড় • সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ • হিলি, দিনাজপুর • বিরল, দিনাজপুর • টেকনাফ, কক্সবাজার • বুড়িমারি, লালমনিরহাট • আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া • ভোমরা, সাতক্ষীরা • দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা • তামাবিল, সিলেট। ১৮ নভেম্বর ২০০২ : বিবিরবাজার, কুমিল্লা। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ : বিলোনিয়া, ফেনী। ১৪ জুন ২০১০ : গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, ময়মনসিংহ। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ : নাকুগাঁও, শেরপুর। ৭ নভেম্বর ২০১০ : রামগড়, খাগড়াছড়ি। ২৫ অক্টোবর ২০১২ : সোনাহাট, কুড়িগ্রাম। ৩০ জুন ২০১৩ : তেগামুখ, রাঙামাটি। ২৮ জুলাই ২০১৩ : চিলাহাটি, নীলফামারী। ৩১ জুলাই ২০১৩ : দৌলতগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা। ২১ মে ২০১৫ : ধানুয়াকামালপুর, জামালপুর। ৩০ জুন ২০১৫ : শেওলা, সিলেট। ২৩ মার্চ ২০১৬ : বাল্লা, হবিগঞ্জ। ২৫ জুলাই ২০১৯ : ভোলাগঞ্জ, সিলেট।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

প্রশ্ন আপনার উত্তর আমাদের

প্রশ্নগুলো যারা পাঠিয়েছেন

শিপন হাসান। রাসেল সরদার, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া। সজিব ইসলাম। মো. সিরাজুল ইসলাম, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। নাজমুল গওছ, সাতক্ষীরা। মো. সাখাওয়াত হোসেন, সরকারি আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া। বিপ্লব প্রধান, ইসলামপুর, জামালপুর। মো. আবেদুল হক। মো. রিস্তু আহমেদ, চিলমারী, কুড়িগ্রাম। সৌরভ দাস। আরিফ আব্দুল্লাহ, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম। কে.কে.এম. মুবিন, পটুয়াখালী।

প্রশ্ন : ব্লকচেইন (Blockchain) প্রযুক্তি কী?

উত্তর : ব্লকচেইন হচ্ছে তথ্য সংরক্ষণ করার একটি নিরাপদ এবং উন্মুক্ত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে তথ্য বিভিন্ন ব্লকে একটির পর একটি চেইন আকারে সংরক্ষণ করা হয়। এটি একটি অপরিবর্তনযোগ্য ডিজিটাল লেনদেন, যা দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। 'সাতোশী নাকামতো' ছদ্মনামের এক বা একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ প্রযুক্তির উদ্ভাবক। কেবল ডিজিটাল মুদ্রা বিটকয়েনের জন্য ব্লকচেইনের উদ্ভাবন করা হলেও এখন প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন : Ecopark (ইকোপার্ক)-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : Ecopark-এর পূর্ণরূপ Ecological Park।

প্রশ্ন : No ও Not এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : সাধারণত না-বোধক প্রশ্নের উত্তরে/না-বোধক বাক্যে, Article এর পরিবর্তে Noun/Adjective-এর পূর্বে বা শেষে -ing যুক্ত Verbal nouns এর পূর্বে No ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে না-বোধক বোঝাতে Auxilary verbs এর সাথে, Adverbs এর পূর্বে, Article + Noun-এর পূর্বে বা any, many, much, enough এর পূর্বে Not ব্যবহৃত হয়। যেমন :

The book has **no** information.
There were **no** late trains today.
I do **not** like this colour.
The car is **not** very fast.
He is **not** a teacher, he is a student.
Not many people showed up.

প্রশ্ন : JPG ও JPEG-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : JPG ও JPEG (Joint Photographic Experts Group) হলো মূলত সংরক্ষিত ডিজিটাল ছবির বহুল ব্যবহৃত ফাইল এক্সটেনশনের নাম, যা দ্বারা একই বিষয়কে বোঝায়। উইন্ডোজ-এর পুরানো ভার্সনে ফাইলের নামের এক্সটেনশন অংশে তিনটি ঘর থাকায় JPG ব্যবহৃত হতো।

প্রশ্ন : ফেরাউন সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : ফেরাউন (Pharaoh) মূলত কারো নাম নয়। প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের উপাধি ছিল ফারাও, যাদের আরবরা ফেরাউন বলতো। হযরত মুসা (আ)-এর সঙ্গে যে ফেরাউনের মোকাবিলা হয়েছিল, কেউ কেউ তার নাম বলেছেন দ্বিতীয় 'রামাসিস'। আর কেউ কেউ বলেন, সে ছিল দ্বিতীয় রামাসিসের পুত্র 'মারনেপতাহ' বা 'মিনফাতাহ'।

প্রশ্ন : vs দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : v., v, vs. বা vs এর পূর্ণরূপ Versus দ্বারা বনাম, বিপক্ষে, বিরুদ্ধে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন : DO letters-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : DO letters-এর পূর্ণরূপ Demi Official letters।

প্রশ্ন : Money কে Uncountable noun হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন?

উত্তর : Taka, dollar, franc, pound ইত্যাদি দ্বারা গণনাযোগ্য মুদ্রা বোঝালেও (Countable noun) Money দ্বারা সামগ্রিক মুদ্রাকে বোঝায়, যাকে গণনা করা যায় না বলে Uncountable noun হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন : নদ ও নদীর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : সাধারণত বাংলা, হিন্দি, ফারসি ইত্যাদি ভাষার ক্ষেত্রে পুরুষবাচক শব্দ অ-কারান্ত এবং নারীবাচক শব্দ আ-কারান্ত বা ই, ঈ-কারান্ত হয়। যেমন.: নদ-নদী, কুমার-কুমারী ইত্যাদি। সুতরাং যে সকল নদীর নাম পুরুষবাচক সেগুলোর পর 'নদ' (যেমন : কপোতাক্ষ নদ, ব্রহ্মপুত্র নদ, নীলনদ ইত্যাদি) এবং যে সকল নদীর নাম স্ত্রীবাচক সেগুলোর পর 'নদী' (যেমন— পদ্মা নদী, যমুনা নদী ইত্যাদি)।

প্রশ্ন : হলোকস্ট (Holocaust) কী?

উত্তর : হলোকস্ট (আভিধানিক অর্থ দুর্ঘটনা, দুর্যোগ ও হত্যাযজ্ঞ) হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের অধীনস্থ জার্মান নাৎসি বাহিনী কর্তৃক ৬০ লক্ষের অধিক ইহুদি ও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীদের ওপর চালানো গণহত্যা।

সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক আপনার যে কোনো জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিন ca@professorsbd.com ঠিকানায় অথবা ডাকে। ফোনে কোনো প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়।

www.bdniyog.com
Scanned by www.bdniyog.com

 www.bdniyog.com

জানা অজানা

পর্ব ৬৬

রিও টিনটো ■
সাইকেল আবিষ্কার ■ সানফিস ■

রিও টিনটো
অদ্ভূত ও ভয়ংকর এক নদী

বিশ্বে এমন নদীও আছে যেখানে কেউ নামলে কঙ্কালে পরিণত হয়। অদ্ভূত ও ভয়ঙ্কর এ নদীর দেখা মিলবে স্পেনের দক্ষিণ পশ্চিমে আন্দালুসিয়া প্রদেশে। এখানকার সিয়েরা মোরেনো পাহাড় থেকে সৃষ্ট এ নদীটির নাম রিও টিনটো (Rio Tinto), যার অর্থ লাল নদী। নদীটি প্রায় ১০০ কিমি (৬২ মাইল) পথ পেরিয়ে মিলিত হয়েছে হুয়েলভা শহরের কাছে কাদিজ উপসাগরে (Gulf of Cadiz)। এ নদীর চারপাশে রয়েছে মূল্যবান খনিজ সম্পদের মজুদ। সোনা, রুপা, তামাসহ আরো বহুবিধ খনিজ সম্পদের লোভে এ এলাকায় খনন চলছে বহু শতাব্দী আগে থেকে। প্রায় ৫,০০০ বছর আগে শুরু হওয়া এ খনন কাজ যেমন স্থানীয় মানুষদের সম্পদশালী করেছে, তেমনি নানা রকম খনিজ পদার্থ মিলে এ নদীর পানিকে করেছে অত্যন্ত অম্লীয় (P^H 1.7—2.5) ও প্রচুর লৌহসহ ভারী ধাতুতে পূর্ণ। ফলে এর স্বাভাবিক জলজ প্রাণিকুল একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। টিকে রয়েছে শুধু বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া, যা পানিতে মিশে এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, কোনো জন্তু পানির সংস্পর্শে এলেই তা কঙ্কালে পরিণত হয়। এজন্য এর আশেপাশের জনবসতিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হয়েছে। তবে লাল বর্ণ ধারণকৃত এ নদীর পানি ও মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সারাবছর ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণ করে।

সাইকেল আবিষ্কার যোগাযোগকে করেছে সহজ ও সাশ্রয়ী

দুই চাকা বিশিষ্ট পায়ে চালানোর বাহন বাইসাইকেল (দ্বিচক্রযান) শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ 'বিসিক্লেট' (Bicyclette) থেকে। যা বাংলায় 'সাইকেল' নামেই অধিক পরিচিত। ১৮৪৭ সালে সর্বপ্রথম ফরাসি একটি প্রকাশনায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শত শত বছরের অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের ফসল সরল, কিন্তু যুগান্তকারী এ আবিষ্কার। ১৮১৭ সালে জার্মান ধনকুব ও শৌখিন উদ্ভাবক কার্ল ভন ড্রাইস চেইন ও প্যাডেলবিহীন দুই চাকার একটি বাহনের প্রচলন ঘটান। পরবর্তীতে জার্মান উদ্ভাবক কার্ল কেচ নিজেকে প্রথম প্যাডেলযুক্ত সাইকেলের উদ্ভাবক দাবি করলেও ১৮৬৬ সালে প্যাডেলযুক্ত সাইকেলের প্যাটেন্ট পান ফরাসি উদ্ভাবক পিয়েরে ল্যালমেন। 'ভেলোসিপেড' নামে পরিচিত এ উদ্ভাবন থেকেই সাইকেল যুগের সূচনা ধরা হয়। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ উদ্ভাবক জন কেম্প স্টার্লি প্রচলিত ত্রুটি সংশোধন করে 'এরিয়েল' নামে সাইকেল তৈরি করলে তা বেশ জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৮৫ সালে তিনিই উন্নতমানের গিয়ার ও চেইন এবং সমান আকৃতির চাকায় 'রোভার' নামে নতুন সাইকেল তৈরি করেন, এতে সাইকেল আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। এরপর ধীরে ধীরে গত দেড়শো বছরে সাইকেলের অনেক উন্নতি হয়েছে। বিনা খরচে দ্রুত পথচলা ও শারীরিক সুস্থতায় সাইকেল এখন মানুষের প্রথম পছন্দ।

সানফিস'র সাথে সূর্যের কোনো সম্পর্ক নেই!

সানফিস (Sunfish) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলীয় একটি দৈত্যাকৃতি সামুদ্রিক মাছ। এটি Mola mola বা সাধারণভাবে Mola নামেও পরিচিত। এদের সত্যিকারের লেজ নেই এবং এরা মাথা সমেত অর্ধেক কাটা মাছের মতো দেখতে। মজার বিষয় নামের সাথে সান (সূর্য) থাকলেও এর সাথে সূর্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এদের প্রাপ্তবয়স্কদের ওজন প্রায় ২৪৭-১০০০ কেজি (৫৪৫-২,০২৫ পাউন্ড) হয়। ছোট মাছ, মাছের লার্ভা, স্কুইড ইত্যাদি খেয়ে সানফিস বেঁচে থাকে। স্ত্রী সানফিস এক সাথে ৩০ কোটি পর্যন্ত ডিম দেয়, যার বেশির ভাগই সফল পরিণতির দিকে যেতে পারে না। সানফিসকে জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ানসহ বিশ্বের কিছু জায়গায় সুস্বাদু খাবার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শিকার থেকে বাঁচতে ছোট অবস্থায় এরা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। সমুদ্রে এদের অত্যাধিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করার মতো, যা প্রতিদিন প্রায় ৫০০ গ্রামের মতো। অদ্ভুত এ মাছ সম্পর্কে অনেক তথ্য এখনও অজানা।

কেন হয়?

পাখিরা গান গায় কেন?

সাধারণত জোড়া খুঁজতে, শত্রুর আক্রমণ হতে সতর্ক করতে বা নিজস্ব বসবাসের এলাকা প্রতিষ্ঠা করতে পাখিরা গান গায়। পাখিদের স্বরতন্ত্রী শ্বাসনালির নিচে সিরিংক্স (Syrinx) নামক এক বিশেষ প্রকোষ্ঠে থাকে। যখন পাখিরা এর মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন এ প্রকোষ্ঠের ভেতর মেমব্রেইনগুলোতে কম্পন সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন সুর তথা গানের সৃষ্টি হয়।

পাখি উড়তে পারে কেন?

পাখিরা ওড়ার সময় ডানা দিয়ে বাতাসে নিচের দিকে বল প্রয়োগ করে। তখন বাতাসও নিউটনের সূত্রানুযায়ী ওপরের দিকে বল প্রয়োগ করে। ফলে পাখিরা খুব সহজেই বায়ুতে ভাসতে বা উড়তে পারে।

দলবদ্ধ পাখি V আকৃতিতে ওড়ে কেন?

সাধারণত দলবদ্ধ পরিযায়ী পাখির সামনেরটির উড্ডয়নের ফলে বাতাসে যে ঘূর্ণায়ন পাক (rotating vortex) তৈরি হয় তা পেছনের পাখিগুলো কাজে লাগায়, ফলে তাদের ওড়ার জন্য শক্তি অপেক্ষাকৃত কম খরচ হয়। এছাড়া এ ধরনের বিন্যাসের ফলে পাখিগুলো পরস্পরের সাথে সহজে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। তাই এরা 'V' আকৃতিতে ওড়ে।

www.bdniyog.com

Scanned by www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

বিচিত্র এ পৃথিবীতে কত অদ্ভুত কাণ্ডই না ঘটে। অনেক ঘটনার ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কিছু ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন

রকমারি

বিশ্বের দ্রুততম মানব ক্যালকুলেটর

মাথার মধ্যে অঙ্ক কষার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয় করেন ২০ বছর বয়সি নীলকান্ত ভানু

প্রকাশ। দৌড়ের ক্ষেত্রে উসাইন বোল্ট যেমন, অঙ্কের ব্যাপারে নীলকান্ত ভানু প্রকাশ ঠিক সে রকম। তিনি মনে মনে অঙ্ক করতে পারার বিষয়টিকে স্প্রিন্ট বা দৌড় প্রতিযোগিতার সাথে তুলনা করেন। সবাই তাকে ডাকে ভানু নামে। সবসময় সংখ্যার কথা তার মাথায় ঘোরে এবং তিনি এখন বিশ্বের দ্রুততম মানব ক্যালকুলেটর।

চুল কাটাননি ৮০ বছর

ভিয়েতনামের এনগুয়েন ভান চিয়েনের বয়স এখন ৯২। তার বিশ্বাস চুল কেটে ফেলার পর মারা যাবেন। তাই মাত্র ১২ বছর বয়স থেকে চুল কাটা বন্ধ করে দেন তিনি। অর্থাৎ গত ৮০ বছরে একবারের জন্যও চুল কাটাননি এনগুয়েন। ভিয়েতনামের মিকং ডেল্টা এলাকার ঐ বাসিন্দার চুল এখন ৫ মিটার লম্বা। এনগুয়েন বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে, চুল কেটে ফেলার পর মারা যাব। সেই কারণে কখনোই চুল কেটে ফেলার ঝুঁকি নেয়ার সাহস করতে পারিনি। আমি শুধু চুলের যত্ন নিয়েছি, চুল নষ্ট যেন না হয়ে যায়, সেজন্য ঢেকে রাখি। মাঝে মধ্যেই পরিষ্কার করি, যেন দেখতে ভালো লাগে। স্কুলে যাওয়া শুরু করার পর চুল কেটে ফেলার চাপ আসে। কিন্তু আমি চুল কাটিনি। আমি মনে করি, চুলের সাথে মৃত্যুর একটা সম্পর্ক আছে।

৪৪২ ক্যারেটের হীরার সন্ধান

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ লেসোথো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। দেশটির লেটসেং খনি থেকে সম্প্রতি ৪৪২ ক্যারেটের একটি অমসৃণ হীরা উত্তোলন করে লন্ডনভিত্তিক বৈশ্বিক হীরা উত্তোলন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান জেম ডায়মন্ডস। ২০২০ সালে লেসোথোর খনিগুলো থেকে উত্তোলন করা সবচেয়ে বড় সাদা রঙের টাইপ-টু অমসৃণ হীরা এটি। হীরাটি অলংকার তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। লেটসেং খনিটি বিশ্বের সর্বোচ্চ হীরা খনি হিসেবে পরিচিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খনিটির উচ্চতা ৩,১০০ মিটার ওপরে। লেসোথোর এ খনিটি থেকে অলংকার তৈরির জন্য ভালো মানের হীরা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত হীরাগুলোর আকারও হয় বেশ বড়। এ কারণে ইউরোপ-আমেরিকার অলংকার বাজারে লেসোথোর এ খনি থেকে উত্তোলন করা হীরার চাহিদা রয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি ভেড়া

২৭ আগস্ট ২০২০ স্কটল্যান্ডে একটি ভেড়া বিক্রি হয় ৩,৬৭,৫০০ ব্রিটিশ পাউন্ড মূল্যে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪,১৬,২৫,০০০ টাকা। 'ডাবল ডায়মন্ড' নামের বাদামি রঙের টেক্সেল প্রজাতির এ ভেড়াটি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ভেড়া। তিনটি ফার্ম মিলে এক সঙ্গে কিনেছে এ ভেড়াটি। ভেড়াটি বিক্রি করেন চার্লি বোডেন ও তার পরিবার।

গাড়ি উড়ল আকাশে

২৫ আগস্ট ২০২০ উড়ন্ত গাড়ির সফল পরীক্ষা চালানোর কথা জানায় জাপান। ঐদিন দেশটির উড়ন্ত গাড়ি প্রস্তুতকারক স্কাই ড্রাইভ ইঙ্ক SD-03 মডেলের গাড়ির টেস্ট ড্রাইভ সম্পন্ন করে। একজন যাত্রী নিয়ে টয়োটো ফিল্ডে উড়ানো হয় এ গাড়িটি। ডিসেম্বর ২০১৯ এ গাড়ির পরীক্ষা শুরু করেছিল স্কাই ড্রাইভ, যা মার্চ ২০২০ শেষ হয়। এরপর সম্প্রতি প্রথমবারের মতো জনসম্মুখে এ গাড়ির পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। উড়ন্ত যানটি দেখতে হালকা মোটরসাইকেলের মতো। প্রপেলারের সাহায্যে কয়েক ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠতে সক্ষম যানটি। প্রথমবার চার মিনিট পর্যন্ত এ উড়ন্ত যান চালিয়ে দেখান একজন চালক। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৩ সালের মধ্যেই উড়ন্ত গাড়ি যাত্রী পরিবহনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রি শুরু হবে।

'উড়ন্ত' স্পিডবোট

সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডে যাত্রা শুরু করে বিশ্বের প্রথম বিদ্যুৎ চালিত 'উড়ন্ত' স্পিডবোট, যার নাম দেয়া হয় 'ক্যান্ডেলা সেভেন'। একে উড়ন্ত স্পিডবোট বলার কারণ হলো, এটি ঢেউয়ের ওপর দিয়ে অনেকটা ভেসে চলতে পারে। নৌযানটির নিচের একটি ধাতব কাঠামো বা ফয়েল এটিকে পানির স্তর থেকে কিছুটা ওপরে তুলতে পারে। এতে ধেয়ে আসা ঢেউ স্পিডবোটটির নিচ দিয়ে চলে যায়। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে 'উড়ে' চলায় শক্তি খরচ ও শব্দ কম হয় এ স্পিডবোটে। একবারের পূর্ণ চার্জে সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারে এটি। পানির ওপর ভেসে চলাকালীন ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ তুলতে পারে এ স্পিডবোট। এর মূল্য ২,৯৬,০০০ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় আড়াই কোটি টাকার বেশি)।

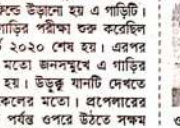

www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন